ক্যাডার

বিসিএস পরীক্ষা প্রস্তুতি কৌশল: শুরু থেকে শেষ

বিসিএস ক্যাডারদের অনুসৃত স্মার্ট প্রস্তুতি কৌশল রপ্ত করুন, অল্প সময়ে ৩ গুণ বেশি কার্যকর প্রস্তুতি নিন।

মো: জাহিদ হাসান

২৯তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার

দ্য
ক্যাডার

বিসিএস পরীক্ষা প্রস্তুতি কৌশল: শুরু থেকে শেষ

বিসিএস ক্যাডারদের অনুসৃত স্মার্ট প্রস্তুতি কৌশল রপ্ত করুন,
অল্প সময়ে ৩ গুণ বেশি কার্যকর প্রস্তুতি নিন।

মো: জাহিদ হাসান

লেখক : **মো: জাহিদ হাসান**
Email: hellozahid26@gmail.com

কপিরাইট (C) : **লেখক**

প্রকাশক : **নাসরিন সুলতানা**

পরিবেশক : **তাজ কম্পিউটার এন্ড ফটোস্ট্যাট**
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ (ডিগ্রি ক্যাম্পাস)
ধর্মপুর, কুমিল্লা। ফোন: ০১৯২০-২২৫৭৭৮

ISBN : 978-984-34-4791-3

বইটি প্রাপ্তি স্থান :

- **তাজ কম্পিউটার এন্ড ফটোস্ট্যাট**
  রহমান প্লাজা, কলাভবন গেইট
  কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ (ডিগ্রি ক্যাম্পাস)
  ধর্মপুর, কুমিল্লা। ফোন: ০১৯২০-২২৫৭৭৮
- **সিফাত লাইব্রেরী**
  কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ (ডিগ্রি ক্যাম্পাস)
  ধর্মপুর, কুমিল্লা।
- **লিপিকা লাইব্রেরী**
  কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ রোড, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা।
- **ইকরা লাইব্রেরী**
  কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ রোড,কান্দিরপাড়, কুমিল্লা।
- **রফিক গ্রন্থাগার**
  নিউমার্কেটের উল্টো পাশে, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা।

অনলাইনে বইটি প্রাপ্তির ঠিকানা
:

- rokomari.com
  ফোন: 16297/01519-521971
- bcsexam.com

মূল্য : ৩২৪ টাকা মাত্র

মুদ্রণে: নেটওয়ার্ক প্রিন্টার্স

উৎসর্গ

মা-বাবা
ও
চাকরির বাজারে সংগ্রামরত
আমার প্রিয়
ছাত্র-ছাত্রীদেরকে

কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ :

- **প্রফেসর মো: আব্দুল কাইয়ুম নিজামী**
  বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজি বিভাগ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ
- **ড. মো: মেহেদী হাসান**
  সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ
- **মোহাম্মদ শিপন মিয়া**
  সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ
- **মো: ইদ্রিস মিয়া**
  সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ
- **সালাউদ্দিন**
  সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ
- **মো: এনামুল হক**
  প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কুমিল্লা সরকারি কলেজ
- **মিহরাবুর নাঈম**
  সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
- **মো: রাসেল**
  সহকারি প্রডিউসার (অস্থায়ী), বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা আঞ্চলিক কেন্দ্র
- **মো: শাহীন**
  ৩৭তম বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারে সুপারিশ প্রাপ্ত

সতর্কীকরণ:

'দ্য ক্যাডার' বইটির সকল মৌলিক কন্টেন্ট (সরকারি গ্যাজেট বিজ্ঞপ্তি ছাড়া) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কপিরাইট অফিসে রেজিস্ট্রেশনকৃত। তাই বইটির কোন লেখা লেখকের অনুমতি ছাড়া অনলাইনে বা অফলাইনে কোন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস দ্বারা ছবি তুলে/ ফটোকপি করে বা অন্য উপায়ে নকল করে নামে বা বেনামে প্রকাশ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

দায়-অস্বীকৃতি

'দ্য ক্যাডার' বইটিতে প্রদত্ত পরামর্শগুলো কোন বিসিএস পরীক্ষার্থীকে বিসিএস-এ চাকরি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে না।

বিসিএস পরীক্ষার্থীকে বইটিতে দেওয়া পরামর্শ ও তথ্যসমূহ নিজ দায়িত্বে অণুসরণ/ব্যবহার করতে হবে।

সূচিপত্র

■ ভূমিকাঃ দ্য ক্যাডার ix

■ অধ্যায়-১ঃ বিসিএস পরীক্ষার প্রাক-পাঠপরিকল্পনা ১৩

ক. বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য টেকসই সিলেবাস এনালাইসিস যেভাবে করবেন ১৩

খ. সহায়ক বইপত্র ঃ কি কিনবেন, কতোটা কিনবেন ১৪

গ. আপনার Biorythm অনুসারে যেভাবে রুটিন তৈরি করবেন ১৪

ঘ. অধ্যায়নের সিস্টেম লস কমাতে 'Restorf' এর টোটকা ১৬

ঙ. সিস্টেম-লস কমাতে বিজ্ঞানসম্মত 'রিভিশন' মেথড ১৬

চ. আত্মস্ত করা স্মৃতিকে দীর্ঘদিন ধরে রাখার জন্য Tony Buzan এর 'SMASHIN SCOPE" মডেল ১৭

ছ. গ্রুপ-স্টাডির অর্থবহতা ও অর্থহীনতা ২০

জ. দৈনিক পত্রিকা পাঠ ঃ কি পড়বেন, কিভাবে পড়বেন ২২

ঝ. বিসিএস পরীক্ষা প্রস্তুতিতে প্রযুক্তির ব্যবহার ২৩

ঞ. ক্যাজুয়্যাল স্টাডি ২৪

ট. চার্টিং এন্ড স্টিকিং ২৫

ঠ. টাইমিং টেস্ট ২৫

ড. ব্যাচিং মেথডঃ যেভাবে ব্যস্ত পরীক্ষার্থীর সময় বাঁচিয়ে দিতে পারে ২৬

ঢ. বিসিএস প্রস্তুতিতে ম্যাজিক্যাল '৮০/২০' রুলের প্রয়োগ ২৭

ণ. শেয়ারিং এন্ড সেলফ এপ্রিসিয়েশন ২৮

■ অধ্যায়-২ ঃ বিষয়ভিত্তিক প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতি কৌশল ২৯

◆প্রিলিমিনারি টেস্টের বিষয় ও নম্বর বন্টন ২৯

ক. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ২৯

খ. ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য ৩৬

গ. বাংলাদেশ বিষয়াবলি ৪১

ঘ. আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি ৪৩

ঙ. ভূগোল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ৪৪

চ. সাধারণ বিজ্ঞান ৪৫

ছ. কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি ৪৫

জ. গাণিতিক যুক্তি ৪৭

ঝ. মানসিক দক্ষতা ৪৯

ঞ. নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন ৫১

■ **অধ্যায়-৩ ঃ বিসিএস লিখিত পরীক্ষা প্রস্তুতি কৌশল** ৫২
(এই অধ্যায়ে বিষয়ভিত্তিক যা যা আলোচনা করা হয়েছেঃ দরকারি বইপত্রের তালিকা, সিলেবাস এনালাইসিসও যেভাবে প্রস্তুতি নেবেন)
◆ লিখিত পরীক্ষার বিষয় ও নম্বর বন্টনঃ ৫২
◆ লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি কৌশল
ক. বাংলা ৫৩
খ. ইংরেজি ৫৮
গ. বাংলাদেশ বিষয়াবলি ৬৫
ঘ. আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি ৬৯
ঙ. গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা ৭১
চ. সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ৭৫

■ **অধ্যায়-৪ ঃ বিসিএস ভাইভা প্রস্তুতি কৌশল** ৭৭
১. প্রাক-ভাইভা প্রস্তুতি কৌশল ৭৭
ক. প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের চেকলিস্ট ৭৭
খ. ভাইভার ড্রেসকোড (Dress Code) ৮৩
গ. ভাইভাতে যেসব বেসিক প্রশ্ন হয়ে থাকে এবং যেভাবে সেগুলো মোকাবেলা করতে হবে। ৮৫
ঘ. ভাইভাবোর্ডে অদ্ভুত/বিব্রতকর পরিস্থিতি যেভাবে মোকাবেলা করবেন ৮৭
ঙ. ভাইভা বোর্ডে ভাষা নির্বাচনে সতর্কতা ৮৯
চ. ভাইভার জন্য শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি যেভাবে নেবেন ৮৯
২. ভাইভা বোর্ড মোকাবেলা ৯১
ক. ভাইভা বোর্ডে আপনার যে বিষয়গুলো যাচাই করা হবে ৯১
খ. ভাইভা বোর্ড যেরূপ হবে। ৯৬
গ. ভাইভা বোর্ডে যেভাবে প্রবেশ ও আসন গ্রহণ করবেন। ৯৬
ঘ. ভাইভা বোর্ডে প্রবেশের ৪০মিনিট পূর্বে যা যা করবেন। ৯৭
ঙ. ভাইভা বোর্ডের প্রতিকূল পরিবেশ যেভাবে নিজের অনুকূলে আনবেন। ৯৮
চ. যেভাবে বোর্ড সদস্যদেরকে ধন্যবাদ জানাবেন ও রুম থেকে বের হয়ে আসবেন। ১০০

■ **অধ্যায়-৫ ঃ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুলিশ ভেরিফিকেশন** ১০১

■ **অধ্যায়-৬ ঃ বিসিএস এর ক্যাডারভিত্তিক প্রোফাইল** ১০৪

■ **অধ্যায়-৭ ঃ আবেদন ফরম পূরণ ও বিশেষ নির্দেশাবলি** ১১৫

ভূমিকা

যে স্বপ্নটি তিন বছর ধরে দেখছি

প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবে তারাই যারা কৌশলী ও পরিশ্রমী। ব্যাপারটি আমি গভীরভাবে অনুধাবন করি প্রথমবার বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে। আমি প্রথমবারেই বিসিএস পরীক্ষায় পাশ করে নন-ক্যাডারে সুপারিশ পেলেও ক্যাডার পদে সুপারিশ পাই দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিয়ে। প্রথমবার ক্যাডার পদে সুপারিশ পেতে ব্যর্থ হওয়ার পেছনে যে কারণটি ছিল সেটি উপযুক্ত শ্রমের অভাব নয়, সেটি ছিল উপযুক্ত কৌশেলর অভাব।

আমার প্রথমবারের বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি কৌশলের প্রথম সমস্যাটি ছিল কৌশলগত ত্রুটির কারণে আমার প্রচুর সময়ের অপচয় হয়েছিল। আমি না বুঝে বা আধো বুঝে দীর্ঘ দেড় বছর পরিশ্রম করেছিলাম। আসলে ভালো বেসিক জ্ঞান থাকলে বিসিএস পরীক্ষার একটি মানসম্মত প্রস্তুতি নিতে ৬-৭ মাস সময়ই যথেষ্ট। আমি প্রকৃত প্রয়োজনীয় সময় থেকে ১৫০% সময় অতিরিক্ত অপচয় করেছি। আমার জানা ছিল না, কোন ধরনের পরিকল্পনা ও কৌশল অবলম্বন করলে আমি খুব দ্রুত প্রস্তুতি নিতে পারব।

আমার দ্বিতীয় ভুলটি ছিল, আমি আগে থেকে জানতাম না বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় কতটা পড়তে হয়, উত্তরপত্রে কতটা লিখতে হয়। জানতাম না প্রিলিমিনারি ও লিখিত মিলিয়ে কিভাবে একটি সমন্বিত প্রস্তুতি নিতে হয়। আমি জানি, প্রত্যেক নবীন পরীক্ষার্থী আমার মতোই অনভিজ্ঞতার কারণে ভুল স্ট্রাটেজি গ্রহণ করে পড়াশুনা করে।

দ্বিতীয়বার যখন বিসিএস পরীক্ষা দেই তখন আমার মাত্র দেড় মাসের প্রস্তুতি ছিল। কিন্তু প্রস্তুতি কৌশলটা ছিল অনেকটা বুদ্ধিদীপ্ত ও পরিণত। ফলে খুব দুর্বল প্রস্তুতি নিয়েও ভালো ফলাফল করি।

একটি বিসিএস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করতে ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রায় দু'বছর সময় লেগে যায়। প্রথমবার বিসিএস পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে দ্বিতীয়বারে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়ে নিয়োগ পেতে প্রায় তিন বছর লেগে যায়। ক্যাডার হতে গিয়ে চার-পাঁচ বছর সময়ের অপচয় করা মোটেও কাম্য নয়। তাই প্রস্তুতিটা শুরু করতে হবে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করার আগে থেকেই।

২০১৩-২০১৪ সালের দিকে আমার অনার্স ও মাস্টার্স পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা যখন আমাকে জিজ্ঞেস করতো, কিভাবে বিসিএস পরীক্ষা প্রস্তুতি শুরু করা যায়, আমি প্রায়ই অপ্রস্তুত হয়ে যেতাম। আসলে অল্প সময়ে কিভাবে আমি অতগুলো ধাপের প্রস্তুতি কৌশল সম্পর্কে তাদেরকে পরামর্শ দেই। আমার জবাবগুলো গোছানো ছিল না। তারপর থেকেই আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে গোছানো পরামর্শ দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করি। ফেইসবুক ও পত্রিকায় বিসিএস ক্যাডারদের দেওয়া প্রস্তুতি কৌশলগুলো নিয়ে গবেষণা করতে থাকি। এক পর্যায়ে বিসিএস পরীক্ষা প্রস্তুতি নিয়ে আমার ওয়েব সাইট www.bcsexam.com- এ নিয়মিত লিখতে শুরু করি।

পরবর্তী এক বছরে সারা দেশ থেকে প্রায় নব্বই হাজার বিসিএস পরীক্ষার্থী আমার ওয়েব সাইটে পরামর্শগুলো পড়েছে। প্রায় দু'হাজার পরীক্ষার্থী আমাকে ই-মেইল করে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছে। আমার দ্বারা এত বিপুল সংখ্যক প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের জবাব দেওয়া বাস্তবতার নিরিখেই সম্ভব হয়নি।

কিছুটা অসহায়ত্ব নিয়েই আমি ২০১৫ সালে এসে সিদ্ধান্ত নিলাম বিসিএস পরীক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরগুলো নিয়ে একটি বই লিখব। এই উদ্দেশ্যে সাত-আটটি প্রশ্নের একটি প্রশ্নমালা তৈরী করে আমি অনলাইনে বিসিএস পরীক্ষার্থীদের মাঝে জরীপ চালিয়েছিলাম। পরীক্ষার্থীদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, বিসিএস পরীক্ষা প্রস্তুতি নিতে গিয়ে পরীক্ষার্থীরা কোন ধরনের সমস্যায় পরে। বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী জরীপে অংশগ্রহণ করে তাদের সমস্যা ও উদ্বিগ্নতার কথা আমাকে জানায়। আমি প্রাপ্ত তথ্যগুলো বাছাই করে শ্রেণীবদ্ধ করে তার ক্লাসিফায়েড সমাধান খুঁজতে থাকি। আমি ব্যস্ত চাকরিজীবী, গৃহিনী, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বেকার ও প্রান্তিক ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার কথা জেনে বইটি লিখেছি। অতি খুঁত-খুঁতে স্বভাব ও অলসতার কারণে বইটি লিখে শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লেগে গেলো।

বইটি সবচেয়ে বেশি কাজে দেবে অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কারণ, তারা যদি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করার দু'তিন বছর আগেই বইটি পড়তে পারে তবে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করার আগেই তারা বিসিএস-এ বা ব্যাংকে বা প্রথম শ্রেণির যেকোন একটি সরকারি চাকরিতে নিয়োগ পেতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বইটিতে আমি চাকরি প্রার্থীদের অনেক মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার বৈজ্ঞানিক ও পরিক্ষিত সমাধানের কথা লিখেছি। লিখেছি সুচারুভাবে কিভাবে বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস এনালাইসিস করতে হয়, সময়ের অপচয় কমাতে হয়, সিস্টেম লস কমাতে হয়, অধ্যয়নের জন্য সঠিক বইটি সংগ্রহ করতে হয় এবং অপ্রত্যাশিত ও প্রতিকূল পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবেলা করতে হয়। আরও লিখেছি, কিভাবে আবেদন ফরম-ফিলাপের সময় তথ্যগত বিপর্যয় এড়াতে হয়। বইটিতে ক্যাডারভিত্তিক জব-প্রোফাইল দেওয়া আছে যাতে করে পরীক্ষার্থীরা পছন্দের ক্যাডারক্রমটি নিখুঁতভাবে পছন্দ করতে পারে। বিসিএস প্রিলিমিনারি, লিখিত, ভাইভা প্রস্তুতি কৌশল, পুলিশ ভেরিফিকেশন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রাক-প্রস্তুতি নিয়ে আমি বইটিতে বিশদভাবে লিখেছি।

নবীন বিসিএস পরীক্ষার্থীদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা বন্ধু-বান্ধব বা সিনিয়রদের কাছ থেকে শুনে অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় বই কিনে পড়তে শুরু করে অথবা প্রয়োজনীয় বইয়ের অপ্রয়োজনীয় তথ্য মুখস্ত করে তাদের স্মৃতি যন্ত্রকে ভারাক্রান্ত ও ক্লান্ত করে ফেলে। এতে প্রচুর অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়। দু'একবার তারা প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় টিকলেও লিখিত পরীক্ষায় কম নম্বর পেয়ে চূড়ান্ত ফলাফলে ব্যর্থ হয়। অনেকেই মাঝপথে রণে ভঙ্গ দিয়ে লো-প্রোফাইলের বেসরকারি চাকরি বা তৃতীয় শ্রেণীর সরকারি চাকরিতে যোগ দেয়। হতাশা ও অপূর্ণতা সারা জীবন তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়ায়। আমি গত পাঁচ বছরে ক্যারিয়ার নিয়ে ভুল পদক্ষেপ গ্রহণকারী বহু আত্মবিশ্বাসহীন মেধাবীকে এ ধরনের বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কাউন্সেলিং করেছি এবং তাদেরকে অনেক লো-প্রোফাইল চাকরি থেকে বের করে এনে ক্যাডার সার্ভিসে চাকরি পেতে সহায়তা করেছি।

বইটি লেখার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে গত তিন বছরে যেসকল ছাত্র-ছাত্রী আমাকে তাগাদা দিয়ে এসেছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। স্বল্প সময়ে বইটির প্রুফ দেখে দেওয়ার জন্য কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব ইদ্রিস মিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সর্বোপরি বইটি লেখার সময়ে নিরপদ্রব পরিবেশে থাকার জন্য আমাকে সহায়তা করায় আমার স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বইটি খুব যত্নের সাথে লেখার চেষ্টা করেছি। তবু যেসব ভুলত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে তার দায়ভার আমার নিজেরই।

প্রথম সংস্করনে সীমিত সংখ্যক বই ছাপানো হয়েছে। আশা করছি চাকরির রণক্ষেত্রের নবীন যোদ্ধারা এই বইটি সংগ্রহ করে খুব দ্রুত একটি গোছানো ও মান সম্পন্ন প্রস্তুতি গ্রহণ করে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে পছন্দের চাকরিটি ছিনিয়ে আনতে সমর্থ হবে।

চাকরি পাওয়ার পরীক্ষা শুধু পাশ করার পরীক্ষা নয়, অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকার পরীক্ষা। বইটি সিরিয়াসলি পড়ুন, চাকরি প্রাপ্তির প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকুন।

আপনাদেরকে আগাম অভিনন্দন জানাচ্ছি।

৩০ জুলাই ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

মোঃ জাহিদ হাসান
বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
২৯তম বিসিএস ব্যাচ
সহকারী অধ্যাপক
ইংরেজি বিভাগ
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ

অধ্যায়-১

বিসিএস পরীক্ষার প্রাক-পাঠ পরিকল্পনা

ক. টেকসই সিলেবাস এনালাইসিস যেভাবে করবেন:

বিসিএস পরীক্ষা প্রস্তুতি একটি পর্যায়ভিত্তিক বিশাল প্রজেক্ট। তবে এটা জেনে মোটেও আতঙ্কিত হবেন না। কারণ, জীবনে এর চেয়ে বড় বড় প্রজেক্ট সফলভাবে বাস্তবায়ন করেই আজ আপনি বিসিএস পরীক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। একটি বড় প্রজেক্টকে ছোট ছোট প্রজেক্টে ভাগ করে সুসম্পন্ন করাকে 'পাইলটিং (Piloting)' বলে। বিসিএস পরীক্ষা প্রস্তুতির প্রজেক্ট পাইলটিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে 'সিলেবাস এনালাইসিস (Syllabus Analysis)'।

পুরো সিলেবাসটি কয়েকটি ধাপ ও উপধাপে বিভক্ত। প্রতিটি ধাপ থেকে উপধাপ পর্যন্ত লিখিতভাবে সিলেবাস এনালাইসিস করুন।

যেভাবে করবেন সিলেবাস এনালাইসিসঃ

ক. কাগজ-কলম নিয়ে বসুন। প্রথমেই সিলেবাসটির কোন অংশগুলো নম্বর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা চিহ্নিত করুন।

খ. টপিকটির ঠিক কোন অংশটি পাঠ করলে উক্ত টপিকটি সম্পর্কে আপনার মৌলিক ধারণা হবে এবং তা প্রিলিমিনারি ও লিখিত উভয় পরীক্ষায়ই কাজে আসবে তা টপিকের পাশেই নোটে লিখে রাখুন।

গ. যে টপিকটি বা অংশটি আপনার পরীক্ষায় বেশি নম্বর প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে দরকার নেই, তা কেটে বাদ দিন।

ঘ. কোন অংশটি স্বল্প সময়ে আত্মস্ত করতে পারবেন এবং কোন অংশটির জন্য অধিক নম্বর বরাদ্দ আছে, তা সাইড-নোটে লিখে রাখুন।

দ্রষ্টব্যঃ মনে রাখবেন, এই মহাবিশ্বে শুধুমাত্র প্রেম ভালোবাসাই অলিখিত হতে পারে। বাকী সব কিছু লিখিত হতে হবে। সুতরাং আপনার সিলেবাস এনালাইসিস হবে লিখিত। লিখিত এনালাইসিসে প্রয়োজনে ম্যাপ, গ্রাফ বা চার্ট ব্যবহার করতে পারেন। এই লিখিত এনালাইসিস আপনার সময়ের অপচয় উল্লেখযোগ্য হারে কমাবে। আপনাকে কাজে ফোকাস্‌ড (Focussed) থাকতে সহায়তা করবে।

খ. সহায়ক বইপত্রঃ কি কিনবেন, কতোটা কিনবেনঃ

দেখুন বিসিএস জব একটি গ্ল্যামারাস জব। সরকারি চাকরি হিসেবে বর্তমানে এই চাকরিতে বেতন ভাতা মোটামুটি গ্ল্যামারাস। চাকরির শুরুতেই আপনি প্রায় ৩৫,০০০/- টাকা বেতন ভাতা পাবেন। এসি ক্লাসে ভ্রমণ ভাতা পাবেন। সার্কিট হাউসের অভিজাত কক্ষে নামমাত্র মূল্যে জামাই আদরে রাত্রি যাপন করতে পারবেন।

কিন্তু এই চাকরিটি পেতে আপনি বইপত্র ক্রয়ে কৃপণতা দেখাবেন-তা মোটেই এই চাকরির গ্ল্যামারের সাথে যায় না। তাই আপনাকে প্রচুর বইপত্র কিনতে হবে। ধার করে পড়ার বা লাইব্রেরীতে দাঁড়িয়ে এক পলক দেখে নেওয়ার মানসিকতা ছাড়তে হবে। আপনাকে হতে হবে পেটুক পাঠক। প্রতি বিষয়ে শুধুমাত্র এক সেট বইয়েই আপনার হয়ে যাবে-এমনটা ভাববেন না যেন। সব লেখক সবধরণের বই ভালো লেখেন না। তেমনি সব প্রকাশনীই সব রকমের বই ভালো করবেন তা প্রত্যাশা করাটা ঠিক হবে না।

তাই প্রতিটি বিষয়ের উপর একাধিক প্রকাশনীর একাধিক লেখকের বই কিনুন।

আরে ভাই! অন্তত: এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকার বইপত্র কিনুন। বিশ্বাস করুন-আপনি ঠকবেন না।

দ্রষ্টব্য: পরীক্ষার ধাপ ও বিষয়ভিত্তিক বইয়ের তালিকা নির্ধারিত ধাপে দেওয়া আছে।

গ. আপনার Biorythm অনুসারে যেভাবে রুটিন তৈরি করবেনঃ

আপনার চারদিকে তাকান। প্রকৃতির দিকে তাকান। দেখবেন- যে কাজগুলো প্রতিদিন সুন্দরভাবে সম্পন্ন হচ্ছে-তার পেছনে রয়েছে একটি সুশৃঙ্খল নিয়ম। শুধুমাত্র ক্যাজুয়ালভাবে বা বিশৃঙ্খলভাবে পড়াশুনা করে কখনও বিসিএস ক্যাডার হতে পারবেন না। কেউ কখনো পারেনি, কোনদিন পারবেও না।

তাদের কথা কখনোই পাত্তা দেবেন না যারা বলে বেড়ায়- "আমি কখনোই নিয়ম মেনে প্রস্তুতি নেইনি বা নিয়ম মেনে পড়াশুনার জন্য আমার সময়ও ছিল না। আরে ভাই নিয়ম মেনে পড়াশুনা করলে তো আমার ফরেন ক্যাডারেই হতো!"

-এসব বোগাজ কথাবার্তা । তাই, এ ধরনের মহাপন্ডিত থেকে দূরে থাকুন ।

কথায় আছে- 'Failing to plan is planning to fail'- অর্থাৎ, 'প্লান করতে ব্যর্থ হওয়া মানে ব্যর্থ হতে প্ল্যান করা ।'

সুতরাং অবশ্যই আপনার সার্বিক পরিস্থিতি, হাতে থাকা সময় ও বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে একটি বাস্তব-ভিত্তিক স্টাডি রুটিন তৈরি করুন ।

রুটিন তৈরিতে যা-যা মনে রাখবেন

১ । রুটিন তৈরি যেন আবেগ নির্ভর এবং অবাস্তব না হয় । আমার এক বন্ধু বিসিএস প্রস্তুতির জন্য যে রুটিন তৈরি করেছিল তাতে 'রাত দশটা থেকে সাড়ে-দশটা পর্যন্ত' ইংরেজি খবর দেখার কথা লেখা ছিল । অথচ প্রায় সব দিনই সে রাত ৯টা থেকে ১২টা অবধি তাস খেলতো!

২ । পরীক্ষায় যেমন সহজ ১টি প্রশ্নে ১ নম্বর বরাদ্ধ থাকে, তেমনি কঠিন ১টি প্রশ্নেও ১ নম্বরই বরাদ্দ থাকে । যদি সহজ ১টি বিষয়ে ২ ঘন্টা পড়ে ১০ নম্বর পাওয়া যায় তবে কঠিন বিষয়ে ১৫ ঘন্টা পড়ে ১০ নম্বর পাওয়ার মতো বোকামি আপনি নিশ্চয়ই করবেন না । তাই সব বিষয়কে নম্বরের উপর ভিত্তি করে গুরুত্বসহকারে রুটিনে অন্তর্ভূক্ত করুন ।

৩ । আপনার বায়োরিদম (Biorythm) বা শরীরের ছন্দের সাথে তাল মিলিয়ে পড়ুন । রুটিনের যে বিষয়টি যখন পড়লে সবচেয়ে বেশি আউটকাম পাবেন, সে সময়ে সেটি পড়ুন । উদাহরণ স্বরূপ-'গণিতে' অধিক মনোযোগের প্রয়োজন হয় । তাই গণিত বিষয়টিকে আপনার বায়োরিদমের (দেহ ও মনের ছন্দের) সাথে মিল রেখে দিন বা রাতের যে সময়ে আপনি সবচেয়ে মনোযোগী, সবচেয়ে সতেজ ও সজাগ থাকেন সে সময়ে চর্চা করুন ।

৪ । রুটিন তৈরী করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে পড়ার সময় যাতে Mini Breaks বা ছোট ছোট বিশ্রাম থাকে । মনে রাখবেন, এই ছোট বিশ্রাম মোটেও আপনার কার্যকর সময়ের অপচয় নয় ।

৫ । আপনার তৈরিকৃত রুটিনটি বাইবেল বা আসমানী কিতাব নয় যে তা পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংশোধন করা যাবে না ।

তাই সময়ে-সময়ে আপনার রুটিনটির উপযুক্ততা ও যথার্থতা যাচাই করুন ।

প্রয়োজনে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করুন। রুটিন হবে নিয়মিতভাবে ও যৌক্তিকভাবে পরিবর্তনশীল একটি বিষয়। আর এই পরিবর্তনে মোটেও গাফিলাতি করা যাবে না। সময়ে সময়ে রুটিনটি আপডেটেড না করলে পড়াশুনায় ক্লান্তি ও বিরক্তি আসবে। রুটিনটি হয়ে যাবে অর্থহীনভাবে ঝুলে থাকা একটি কাগজ মাত্র।

ঘ. অধ্যায়নের সিস্টেম লস কমাতে 'Restorf' এর টোটকাঃ

রেসটর্ফ (Restorf) নামক এক বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ গবেষণা করে দেখেছেন যে, কোন পাঠক যদি একটি টপিক নির্দিষ্ট সময়ে পড়ে শেষ করেন তবে-

তিনি তার টপিকটির প্রথম ও শেষ দিক থেকে বেশি তথ্য স্মরণ করতে পারেন।

পড়াকালীন মাঝামাঝি অংশ থেকে কম স্মরণ করতে পারেন। অর্থাৎ পড়াকালীন এই অংশে (মাঝামাঝি অংশে) সিস্টেম লস বা পন্ডশ্রম হয়।

কারণ, একটানা অনেক সময় ধরে পড়লে আপনার চোখ ও মস্তিষ্কের পেশিগুলো টান-টান হয়ে গিয়ে মনোযোগ নষ্ট করবে। শক্ত হয়ে যাওয়া এই পেশিগুলো স্মৃতি ভান্ডারে তথ্য জমা হওয়ার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে।

এই সমস্যাটির সমাধান করতে পারেন এইভাবে-

দু'ঘন্টা (আনুমানিক) পড়ার সময়কালকে কয়েকটি ছোট-ছোট ইউনিটে (Unit) ভাগ করে নিন। ৩০ মিনিটের ৪টি ইউনিটে এই দু'ঘন্টা সময়কালকে ভাগ করা যায়। এখন, প্রতি ৩০ মিনিট পর পর একটু বিশ্রাম নিন। আপনার চোখ ও মস্তিষ্কের পেশিগুলোকে একটু রিলাক্স দিন। মস্তিষ্কের শীতলায়নের জন্য চোখ বন্ধ করে গভীর নি:শ্বাস (Deep Breathing) নেওয়া যেতে পারে। এতে পঠিত টপিকের সব জায়গা থেকে তথ্য স্মরণ করার মাত্রা বেড়ে যাবে অনেক খানি। এই প্রক্রিয়ায় সিস্টেম লস কমে যাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে।

ঙ. সিস্টেম-লস কমাতে বিজ্ঞানসম্মত 'রিভিশন' মেথডঃ

পড়া আত্মস্ত করার কিছু সময় পর থেকে বিস্ময়করভাবে তথ্যের স্মৃতি হারাতে থাকে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে- পড়া আত্মস্থ করার ১ ঘন্টা পরে বিষয় সংশ্লিষ্ট তথ্য স্মরণ মাত্রা কিছুটা বেড়ে যায়, কিন্তু ২৪ ঘন্টার ভেতরে বিস্ময়করভাবে স্মরণ থাকা ৮০% তথ্য স্মৃতি ভান্ডার থেকে হারিয়ে যায়।

কি সর্বনাশ! এত কষ্ট করে পড়া আত্মস্ত করার মাত্র ২৪ ঘন্টা পরে যদি তার ৮০% তথ্য ভুলে যান, তাহলে তা সময়ের ও শ্রমের বিশাল অপচয়!

ভাবছেন, কিভাবে এই বিশাল অপচয় রোধ করা যায়? অবশ্যই যায়। নিম্নলিখিতভাবে রিভিশন (Revision)-ই পারে আপনার এই স্মৃতি বিপর্যয় ঠেকাতে।

নিম্নে বর্ণিত ৪টি স্তরে আপনার আত্মস্ত করা তথ্যগুলো রিভিশন দেবেনঃ

১ম পর্যায়ের রিভিশনঃ

কোন পড়া/তথ্য আত্মস্ত করার পর ঠিক ১০ মিনিট বিরতি দিয়ে উক্ত পড়াটা আবার ০৫ মিনিট ধরে রিভিশন দেবেন। এতে করে আপনার আত্মস্ত হওয়া তথ্যগুলো অন্তত: ১ দিন মনে থাকবে।

২য় পর্যায়ের রিভিশনঃ

পড়া আত্মস্ত করার ২৪ ঘন্টা বা ১ দিন পরে আবার ০৫ মিনিট ধরে ঐ পড়াটা রিভিশন দেবেন। এতে করে আত্মস্ত হওয়া তথ্যগুলো আপনার প্রায় ১ সপ্তাহ ধরে মনে থাকবে।

৩য় পর্যায়ের রিভিশনঃ

৩য় রিভিশনটি দেবেন পড়া আত্মস্ত করার ৭ দিন পর। প্রায় ৫ মিনিট রিভিশন দিলেই যথেষ্ট হবে। ফলে ১ মাস ধরে পড়াটা মনে থাকবে।

৪র্থ পর্যায়ের রিভিশনঃ

৪র্থ রিভিশনটি দেবেন পড়া আত্মস্ত করার ০১ মাস পরে। ৫ মিনিট ধরে এই শেষ পর্যায়ের রিভিশনটির কারণে আপনার আত্মস্তকৃত পড়াটা বা তথ্যগুলো স্থায়ীভাবে আপনার স্মৃতিতে গেঁথে যাবে। দেখুন, ৪টি পর্যায়ে মোট (৫+৫+৫+৫) বা ২০ মিনিট রিভিশন আপনার প্রায় ১০০ মিনিট সময়ের অপচয় রোধ করবে। ১০০ মিনিট সময় চাকুরী প্রার্থী পরীক্ষার্থীর জন্য অনেক অনেক মূল্যবান সময়।

চ. আত্মস্ত করা স্মৃতিকে দীর্ঘদিন ধরে রাখার জন্য Tony Buzan এর 'SMASHIN SCOPE" মডেলঃ

পড়াশুনা শুধু গায়ের জোরে হয় না, এর সাথে জড়িত আপনার মন ও মানস। মন জিনিসটা খুবই স্পর্শকাতর। মনটাকে বস করতে হবে, পোষ মানাতে হবে। মন হচ্ছে মস্তিষ্কের স্মৃতি-ব্যাংকের সদর দরজা। এই দরজা বন্ধ থাকলে আপনার দরকারি তথ্যগুলো স্মৃতি ব্যাংকে জমা হতে পারবে না। কিভাবে খুলবে মনের দরজা?

তার আগে জানতে হবে, মন কোন ধরনের তথ্যকে স্মৃতিব্যাংকে জমা রাখে?

উত্তর হচ্ছে, মন শুধুমাত্র গতিশীল ও প্রাণবন্ত স্মৃতিগুলোকে স্মৃতি-ব্যাংকে জমা রাখে। বাকীগুলোকে মন অসচেতন ভাবেই মুছে ফেলে।

তাই স্মৃতিকে গতিময় ও প্রাণবন্ত করতে 'SMASHIN SCOPE' Code-টি মনে রাখবেন।

S-M-A-S-H-I-N SCOPE এর পূর্ণ অভিব্যক্তিঃ

S-দিয়ে বুঝায়= Sensuality (ইন্দ্রিয় পরায়নতা)ঃ

তথ্যকে প্রাণবন্ত, গতিশীল অর্থাৎ মনে রাখার মতো করতে চাইলে আপনার পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে তথ্যটি উপলব্ধি (Feel) করুন বা তথ্যটি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা (Experience) লাভ করুন। সেটি কিভাবে করবেন? খুবই সহজ! তথ্যটিকে একটি দৃশ্যমান রূপ দান করুন, কান দিয়ে এর কথা শুনুন। তথ্যটির গন্ধ নিন, হাত দিয়ে এটিকে স্পর্শ করুন। এমনি এমনিতেই তো বলা হয়নি- "A touch can instil faith" অর্থাৎ 'স্পর্শে বিশ্বাস জন্মায়।' কোন তথ্য সম্পর্কে মস্তিষ্কের বিশ্বাস জন্মালে বা Good-feel হলে সে তথ্যটি মস্তিষ্ক তার স্থায়ী স্মৃতিকক্ষে স্থান দেয়।

M=Movement (গতিশীলতা)ঃ

আপনার পঠিতব্য তথ্যগুলোকে একটি ছবিতে রূপান্তর করুন। ছবিটিকে কল্পনায় তার অর্থ / ইতিহাস অনুসারে গতিশীল করুন। ভাবুন, আপনার পঠিত তথ্যটি একটি ছবি হয়ে আপনার বারান্দায় চা খেতে খেতে পায়চারি করছে। হ্যাঁ! চাইলে আপনার তথ্যবহুল ছবিটিকে কফিও খাওয়াতে পারেন, চাইলে এটির সাথে ক্রিকেট, লুডু খেলতে পারেন। দেখবেন, তথ্যটি আপনার স্মৃতি ব্যাংকে স্থায়ীভাবে জমা হয়ে গেছে।

A=Association (অন্তর্ভূক্তকরণ)

আপনার কিছু স্মৃতি আছে যেগুলো চিরদিন মনে থাকবে। যেমন: প্রথম ক্যামেরা বা সাইকেল কেনার স্মৃতি, প্রথম ট্রেন বা প্লেন ভ্রমণের স্মৃতি অথবা হতে পারে প্রথম চুম্বনের স্মৃতি। আপনার নতুন তথ্যটি ঐ স্থায়ী স্মৃতিগুলোর সাথে গেঁথে দিন যেন কান টানলে মাথা আসে। অর্থাৎ আপনার স্থায়ী স্মৃতিগুলো স্মরণ করার সাথে সাথেই যেন আপনার নতুন গেঁথে দেওয়া স্মৃতিটুকু (তথ্যটি) মনে পড়ে যায়।

H=Mumour (হাস্যরস)ঃ

গবেষণায় দেখা যায়, মানুষের যে স্মৃতিগুলো বেশি মজাদার, হাস্যকর ধরণের সেগুলো বেশিদিন স্মরণে থাকে। তাই আপনার তথ্যের কল্পিত ছবিগুলো নিয়ে মজা করুন, ঠাট্টা পরিহাস করুণ। এভাবে তথ্যগুলো আপনার মস্তিষ্কের বন্ধু হয়ে যাবে।

I=Imagination (কল্পনা):

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন, 'Imagination is more important than knowledge' অর্থাৎ কল্পনা নাকি জ্ঞানের চেয়েও অধিক দরকারী জিনিস। সাংঘাতিক সত্য কথা! আপনার স্মৃতিকে বা তথ্যগুলোকে যত বেশি কল্পনায় ভাসাবেন, মনে থাকার সম্ভাবনা ততই বাড়বে।

N=Number (সংখ্যা):

স্মৃতিগুলোকে বা তথ্যগুলোকে নাম্বারিং করে পড়বেন। ১, ২, ৩, ... এইভাবে। এই সংখ্যায়ন স্মৃতিকে মস্তিষ্কের সুনিশ্চিত স্থানে জমা রাখে যাতে প্রয়োজনে নির্ভুলভাবে শুধুমাত্র প্রত্যাশিত তথ্যটি মনে পরে। তথ্যগুলোকে নাম্বারিং করে পড়ার ব্যাপারটি এতই শক্তিশালী যে, নাম্বার মস্তিষ্ককে স্মৃতি ধরে রাখতে এক প্রকার বাধ্য করে।

S=Symbolism (প্রতিকায়ন):

অর্থাৎ কোন সাধারণ তথ্য মনে রাখতে হলে সে তথ্যটির ছবিটি কোন অসাধারণ তথ্যে রূপান্তর করুন। যাতে করে ঐ অসাধারণ অর্থবোধক স্মৃতিটি মনে করার সাথে সাথে ঐ সাধারণ তথ্যটি মনে পড়ে যায়। 'পায়রাকে' যেমন 'শান্তির প্রতীক' হিসেবে ধরা হয়।

C=Colour (রং):

যেখানে সম্ভব ও উপযুক্ত মনে হয় সেখানে আপনার তথ্যগুলোতে রং (Colour) যোগ করুন। আপনার পড়া তথ্যগুলোকে করে তুলুন বিভিন্ন রঙে রঙ্গিন। কারণ, বর্ণিল রঙ্গিন তথ্য আমাদের Memory System-কে উজ্জিবিত করে এবং মস্তিষ্ক সকল আলস্য অনিহা ঝেড়ে ফেলে রঙ্গিন স্মৃতি ধারণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠে।

O=Order (ক্রমধারা):

মানব মস্তিষ্ক এলোমেলো তথ্যকে ধারণ করতে পারে না। তাই আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য বা পাঠের বিষয়বস্তুকে সময় ও ক্রম অনুসারে সাজিয়ে পাঠ করতে হবে। স্মৃতিযন্ত্র সব সময়েই শৃঙ্খলা মেনে চলে।

P=Positive Image (ভাল স্মৃতি):

মস্তিষ্কের একটি সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে এটি আমাদেরকে শুধু অতি সুখের ও অতি আনন্দের স্মৃতিগুলোর দিকে টেনে নিয়ে যায়। এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুকূলের বা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক ভালো ঘটনাগুলোকে বা চরম আনন্দের ঘটনাগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অমঙ্গলজনক বা আমাদের জন্য বিব্রতকর অতিব লজ্জার স্মৃতিগুলোকে আমাদের স্মৃতি যন্ত্র ব্লক (Block) করে দেয়, যাতে সেই খারাপ স্মৃতি মনে পড়তে না পারে। তাই আপনার তথ্যগুলোকে পূর্বোক্ত নিয়মে আনন্দময় ও গতিশীল করে জীবনের Positive স্মৃতির সাথে গেঁথে (Link) করে দিবেন। ব্যাস! তথ্যগুলো স্মৃতিপটে এভাবে সংযুক্ত হয়ে যাবে।

E-Exaggeration (অতিরঞ্জায়ন):

আপনার তথ্যের ছবিগুলোকে অতিরঞ্জায়ন করুন ও এদেরকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিকৃত ও অস্বাভাবিক আকার দান করুন। আপনার নিশ্চয়ই এ ধরণের অনেক অস্বাভাবিক, বিকৃত ও অদ্ভুত বিষয় বা জিনিসের কথা স্পষ্ট মনে আছে। অতিরঞ্জিত, বিকৃত বা অস্বাভাবিক স্মৃতি মস্তিষ্ক দীর্ঘদিন স্মরণ রাখে।

ছ. গ্রুপ-স্টাডির অর্থবহতা ও অর্থহীনতাঃ

নিয়মতান্ত্রিক গ্রুপ-স্টাডি (Group Study) আপনার বিসিএস প্রস্তুতিকে যেমন বেগবান করতে পারে আবার নিয়মের ব্যত্যয় ঘটলে প্রস্তুতির বারোটাও বাজিয়ে দিতে পারে। তাই গ্রুপ-স্টাডি করতে চাইলে নিম্নের বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেনঃ

১। **সতর্কভাবে সদস্য নির্বাচনঃ** গ্রুপে স্টাডির জন্য সিরিয়াস সদস্য খুঁজে বের করুন। ক্যাজুয়াল মেম্বাররা আপনার স্টাডির বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে। খুব বাঁচাল এবং সার্বক্ষণিক পরচর্চাকারী সদস্যকে কৌশলে গ্রুপের বাইরে রাখুন। এই তিক্ত কাজটি আখেরে আপনাদের মঙ্গল বয়ে আনবে।

২। সপ্তাহে সর্বোচ্চ তিন দিন গ্রুপ স্টাডি করুন। প্রতিদিন দলবদ্ধভাবে স্টাডি করলে আপনার মূল্যবান সময়ের অহেতুক অপচয় হবে। যত চেষ্টাই করুন, গ্রুপ-স্টাডির সিস্টেম লস ঠেকাতে পারবেন না। সাবধান!

৩। গ্রুপ স্টাডির সময় ফোকাস্‌ড থাকুন। সুনির্দিষ্ট টপিক ঠিক করে নির্ধারিত সময়েই স্টাডি শেষ করুন। এতেকরে আপনাদের আগে থেকে ঠিক করা টপিকে Focussed থাকতে পারবেন। সময়ের অপচয় কম হবে।

৪। গ্রুপের আচরণ বিধি (Code of Conduct) ঠিক করুন। ছোট একটি লিখিত আচরণবিধি তৈরি করুন। কঠোরভাবে তা মেনে চলুন।

৫। গ্রুপে ১ জন ভালো গণিত জানা এবং ১ জন ভালো ইংরেজি জানা সদস্য অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা করুন। এই পদক্ষেপটি আপনাদের স্টাডিকে সত্যিকার অর্থেই অর্থবহ করে তুলবে।

৬। সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ পাঁচজনে সীমাবদ্ধ রাখুন। ২ জনের গ্রুপও হতে পারে। আমি ২ জনের গ্রুপ করে সেলফোনে গ্রুপ স্টাডি করেছিলাম। বেশি সদস্য টিম স্পিরিটকে নষ্ট করতে পারে।

গ্রুপে যা যা পড়বেন নাঃ

গ্রুপ স্টাডিতে কাহিনী পড়তে যাবেন না। যেমন-ইতিহাস ভিত্তিক পাঠ, প্রবন্ধ, টিকা ও তথ্যভিত্তিক পড়াশুনা।

গ্রুপে যা যা পড়বেনঃ

গ্রুপ স্টাডিতে প্রবলেম সলভিং জাতীয় পড়াশুনা করবেন যেমন-গণিতের বিশেষ বিশেষ অধ্যায়, ইংরেজি গ্রামার, বাংলা ব্যাকরণের কোন চ্যাপ্টার, বিজ্ঞান ও মানসিক দক্ষতার বিশ্লেষণমূলক পাঠ এবং কোন সমস্যা মোকাবেলার স্ট্রাটেজি ঠিক করা।

জ. দৈনিক পত্রিকা পাঠঃ কি পড়বেন, কিভাবে পড়বেন:

বিসিএস পরীক্ষার্থীদেরকে আর দশজন সাধারণ পাঠকের মতো এলোমেলোভাবে পত্রিকা পড়লে হবে না। আপনার চাই নির্বাচিত পাঠ পরিকল্পনা। কিভাবে পত্রিকা পড়তে হবে তার জন্য কিছুটা ধারণা পেতে চাইলে কিভাবে বই পড়তে হবে সে ব্যাপারে Francis Bacon- এর উপদেশটুকু একবার পড়ুন:

Bacon বলেছেন-

"Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested".

বিসিএস পরীক্ষার্থীদেরকে একইভাবে পত্রিকার কিছু আর্টিক্যালে শুধুমাত্র চোখ বুলিয়ে যেতে হবে, কিছু আর্টিক্যাল না বুঝেই গলধকরণ করতে হবে এবং গুটি কয়েক আর্টিক্যালকে ভালো করে চিবিয়ে খেতে হবে যাতে স্পষ্ট মনে থাকে।

এখানে ৩ ধরনের পত্রিকা পাঠের কথা বলতে চাচ্ছি:

১। **ক্যাজুয়াল স্টাডিঃ** কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি। এগুলো সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা নিবেন। পরীক্ষায় আসলে যাতে লিখে আসতে পারেন।

২। **গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জটিল টপিক্সঃ** এ ধরনের টপিক থেকে যেহেতু প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা বেশি তাই বিষয়বস্তু দুর্বোধ্য হলেও কিছু বুঝে, কিছু না বুঝে মুখস্থ করে ফেলতে হবে। Bacon যেখানে বলেছেন 'swallowed' করতে হবে।

৩। **অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ** এ ধরনের আর্টিক্যালকে 'Chewed' and 'digested' অর্থাৎ প্রতিটি অংশই বুঝতে হবে এবং মনে রাখতে হবে। তাই এগুলোকে মার্ক্ড করে খাতায় নোটস নিয়ে বারবার পড়তে হবে। এই ধরনের টপিকগুলো হচ্ছে-

ক) আর্থ-সামাজিক কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে রিসার্চ রিপোর্ট অথবা প্রবন্ধ।

খ) লোকাল বা ইন্টারন্যাশনাল কোন ক্রাইসিস নিয়ে রিপোর্ট অথবা প্রবন্ধ।

গ) কোন সম্মেলন, আলোচিত আবিষ্কার বা বিশ্ব রেকর্ড নিয়ে প্রবন্ধ, নিবন্ধ বা রিপোর্ট।

ঘ) নতুন কোন বৈজ্ঞানিক টার্ম, সোস্যল মিডিয়া টার্ম, কোন নতুন ডিজিজ সম্পর্কিত তথ্য বা আলোচিত প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ।

পত্রিকা পাঠকালীন যে কাজগুলো অবশ্যই করতে হবেঃ

১ । পত্রিকা পড়ার সময় হাতের কাছে পেন্সিল এবং ডায়েরী রাখুন । পেন্সিল দিয়ে আপনার প্রয়োজনীয় আর্টিক্যালের গুরত্বপূর্ণ অংশ চিহ্নিত করে রাখুন ।

২ । গুরুত্বপূর্ণ আর্টিক্যালের নতুন টার্ম, তথ্য বা টার্মের ব্যাখ্যা সুন্দরভাবে লিখে রাখবেন ।

৩ । লিখিত বিষয়গুলো প্রতি সপ্তাহে বা পাক্ষিকভাবে রিভিশন দিতে হবে ।

উপর্যুক্ত তিনটি কাজ করতে না পারলে পত্রিকা পাঠের মূল উদ্দেশ্য সাধনই ব্যাহত হবে । শুধু সময়ের অপচয় হবে মাত্র ।

ঝ. বিসিএস পরীক্ষা প্রস্তুতিতে প্রযুক্তির ব্যবহারঃ

প্রযুক্তির মূল কাজটিই হচ্ছে মানুষের সমস্যাগুলো সমাধান করে জীবন যাপন সহজতর করা । বিসিএস প্রস্তুতিতেও প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে আপনি অনেকের চেয়ে এগিয়ে থাকতে পারেন । মনে রাখবেন-অনেক সময়ই সফল পরীক্ষার্থীর সাথে ব্যর্থ পরীক্ষার্থীর ব্যবধান চুল পরিমাণ হয়ে থাকে । অলিম্পিক গেইম্‌স-এ যে ঘোড়াটি দৌড়ে প্রথম হয় সেটি প্রায়ঃশ ফটো ফিনিশিংয়ে 'নাক পরিমাণ' এগিয়ে থাকে দ্বিতীয় স্থানের ঘোড়াটি থেকে । দুটো ঘোড়ার পার্থক্য প্রায়ঃশ এক ইঞ্চির চেয়ে কম হয়ে থাকে । সুতরাং একটু এগিয়ে থাকতে চাইলে একটু বেশি কৌশলী হওয়া লাগবে । অন্যদের চেয়ে একটু বেশি শ্রম দিতে হবে ।

যেভাবে কাজে লাগাবেন অন-লাইন (Online) প্রযুক্তিঃ

১ । বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে কোন নির্ভরযোগ্য ব্লগের আর্টিক্যালগুলো পড়তে পারেন । এই লক্ষে আমার নিজের পরিচালিত bcsexam.com-এ আমার লেখাগুলো আপনার কাজে দিতে পারে । ব্লগের আর্টিক্যাল পড়ার সময় নোট খাতায় প্রয়োজনীয় নোট লিখে রাখুন । এই নোট নেওয়া ও নোটসগুলো রিভিশন দেওয়ার অভ্যাসটি আপনার খুব উপকারে আসবে ।

২। বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ভালো কোন এন্ড্রয়েড (Android) এপ্স-এর সহযোগিতা নিতে পারেন। কোন বিসিএস কর্মকর্তার তৈরি করা মোবাইল অ্যাপ্স হলে মডেল টেস্টের তথ্যের কোয়ালিটি ও শুদ্ধতা অনেক মান সম্মত হবে। যাচাই করে মোবাইল অ্যান্সের মাধ্যমে মডেল টেস্টে অংশ নিন। সংবিধান, পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান বিষয়ক তথ্য, ইংরেজি ও বাংলা ভোকাবিউলারির উপর ভালো এন্ড্রয়েড অ্যাপ্স আছে। গুগল প্লেস্টোর থেকে নামিয়ে নিন।

৩। বিসিএস কর্মকর্তা ও পরীক্ষার্থীদের নিয়ে ফেসবুকে কয়েকটি ভালো কমিউনিটি ও ফেসবুক ফোরাম আছে। ফোরামের পোস্টগুলোতে আলোচনায় অংশ নিন, প্রশ্ন করুন ও ভালো তথ্য সংগ্রহে থাকলে পোস্ট করুন। জানা বিষয় পোস্ট করলেও আপনার অনেক ফায়দা হবে। তাবলীগ জামাতের লোকেরা দাওয়াত দেওয়ার সময় বলে থাকেন-"আপনাকে ঈমানী দাওয়াত দিলে আমার নিজের ঈমান অনেক পোক্ত হবে"। তাই আপনার জানা তথ্যগুলো অন্যকে জানালে আপনার নিজের জানাটা আরও স্পষ্ট হবে।

ঞ. ক্যাজুয়্যাল স্টাডিঃ

ক্যাজুয়্যাল স্টাডি বলতে আমি যা বুঝাতে চাচ্ছি তা হলো, রুটিনের বাইরের অনির্ধারিত বিসিএস প্রস্তুতি নেওয়া।

'কিছু করলে কিছু হয়' এই প্রবাদটি মাথায় রাখবেন। ১০ মিনিট বেশি পড়তে পারলে আখেরে আপনারই লাভের পরিমাণ বাড়বে। বিন্দু বিন্দু সময়ের সদ্ব্যবহার আপনার অনেক বড় সম্পদ হয়ে উঠবে পরীক্ষার দিনে।

সুতরাং সময় পেলেই কাজে লাগান। আগে থেকেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে কিছু 'ফ্ল্যাশ-কার্ড' বানিয়ে রাখুন। কোথাও বেড়াতে গেলে গাড়িতে আড্ডার ফাঁকে উক্ত ফ্ল্যাশ-কার্ডের তথ্য গুলোতে চোখ বুলিয়ে নিন। আপনার ফোন সেটটি যদি এন্ড্রয়েড সমর্থিত হয় তবে মোবাইল অ্যাপ্স থেকে কয়েকটি মডেল টেস্ট দিয়ে ফেলতে পারেন। অথবা, দেখে নিতে পারেন সংবিধানের ধারা উপ-ধারাগুলো। গুরুত্বপূর্ণ Synonym বা Antonym দেখে নিতে পারেন ভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকে। কিছু করলে কিছু হয়।

ট. চার্টিং এন্ড স্টিকিং (Charting & Sticking):

বলুন তো কার নাম আপনার বেশি মনে থাকে?

নিশ্চয়ই যাকে আপনি বার বার নাম ধরে ডাকেন এবং যাকে বার বার দেখেন, অর্থাৎ আপনার নিকটে বসবাসকারী বা অবস্থানকারী ব্যক্তির নামটি, যার সাথে আপনার বেশি যোগাযোগ হয়।

যেকোন তথ্য, তা সহজ বা কঠিন হোক না কেন, আপনার দীর্ঘদিন স্মরণ থাকবে যদি তথ্যগুলোকে আপনার চোখের সামনে বার বার উপস্থাপন করতে পারেন।

এ ক্ষেত্রে তথ্যের চার্টিং (Charting) ও স্টিকিং (Sticking) আপনার অনেক কাজে দিবে। যে পাঠগুলো আপনার সাধারণত মনে থাকে না বা যে তথ্যগুলো একটু কনফিউজিং সে তথ্যগুলো দিয়ে চার্ট, টেবল বা 'ম্যাপ' তৈরি করুন। এবার সেই চার্ট, ট্যাবল বা মাইন্ড-ম্যাপটি (Mind-map) পড়ার টেবিলের সামনের দেয়ালে, শোয়ার বিছানার পাশের দেয়ালে, বাথরুমে (!) লাগিয়ে রাখুন। ফলে ঐগুলো আপনার বারবার চোখে পড়বে। ফলত: তথ্য দীর্ঘদিন স্মরণে থাকবে। আমিও এভাবেই প্রস্তুতিতে এগিয়ে থাকতে চাইতাম। আপনিও এভাবে চেষ্টা করুন, এগিয়ে থাকুন।

ঠ. টাইমিং টেস্ট (Timing Test):

সময় শুধু জীবনেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, পরীক্ষাতেও দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিটি টপিকের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করে পরীক্ষা সম্পন্ন করা সত্যিই খুব জটিল কাজ। ২৮তম বিসিএস পরীক্ষায় আমার ভালো প্রস্তুতি ছিল। পরীক্ষায় প্রশ্নও কমন এসেছিল। কিন্তু শুধুমাত্র প্রতিটি প্রশ্নের গুরুত্ব ও নম্বর অনুসারে সময় বরাদ্দ করে পরীক্ষা শেষ করতে পারিনি বলে আমি ক্যাডারে সুপারিশ না পেয়ে নন-ক্যাডারে সুপারিশ পাই। ব্যাপারটি ছিল আমার জন্য খুবই বেদনাদায়ক।

২৯ বিসিএস-এ আমার তেমন প্রস্তুতি ছিল না। শুধু সচেতনভাবে বাসায় Timing Test করে সুচারু Time Budgeting রপ্ত করি এবং মডেল টেস্ট দিয়ে দিয়ে সময় বরাদ্দের ব্যাপারটিতে দক্ষতা অর্জন করি।

ব্যাস!

মাঝারি মানের প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও বিসিএস ক্যাডারে সুপারিশ পাই ।

টাইমিং টেস্টে যা যা করতে পারেনঃ

প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্যঃ নির্ধারিত সময়ে OMR শীটে ২০০টি প্রশ্নোত্তর বৃত্ত ভরাট করে দিতে পারেন কিনা চেষ্টা করে দেখুন । বাজারে OMR শীট কিনতে পাওয়া যায় । না হলে অন-লাইন থেকে ডাউনলোড করে ১০-২০টি ফরম ফটোস্ট্যাট করে নিন । নির্ধারিত সময়ে ২০০টি বৃত্ত ভরাট করতে না পারলে প্রশ্নপত্রটির কোন অংশটিতে সমস্যা হচ্ছে চিহ্নিত করুন । আপনার দক্ষতা ও প্রশ্নের ধরনের উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন Prioritise করুন । কোন সমন্বয়ের দরকার হলে আগে থেকেই কোন ধরনের সমন্বয় করবেন ঠিক করে রাখতে হবে ।

লিখিত পরীক্ষায় সবসময় নিশ্চিত করুন যে, শেষ দিকের প্রশ্নগুলোর মানসম্মত উত্তর প্রদানের জন্য আপনার পর্যাপ্ত সময় আছে। ব্রিটেনের স্কুলে শিক্ষার্থীদেরকে এই বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে শ্রেণিতে ব্রিফ করা হয়। পরীক্ষার্থীদের মনস্তত্ব পরীক্ষা করে ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে আমিও প্রমাণ পেয়েছি যে, শেষ দিকের প্রশ্নোত্তরগুলো ছাত্র-ছাত্রীরা খুব তাড়াহুরো করে লেখে বা বৃত্ত ভরাট করে । এতে মানহীন উত্তর দেওয়া হয় বা ভুল উত্তর দেওয়া হয় । সুতরাং সাবধান হতে হবে ।

পরীক্ষার সময়টাকে যুদ্ধকালীন সময়ের মতোই গুরুত্ব দিন । যেখানে প্রতিটি সেকেন্ডেই গুরুত্বপূর্ণ । না হয় নেপলিয়নের মতো পরাজয় বরণ করতে হবে । ফরাসি সেনাপতি নেপলিয়নের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রের নির্দিষ্ট স্থানে মাত্র ৪ মিনিট বিলম্বে পৌছে ছিল বলে তাঁর মতো সেনা নায়কও শক্তিশালী সেনাবাহিনী নিয়ে 'ওয়াটারলু' যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন । ইংরেজরা পরাজিত নেপলিয়নকে নির্জন 'সেন্ট হেলেনা' দ্বীপে নির্বাসনে পাঠায় এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ।

ড. ব্যাচিং মেথড (Batching Method): যেভাবে ব্যস্ত পরীক্ষার্থীর সময় বাঁচিয়ে দিতে পারেঃ

'ব্যাচিং মেথড' হচ্ছে, দশদিনের কাজগুলো গুছিয়ে একদিনে বেশি সময় দিয়ে সেরে ফেলা । ধরুন, আপনি সপ্তাহের ৭ দিনে ৪ ঘন্টা করে মোট ২৮ ঘন্টা পড়াশুনা করেন । সেই পড়াটাই দিনে ১৪ ঘন্টা পড়াশুনা করে ২ দিনেই শেষ করে ফেলাটাই ব্যাচিং মেথডে পড়াশুনা করা ।

বিসিএস পরীক্ষার্থীদের অন্তত ৩০% ব্যস্ত চাকরিজীবী। প্রতিদিন রুটিন করে ৫-৬ ঘন্টা পড়াশুনা করা অনেক চাকুরের পক্ষেই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে দারুন কাজে দিতে পারে 'ব্যাচিং মেথড'। তবে সব বিষয় ও টপিকের জন্য 'ব্যাচিং মেথড'-এ পড়াশুনা করা কার্যকর ফল বয়ে আনে না।

তাছাড়া 'ব্যাচিং মেথডে' পড়াশুনা করলে শরীর ও মনের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়তে পারে। যে বিষয়গুলো ধীরে সুস্থে ও মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে সে বিষয়গুলো 'ব্যাচিং মেথডে' পড়বেন না। এতে হিতের বিপরীত হতে পারে।

■ যে যে বিষয়ে 'ব্যাচিং মেথড' প্রয়োগ করবেনঃ

১। অন-লাইন/মোবাইল অ্যাপস/মডেল টেস্টের বই থেকে একসাথে অনেকগুলো টেস্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে।

২। পাঠ্যবই থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও কমগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলাদা আলাদা করে লিখে রাখার ক্ষেত্রে।

৩। যে বিষয়গুলো আপনার একেবারেই পড়া দরকার নেই (হতে পারে তা আগে থেকেই জানেন বা কম গুরুত্বপূর্ণ) তা এক-দুই দিনে আলাদা করে সনাক্ত করে বাদ দিতে চাইলে 'ব্যাচিং মেথড' প্রয়োগ করবেন।

ঢ. বিসিএস প্রস্তুতিতে ম্যাজিক্যাল '৮০/২০' রুলের প্রয়োগঃ

'৮০-২০' (Eighty-Twenty Rule) রুল হচ্ছে, ১টি প্রজেক্টের যে ২০% কাজ করলে বাকী ৮০% কাজের সমমূল্যের কাজ হবে তা সনাক্ত করে উক্ত পরিমাণ কাজ সর্বাগ্রে সমাপ্ত করা। '৮০-২০' রুল যেকোন প্রজেক্ট সুসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে খুব জনপ্রিয় একটি রুল। এক্ষেত্রে শতভাগ কাজের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ২০ ভাগ কাজ সম্পন্ন করলে ৮০ ভাগ কাজ সম্পন্ন করার ফল/সুবিধা পাওয়া যায়।

এই প্রক্রিয়ায় সিলেবাসের গুরুত্বপূর্ণ ২০ ভাগ আইটেম পড়ে শেষ করলে সাধারণভাবে সিলেবাস শেষ করার চেয়ে ৪ গুণ দ্রুত প্রস্তুতি নেওয়া যাবে। অল্প সময়ে ভালো প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য '৮০-২০' রুল প্রয়োগ করার বিকল্প নেই।

■ যেভাবে বিসিএস প্রস্তুতিতে ৮০-২০ রুল প্রয়োগ করবেনঃ

ক. আপনার সিলেবাসের কোন ২০% আইটেম আগে শেষ করলে সিলিবাসের ৮০% আইটেম শেষ করার প্রায় সমান বেনিফিট পাওয়া যাবে তা পেন্সিল দিয়ে মার্ক করে বা প্লান-বুকে লিখে আলাদা করুন।

সাদা চোখে ২০% আইটেম গাণিতিকভাবে ৮০% আইটেমের সমান দেখাবে না। আমি সার্বিক প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ২০% আইটেমের প্রভাবের (Impact) কথা বুঝাতে চেয়েছি।

প্রথম ধাপে ২০% আইটেম শেষ করে বাকী ৮০% আইটেমের উপর পুনরায় '৮০-২০' রুল প্রয়োগ করুন। যদি সময় থাকে এভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপেও এই রুল প্রয়োগ করে পড়া যায়।

যারা পুরো সিলেবাসের একটি নির্দিষ্ট ভাগকে টার্গেট করে প্রস্তুতি নিতে চান তাদের জন্য '৮০-২০' রুল হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ একটি রুল।

'৮০-২০' রুল প্রয়োগের এরিয়া নির্ধারণে আপনাকে সতর্ক, দূরদর্শী ও এনালিটিক্যাল (analytical) হতে হবে।

ণ. **শেয়ারিং এন্ড সেলফ-এপ্রিসিয়েশন** (Sharing and self-appreciation):

আপনার আত্মস্থ করা তথ্য শেয়ার করুন। আপনি যা যা নতুন শিখেছেন তা অন্যকে জানান। এতে আপনার বিষয়ভিত্তিক আত্মস্থকৃত নলেজ আরও সুস্পষ্ট ও গভীর হবে। খুব ব্যতিক্রমী এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিখলে আপনার কোন বন্ধুকে তা শেখান। ফেইসবুকের সংশ্লিষ্ট গ্রুপে সেটা পোস্ট করেও অন্যদের জানাতে পারেন।

খোলামনের ফ্লেক্সিবল মানুষ হউন। সহযোগিতার হ্যাবিট ফরমেশন করুন। বিশ্বাস করুন, আপনি ঠকবেন না। কথায় আছে- "What goes around, comes around".

নিশ্চিতভাবেই আপনার এই মহানুভবতা শতগুণে ও শতভাবে আপনার কাছে ফিরে আসবে।

বিসিএস প্রস্তুতির দীর্ঘপথ পরিক্রমায় প্রস্তুতির ছোট ছোট অর্জনগুলোর জন্য নিজেকে এপ্রিসিয়েট করুন, বাহবা দিন।

মনে রাখবেন, পৃথিবীর কোন প্রজেক্টই ১০০% ব্যর্থ হতে পারে না, হয় না।

সুতরাং নির্ধারিত সময়ে কোন পাঠ শেষ করতে পারলে বা কোন মডেল টেস্টে প্রাপ্ত নম্বর সন্তোষজনক হলে নিজেকে প্রশংসা করতে শিখুন। এটা আপনার কনফিডেন্স লেভেল অনেক বাড়িয়ে দেবে।

অধ্যায়-২

বিষয়ভিত্তিক প্রিলিমিনারি পরীক্ষা প্রস্তুতির কৌশলঃ

■ **প্রিলিমিনারি টেস্টের বিষয় ও নম্বর বন্টনঃ**

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	নম্বর বন্টন
১	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
২	ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
৩	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	৩০
৪	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	২০
৫	ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১০
৬	সাধারণ বিজ্ঞান	১৫
৭	কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি	১৫
৮	গাণিতিক যুক্তি	১৫
৯	মানসিক দক্ষতা	১৫
১০	নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন	১০
	মোট =	২০০

বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রস্তুতি কৌশলঃ

ক. বাংলাঃ ভাষা ও সাহিত্য- ৩৫ নম্বর

বইপত্র সংগ্রহঃ

ভাষাঃ

ভাষার উপর প্রস্তুতি নিতে নিম্নের ৫টি বই সংগ্রহ করে ফেলুনঃ

ক) নবম-দশম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ টেক্সট বুক ।

খ) 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' -বাংলা একাডেমি ।

গ) হায়াৎ মামুদ রচিত 'ভাষা শিক্ষা'

ঘ) 'জব সল্যুশন' (অতি সম্প্রতি প্রকাশিত) ।

ঙ) কতো নদী সরোবর বা বাংলা ভাষার জীবনী- হুমায়ূন আজাদ

চ) 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা'- সৌমিত্র শেখর

সাহিত্যের প্রস্তুতির জন্যঃ

ক) 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' -মাহবুবুল আলম

খ) 'লাল নীল দীপাবলি' বা বাংলা সাহিত্যের জীবনী- হুমায়ূন আজাদ

গ) 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা' -ড. সৌমিত্র শেখর

■ ফিজিবিলিটি স্টাডিঃ

আমি সবসময় বলে থাকি, বিসিএস প্রস্তুতি শুরু করার আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হচ্ছে পরীক্ষাটিকে একটি প্রজেক্টের মতো নিয়ে তার ফিজিবিলিটি (Feasibility) স্টাডি করা। মানে, প্রশ্নের ধরণ, মান বন্টন, গুরুত্বপূর্ণ টপিক নির্ধারণ, ডিফিকাল্টি লেবেল এসেসমেন্ট, আপনার দূর্বল ও সবল জায়গা সনাক্ত করণ ইত্যাদি।

এই ফিজিবিলিটি স্টাডিতে আপনার সবচেয়ে আগে দরকার হবে একটি 'প্রশ্ন ব্যাংক'।

বিগত বিসিএস পরীক্ষার ও পিএসসি কর্তৃক পরিচালিত নন-ক্যাডার চাকরি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে প্রকাশিত অনেক জব সল্যুশন্স বাজারে পাওয়া যায়। প্রফেসরস্ প্রকাশনীর জব সল্যুশন্স সংগ্রহ করতে পারেন। এই জব সল্যুশন্সটি থেকে বিগত পরীক্ষাগুলোর প্রশ্নের টপিক সমূহের একটি স্ট্যাটিসটিক্স নিন। গুরুত্বপূর্ণ যে টপিকগুলো থেকে প্রশ্ন আসে সেগুলো মার্ক করে নিন।

এবার বিষয়ের গুরুত্ব, আপনার পূর্বজ্ঞান ও প্রশ্নের ডিফিকাল্টি লেভেল বিবেচনায় এনে টপিকগুলোকে ১ তারকা, ২ তারকা ও ৩ তারকা চিহ্নিত করুন।

- টপিকটি যদি গুরুত্বপূর্ণ, সহজ ও আপনার আগে থেকে জানা না থাকে তবে এটিকে ৩ তারকা (***) চিহ্নিত করুন।
- টপিকটি যদি গুরুত্বপূর্ণ, সহজ ও আপনার জানা থাকে তবে এটিকে ২ তারকা (**) চিহ্নিত করুন।

- টপিকটি যদি কম গুরুত্বপূর্ণ, সহজ ও আপনার জানা থাকে তবে ১ তারকা (*)চিহ্নিত করুন ।
- টপিকটি যদি গুরুত্বপূর্ণ, খুব কঠিন এবং আয়ত্ত করা সময় সাপেক্ষ হয় তবে তা ক্রস (x) মার্কড্ করুন ।

তারপর যা করবেনঃ-

এলিমিনেশন । হ্যাঁ, আপনার ফিজিবিলিটি স্টাডির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হচ্ছে বাদ দেয়া । অর্থাৎ কোন কোন টপিক একবার পড়ার পর আর কোন দিনই পড়বেন না এবং কোন টপিক একেবারেই পড়বেন না, সেগুলো সনাক্ত করে বাদ দেওয়া ।

বিসিএস প্রস্তুতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কি কি পড়বেন তা ঠিক করা নয়, বরং কি কি পড়বেন না তা সর্বাগ্রে ঠিক করা ।

এই এলিমিনেশন এর জন্য একটি প্রসেস দরকার এবং সেটি হচ্ছে এই মার্কিং করে *** (তারকা চিহ্নিত করে) আলাদা করার ব্যাপারটি ।

আপনি ১তারকা চিহ্নিত টপিকগুলো একবার পড়ে আর কখনো পড়বেন না । 'ক্রস' চিহ্নিত টপিকগুলো কোনদিনই টাচ করবেন না । হোক না সেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ । কারণ আখেরে এগুলো আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করবে । বাদ দিন না ওসব । কোন সফল ক্যান্ডিডেটই সব বিষয়ে সমান পারদর্শী হয়ে বিসিএস পরীক্ষায় অতীতে উত্তীর্ণ হননি, ভবিষ্যতেও হবেন না ।

■ **বাংলা ভাষার উপর প্রস্তুতির জন্য যেভাবে পড়বেনঃ**

ক) নবম দশম শ্রেণীর 'বাংলা ব্যাকরণ' টেক্সট বইটি খুব ভাল করে পড়তে হবে । বইটিকে আমি ভাষার উপর মৌলিক জ্ঞান লাভের নিউক্লিয়াস বলে থাকি । সুতরাং এই বইটি ক্যাজুয়ালি না পড়ে সিরিয়াসলি দাগিয়ে দাগিয়ে খাতায় লিখে লিখে পড়বেন । অবশ্যই এলিমিনেশন মেথড প্রয়োগ করে পড়বেন । পুরাতন এডিশনের বইটি সংগ্রহ করতে পারলে ভাল হয় ।

কারণ, বাজারে নতুন এডিশনের অনেক নিম্নমানের প্রুফ দেখা ও নিম্নমানের ছাপার বই বেরিয়েছে। সাবধানে যাচাই করে বই কিনতে হবে।

খ) ব্যবহারিক বাংলা অভিধানঃ একটি ভালো বাংলা অভিধান আপনার স্থায়ী সম্পদ। সুতরাং সংগ্রহ করে ফেলুন বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধানটি'। শুদ্ধ বানান, শব্দার্থ ও শব্দের ব্যবহার জানতে হলে বইটির বিকল্প নেই।

গ) বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে ভালো করে জানার জন্য হায়াত মামুদের 'ভাষা শিক্ষা' বইটি কাজে দিবে। অবশ্যই সব চ্যাপ্টার আপনার দরকার নেই। এলিমিনেশন মেথড প্রয়োগ করে পড়ুন। (প্রয়োজনে নবম-দশম শ্রেণীর ব্যাকরণ বইটির সাথে তুলনা করে যে বিষয়টি ভালো করে দেওয়া আছে সেটা নোটকরে বা দাগিয়ে রাখা যেতে পারে)। বইটি পড়ার সময় হাই লাইটার/পেন্সিল দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ মার্ক করে নিতে হবে।

ঘ) বাংলা ভাষার জীবনী সম্পর্কে সম্যক ধারনা নিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হবে হুমায়ুন আজাদের 'কতো নদী সরোবর' বইটি।

ঙ) ১টি জব সল্যুশন সব বিষয়ের প্রস্তুতির জন্য লাগবেই। সুতরাং মডেল টেস্ট, ফিজিবিলিটি স্টাডির জন্য সংগ্রহ করে ফেলুন ১টি জব সল্যুশন। যেকোন টপিকের প্রস্তুতি নেওয়ার আগে জব সল্যুশনে উক্ত টপিকের উপর বিগত পরীক্ষাগুলোতে আসা প্রশ্নগুলো আগে দেখে নিন। জব সল্যুশন আপনার প্রস্তুতির যাত্রায় একটি কম্পাসের ভূমিকা পালন করবে।

একটি কথা মনে রাখবেন, শুধু ভাষার নিয়মনীতি পড়লেই হবে না, প্রচুর মডেল প্রশ্ন সমাধান করতে হবে। এখানের টপিক গুলো ১০-১৫ দিন পর পর রিভিশন দিতে হবে। রিভিশন না দিলে পরীক্ষার হলে আপনি কনফিউজড হয়ে যাবেন। ভুল উত্তর দাগিয়ে বা উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকলে আপনার প্রদত্ত শ্রম পন্ডশ্রম বলে পরিগণিত হবে। ভাষার টপিকগুলো নিশ্চিত কিছু মার্কস পাওয়ার জায়গা।

■ সাহিত্যের উপর প্রস্তুতি নিতে যেভাবে পড়বেনঃ

ক) বাংলা সাহিত্য একটি বিশাল সিলেবাস। কিন্তু এই বিশাল সিলেবাসের সব টপিক থেকে প্রশ্ন আসে না। আবার যেসব টপিক থেকে প্রশ্ন আসে সেসব টপিকের অন্তর্ভূক্ত কিছু সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন রিপিট (Repeat) করা হয়। তাই কোন কোন টপিক থেকে প্রশ্নগুলো রিপিট হয় তা জানার জন্য অটোমেটিক চয়েজ হচ্ছে একটি জব সল্যুশন ক্রয় করা।

কোন কোন টপিক পড়বেন তার একটি প্রায়োরিটি লিস্ট (Prioritiy List) তৈরি করুন।

[বি.দ্রঃ প্রিলিমিনারির জন্য জব সল্যুশনস একবার কিনলে সব বিষয়ে প্রস্তুতির জন্য কাজে লাগবে।]

খ) মাহবুব আলমের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ও হুমায়ূন আজাদের 'লাল-নীল দীপাবলী' বই দুইটি যেভাবে পড়বেনঃ

এখানে আবারও Francis Bacon-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেই-'Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested':

Bacon থেকে ধার নিয়ে আমিও বলি-

'কিছু লাইনে শুধু চোখ বোলাবেন, কিছু লাইন চিবিয়ে-চুষে হজম করবেন, কিছু লাইন গিলে ফেলবেন।'

তর্জমাঃ ১. কিছু লাইনে শুধু চোখ বোলাবেন মানে হচ্ছে, জব সল্যুশন থেকে আপনি ইতোমধ্যে ধারণা নিয়েছেন যে, কোন ধরনের তথ্য পরীক্ষায় আসে। তাই ইতিহাসের এই বই দুটি পড়লেই বুঝবেন, কিছু লাইন বা কিছু তথ্য আপনার জন্য মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয় বা কম গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা মাত্র ১০-২০%। এই স্বল্প সম্ভাবনার তথ্য মুখস্থ করে বা মনে রেখে আপনার মস্তিষ্ককে জ্যামপ্যাকড্ করে রাখবেন না।

২. কিছু লাইন বা তথ্য আপনাকে চিবিয়ে চুষে হজম করতে হবে, মানে বুঝে শুনে তথ্যটির গভীরে গিয়ে এর ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। এই ধরনের তথ্য স্পষ্ট করে মনে রাখার চেষ্টা করুন।

৩. কিছু তথ্য খুব বেশি বুঝার চেষ্টা না করে স্রেফ গিলে ফেলতে হবে। কারণ, এ ধরনের তথ্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও অনুধাবন করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

মাহবুব আলম ও হুমায়ূন আজাদের এই বই দুটি পড়ার আগে আপনাকে অবশ্যই পেন্সিল মার্কার আর একটি ডায়েরি নিয়ে বসতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মার্ক করার পাশাপাশি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো টপিক অনুযায়ী সংক্ষেপে ডায়েরিতে লিখে ফেলতে হবে। পরবর্তীতে রিভিশনের সময় শুধু ডায়েরিতেই চোখ বোলাবেন।

গ) সৌমিত্র শেখরের 'সাহিত্য জিজ্ঞাসা' বইটি যেভাবে পড়বেনঃ

এই বইটি আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি সাহিত্যের উপর প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করবে। আপনি যদি চাকুরিরত অবস্থায় প্রস্তুতি নেন বা প্রিলিমিনারি পরীক্ষার মাত্র দুমাস আগে পড়তে বসেছেন এমন হয় তবে বাংলা সাহিত্যের উপর প্রস্তুতি নিতে শুধুমাত্র সৌমিত্র শেখরের 'সাহিত্য জিজ্ঞাসা' এবং সাথে ওরাকল প্রকাশনীর 'বিসিএস প্রিলিমনারী বাংলা' বইটি পড়বেন।

আর অবশ্যই এখানেও Francis Bacon এর থিওরী প্রয়োগ করবেন।

যে যে সাহিত্যিকদের লেখার উপর বিশেষ নজর দেবেন-

লেখক

দীনেশ চন্দ্র সেন	ইব্রাহিম খাঁ	প্রেমেন্দ মিত্র
কালী প্রসন্ন ঘোষ	আবুল কালাম শামসুদ্দীন	মুহম্মদ আব্দুল হাই
মোজাম্মেল হক	শামসুদ্দীন আবুল কালাম	কাজী নজরুল ইসলাম
এয়াকুব আলী	আব্দুল ওদুদ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মিন্নাত আলী	আবুল ফজল	বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মোহাম্মদ নজিবর রহমান	আবুল হোসেন	শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
এস ওয়াজেদ আলী	অন্নদা শঙ্কর রায়	

■ প্রিলিমিনারি প্রস্তুতির আগে যে কাজগুলো অবশ্যই করতে হবেঃ

১। বিসিএস রিটেন পরীক্ষার সিলেবাস ও অন্তত: এক সেট রিটেন পরীক্ষার বই কিনে ফেলুন। মনে রাখবেন এটা একটি শক্তিশালী প্রস্তুতি কৌশল। প্রিলির আগে রিটেনের বই কিনা অর্থের অপচয় নয়। বরং এটি বুদ্ধিদীপ্ত ইনভেস্টমেন্ট।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর ফাইনাল রেজাল্টে যোগ হয় না। এটা শুধুমাত্র প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা। কিন্তু রিটেনের পুরো মার্কসই মূল মেধা তালিকা নির্ণয়ে যোগ করা হয়। তাই মেধাতালিকায় আপনার থাকা ৯০% নির্ভর করে আপনি ঠিক কত শতাংশ নম্বর পেয়ে রিটেনে উত্তীর্ণ হলেন তার উপর।

রিটেনের সিলেবাসের প্রায় ৬০-৭০ ভাগ টপিক প্রিলিমিনারিতে আছে। আপনাকে অবশ্যই প্রিলিমিনারি প্রস্তুতি নেওয়ার সময় রিটেনের অর্ধেক প্রস্তুতি সেরে ফেলতে হবে। তাছাড়া প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর রিটেন প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য মাত্র ২-৩ মাস সময় থাকে। এই সময়ের মধ্যে রিটেনের বিশাল সিলেবাসের উপর ভালো প্রস্তুতি নেওয়া কোন ভাবেই সম্ভব নয়। তাই প্রিলিমিনারির প্রস্তুতি নেওয়ার সময় রিটেনের ৫০% টপিকের উপর প্রস্তুতি নিয়ে ফেলুন। অন্যথায় খুব পিছিয়ে থাকবেন।

২। দুই মাসে ১৫০০ তথ্য ভাসা ভাসা পড়ার চেয়ে দুই মাসে ৫০০ প্রশ্ন ভালো করে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ। ভাসা ভাসা মনে থাকা তথ্য পরীক্ষায় কনফিউশন সৃষ্টি করবে। কনফিউশন দূর করতে চাই ৫-৭ বার পঠিত টপিকের রিভিশন। প্রিলিমিনারিতে গুরুত্বপূর্ণ টপিকের উপর রিভিশন দেওয়া টনিকের (Tonic) মতো কাজ করে। পরীক্ষা শেষে দেখবেন, আপনি হয়তো ২০০টি প্রশ্নের মধ্যে ১৪০টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। বাকীগুলো কনফিউশন সৃষ্টি করেছে বলে ছেড়ে দিয়েছেন। এতে আপনার কোয়ালিফাই করার সম্ভাবনা বেশি। আমি ২৮তম প্রিলিতে মাত্র ৫৪টি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ১টি প্রশ্ন ভুল করায় ৫২.৫ স্কোর করে পাশ করেছিলাম। আমার এক কলিগ কনফিউশন নিয়ে ৯০টি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ২৬টির ভুল উত্তর দেওয়ায় তার স্কোর আমার চেয়ে কম হওয়ায় তিনি কোয়ালিফাই করতে পারেননি। প্রিলিমিনারিতে তাই প্রশ্নোত্তর পরিষ্কার করে জানা থাকলেই তবে উত্তর করা উচিৎ।

বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা প্রস্তুতি কৌশল

বিষয়: ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য- ৩৫ নম্বর

বিদেশি ভাষা হিসেবে 'ইংরেজি' ভাষার উপর প্রস্তুতি নিতে খুবই ট্রিকি এবং ট্যাক্‌টফুল হতে হবে। বিসিএস প্রিলিমিনারি ইংরেজি বিষয়ে সাধারণত ৩টি দক্ষতা যাচাই করা হয়।

১। শব্দ ভান্ডার (Vocabulary) এর উপর দখল।

২। গ্রামারের উপর দখল।

৩। ভাষার বিচিত্র ধরনের ব্যবহারের উপর Comprehensive power এর লেভেল যাচাই।

১। Vocabulary এর উপর প্রস্তুতি:

Vocabulary এর আওতাধীন বিষয়সমূহঃ synonyms, antonyms, meanings, phrases & idioms, slangs.

Vocabulary-এর জন্য বইপত্র সংগ্রহঃ

- Oxford Dictionary of Synonyms & Antonyms
- Mentor's EMBA প্রস্তুতি গাইড
- Dictionaries: Longman Dictinonary of Contemporary English; Oxford Advanced Learner's Dictionary by Oxford University Press
- 'ডেইলি স্টার' দৈনিক পত্রিকা

যেভাবে পড়বেন Vocabulary:

Vocabulary মুখস্থ করে রাখার চেয়ে ব্যবহার করার চেষ্টা চালিয়ে গেলেই তা দীর্ঘদিন স্মরণ থাকবে। এতে প্রিলিমিনারি এবং রিটেন উভয় পরীক্ষাতেই ভাল করা যাবে।

Job Solutions থেকে বিসিএস ক্যাডার ও নন-ক্যাডার, এমবিএ ও ব্যাংক

পরীক্ষা সমূহের Vocabulary সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো সমাধান করুন। যে Vocabulary সমূহের Synonym বা Antonym জানা নেই সেগুলো মার্ক করে নিজেই একটি Vocabulary ডায়েরি তৈরি করুন। ডায়েরিটির এন্ট্রিগুলো বার বার রিভিশন দিন।

EMBA এর ইংরেজি বিষয়ের প্রস্তুতির জন্য Mentor's রচিত বইটি থেকে Vocabulary অংশের Synonym বা Antontym সমূহ পড়ে ফেলুন। যেগুলো আপনি আগে কখনো পড়েননি বা জানেননা সেগুলো আপনার ডাইরীটিতে Alphabetical order-এ অন্তর্ভূক্ত করুন। রিভিশন দিন এক সপ্তাহ পরপর।

মনে রাখবেন, কোন শব্দের Synonym বা Antonym সবসময় মূল শব্দের ঠিক একই অর্থ বা ঠিক বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে না। বরং কাছাকাছি অর্থ বা কাছাকাছি বিপরীত অর্থপ্রকাশ করে। তাই স্মরণ রাখতে হবে যে, মূল Word এর সবচেয়ে কাছের Synonym বা সবচেয়ে কাছের Antontymগুলো। Uncommon, বা Ambiguous (অস্পষ্ট) Synonym বা Antontym- গুলো বাদ দিয়ে পড়তে হবে।

Synonym এর Antonym/ Meaning/Uses সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিখুঁতভাবে জানতে হলে Longman's Dictionary of Contempornay English Ges Oxford Advanced Learner's Dictionary দুটির বিকল্প নেই। এই বই দুটি Vocabulary এর ব্যবহার ও Grammar এর নিখুত ব্যবহার শেখার জন্য Bible এর মতো রেফারেন্স বই হিসেবে কাজ করে। বই দুটি অবশ্যই সংগ্রহে রাখবেন।

আধুনিক এবং চলমান সময় বা ঘটনার উপর গুরুত্বপূর্ণ Vocabulary শিখতে The Daily Star পত্রিকার বিকল্প কিছুই হতে পারে না। প্রতিদিন ডেইলি স্টার পত্রিকা থেকে Vocabulary, Phrases & Idioms, সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক কোন Term বা Sentence আপনার Diary তে লিখে চর্চা করতে হবে। আপনি যদি Offline-এ Daily Star পড়তে না পারেন

online-এ পত্রিকাটি (www.thedailystar.net) পড়ে রেগুলার নোট নিতে হবে। এতে আপনার রিটেনের ইংলিশ প্রস্তুতিও অনেকটাই হয়ে যাবে। পত্রিকার Editorial-গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়বেন। বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় Term, Vocabulary ও Information আপনার Diary তে লিখে রিভিশন দিন।

■ **ইংরেজি Grammar এর উপর যেভাবে প্রস্তুতি নেবেনঃ**

প্রয়োজনীয় বইপত্রঃ

- Vocabulary এর জন্য পূর্বের কেনা Oxford Advanced Learner's Dictionary.
- 'High School English Grammar & Compositions' Written by Wren & Martin- Compiled by P.C. Das
- Common Mistakes in English by T.J. Fitikides
- 'Potential English Grammar for Class IX-X' by Md. Khalil Ullah

অথবা, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির চৌধুরী এ- হোসাইনের Advanced Learner's English Grammar (Second Paper).

- 'Practical English Usage' by Michael Swan (Oxford University Press প্রকাশিত)

যেভাবে ইংরেজি গ্রামার এর প্রস্তুতি নিতে এই বইগুলো পড়বেনঃ

Grammar-এর Foundation ঝালাই করে নিতে আপনার ৩ ধরনের বই লাগবেঃ

ক) Grammar-এর বর্ণনা ও ব্যবহারমূলক বই।

খ) Word, Phrase & Idioms-এর অর্থ ও সঠিক ব্যবহার জানার জন্য সমৃদ্ধ ও নিখুঁত Dictionary.

গ) Gramınar-এর সুনির্দিষ্ট কোন Sub-Topic এর শুদ্ধ ব্যবহার জানার জন্য ও Confusion দূর করা বা বিতর্কিত ব্যবহার সম্পর্কে জানার জন্য Reference Book

এ ক্ষেত্রে (ক) Grammar-এর বর্ণনা ও ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য P.C Das সম্পাদিত Wren & Martin এর বইটি বাংলা ভাষাভাষি পরীক্ষার্থীদের জন্য অনবদ্য একটি চয়েস। মোঃ খলিলউল্লাহ রচিত Potential English Grammar for Class IX & X বইটিও সহায়ক হবে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির চৌধুরী এন্ড হোসাইনের English Second Paper বইটিও হাতের কাছে রাখতে পারেন। Grammar এর Reference দেখে বিশুদ্ধভাবে কোন Topic এর ব্যবহার শেখার জন্য Michael Swan এর Practical English Usage এর মতো সমৃদ্ধ বই আর দ্বিতীয়টি নেই। আমি এটিকে শুদ্ধ Reference এর Bible বলে থাকি। বইটির ইংরেজি ভার্সন কিনবেন। Grammar শুদ্ধভাবে শেখার জন্য আপনাকে শুধুমাত্র ১টি বইয়ের উপর নির্ভরশীল হলে চলবে না। কারণ, কোন Grammar বই লেখকই সব Topic ভালো করে লিখতে এখন পর্যন্ত পারেননি। তাই কয়েকজন লেখকের বই মিলিয়ে পড়তে হবে।

খ) Word, Phrase & Idioms এর অর্থ বিভিন্ন Sentence এ এদের অবস্থান ভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। তাই ১টি Entry দিয়ে কমপক্ষে ৩টি ব্যবহার শিখতে হবে। Sentence-এ অবস্থান ভেদে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ Enty'র জন্য প্রাপ্যতা সাপেক্ষে Word, Phrase & Idioms এর অর্থ ব্যবহার পড়তে হবে।

আপনি একটু সময় নিয়ে আগে থেকে প্রস্তুতি শুরু করলে এই টপিকগুলোর উপর একটা Solid প্রস্তুতি নিতে পারবেন। একটু যত্ন করে বিভিন্ন পরীক্ষায় আসা গুরুত্বপূর্ণ Entry গুলো Oxford Advanced Learner's Dictionary এবং Longman Dictionary of Contemporary English দেখে ১টি ডাইরিতে লিখে রাখুন। ১ সপ্তাহ পর পর রিভিশন দিন।

সময় থাকলে ঐ গুরুত্বপূর্ণ Entry গুলো ব্যবহার করে Sentence তৈরি করুন বা কোন টপিক এর উপর প্রতিদিন ১ পৃষ্ঠা লিখুন। এতে আপনার প্রিলিমিনারির সাথে Written- এর প্রস্তুতিটাও হয়ে যাবে।

গ. Grammar-এর Reference এর জন্য Swan-এর বইটি এবং Vocabulary এর Reference এর জন্য Oxford Advanced Learner's Dictionary-টি দেখুন।

প্রশ্নকর্তারা সাধারণত Current Issue গুলোর জন্য ব্যবহৃত Phrase/Word/Term ডেইলি স্টার পত্রিকা থেকে নিয়ে থাকেন। তাই একটা ভালো চাকরি যদি আপনার আবশ্যক হয় তবে ডেইলি স্টার পত্রিকা পড়বেন।

আমি সব সময়ই বলে থাকি, সহজে ইংরেজিতে ভালো করতে চাইলে শুধু ৩টি জিনিস করবেন-

১. প্রতিদিন ডেইলি স্টারের আধুনিক ও গুরুত্বপূর্ণ Vocabulary গুলোর ইংরেজি অর্থ Sentence সহ ডাইরিতে লিখবেন। প্রতিদিন উক্ত ডাইরির লেখাগুলো রিভিশন দিবেন।

২. Chapter-wise Grammar অনুশীলন করবেন।

৩. প্রতিদিন ২ পৃষ্ঠা ইংরেজিতে ফ্রি-হ্যান্ড লিখবেন।

ইংরেজি পত্রিকা পাঠে প্রথম প্রথম অস্বস্থি হতে পারে। তবে ধৈর্য ধরে দু'মাস আমার দেওয়া পরামর্শ মেনে চালিয়ে গেলে আপনি এক সময় পত্রিকাটিতে আসক্ত হয়ে পড়বেন। আপনাকে সব টপিক পড়তে কে বললো? যে টপিকটি আপনার ভালো লাগে সেটিই পড়ুন। তবে প্রতিটি পৃষ্ঠার হেডলাইন অবশ্যই পড়তে হবে। Editorial গুলো অবশ্যই পড়তে হবে। পড়ার সময় মার্কার/পেন্সিল নিয়ে বসতে হবে। ক্যাজুয়াল প্রস্তুতি বিসিএস এর জন্য কার্যকর নয়। ইংরেজি পত্রিকা পড়ুন, চাকরির বাজারটা নিজেই নিয়ন্ত্রণ করুন!

প্রিলিমিনারি পরীক্ষা প্রস্তুতি কৌশল
বিষয়: বাংলাদেশ বিষয়াবলি- ৩০ নম্বর

বইপত্র সংগ্রহঃ

ক) 'উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি-২য়পত্র' থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়, সরকার ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা (বইটি বেসিক জ্ঞানের জন্য দরকার) ।

খ) বাংলাদেশের সংবিধান (সর্বশেষ সংশোধনীসহ অরিজিনাল ভার্সন) ।

গ) দৈনিক পত্রিকা । (আন্তর্জাতিক এডিটোরিয়াল)

ঘ) নবম-দশম শ্রেণির 'সমাজ বিজ্ঞান ও ইতিহাস' বই ।

ঙ) আজকের বিশ্ব (সাধারণ জ্ঞানের সংকলন)

চ) মানচিত্র

ছ) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট ।

জ) সাম্প্রতিক বাজেটের কপি ।

■ **যেভাবে পড়তে হবেঃ**

পদ্ধতি-১ঃ

বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে প্রিলি ও রিটেন মিলে ২৩০ নম্বর বরাদ্দ । প্রিলিতে নম্বর ৩০ ও রিটেনে ২০০ নম্বর । এই বিষয়টি তাই বিসিএস পরীক্ষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এখন আপনি যদি শুধু প্রিলিমিনারীতে উত্তীর্ণ হয়ে রিটেনে ফেল করতে চান, তাহলে শুধু 'জব সল্যুশনস' প্র্যাকটিস করবেন । সাথে একটি ডায়েরিতে বিষয় ও চ্যাপ্টার ভিত্তিক নোট রাখবেন । পরীক্ষার একমাস আগে শুধু ঐ ডায়েরির তথ্যগুলো পড়লে ও মডেল টেস্ট দিলেই প্রিলিমিনারি পরীক্ষা উতরে যাবেন ।

কিন্তু প্রস্তুতির এই প্রক্রিয়াটি একটি ভুল প্রক্রিয়া । কারণ, প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশের দুই-তিন মাসের মধ্যেই রিটেন পরীক্ষা শুরু হয় । স্বল্প সময়ে রিটেন পরীক্ষার ভালো প্রস্তুতি নিতে হলে তাই প্রিলিমিনারি প্রস্তুতি নেয়ার সময় থেকেই রিটেন পরীক্ষাকে টার্গেট করে নির্ধারিত চ্যাপ্টারগুলো বিস্তারিত পড়তে হবে ।

পদ্ধতি-২ (টেকসই ও কার্যকর পদ্ধতি):

রিটেন ও প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সিলেবাস দুটো পাশাপাশি রাখুন। রিটেন সিলেবাসের যে চ্যাপ্টারগুলো প্রিলিমিনারি সিলেবাসে আছে সেগুলো মার্ক করুন। এবার এই চ্যাপ্টারগুলোর উপর রেফারেন্স বই থেকে বিস্তারিত পড়া শুরু করুন।

রেফারেন্স বই পড়ার ধৈর্য না থাকলে বিসিএস রিটেন গাইড বই থেকে টপিকভিত্তিক প্রশ্নগুলো পড়ে ফেলুন। প্রতিটি টপিকের ঘটনার তারিখ, স্থান ও সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের নাম হাইলাইটার পেন দিয়ে মার্ক করে ফেলুন। চ্যাপ্টার ও টপিক অনুযায়ী এই সংক্ষিপ্ত তথ্যগুলো আপনার ডায়েরিতে লিখে ফেলুন। এবার ডায়েরীটি বারবার পড়ুন ও জব সল্যুশনস্ থেকে মডেল টেস্ট সলভ করুন। বিগত বছরের প্রশ্নগুলো বারবার রিভিশন দিন। দীর্ঘস্থায়ী ভাবে কাজে লাগবে আশা করছি। বিসিএস এর জন্য একটি হাইভোল্টেজ প্রস্তুতি গ্রহণে এই প্রক্রিয়াটি অনবদ্য।

বাংলাদেশের সংবিধান পাঠঃ

বাংলাদেশের সংবিধান সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকা প্রিলিমিনারি, রিটেন ও ভাইভা এই সবগুলো পরীক্ষার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। তাই 'বিজি প্রেস' থেকে প্রকাশিত সংবিধানের মূল বইটি সংগ্রহ করুন।

সংবিধানের উপর গুগল প্লে-স্টোর থেকে 'বাংলাদেশ সংবিধানের' এপ্লিকেশনটি নামিয়ে নিন। এপসে দেওয়া তথ্যগুলো বা গাইডে দেওয়া তথ্যগুলোর নিখুঁততা মূল বইটি থেকে যাচাই করে নিন।

বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনা, বৈশিষ্ট্য, মৌলিক অধিকার সমূহ, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহ ও সংশোধনী সমূহ সম্পর্কে নিখুঁত জ্ঞান থাকা জরুরি। বারবার পড়ার বিকল্প নেই। চার্ট তৈরি করে পড়ার টেবিলে লাগিয়ে রাখুন।

আপনার স্মার্ট ফোন থাকলে উপরে বর্ণিত এপসটি থেকে ঘুরাঘুরিতে, আড্ডায়, ট্রান্সপোর্টে তথ্যগুলো বারবার রিভিশন দিন।

বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা প্রস্তুতি কৌশল

বিষয়: আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি- ২০ নম্বর

বই পুস্তক সংগ্রহঃ

ক) ডেইলি স্টার ও প্রথম আলো পত্রিকা

খ) Android Apps ঃ

i) International Relations by Daniel Rust

ii) Young Diplomats App

iii) Daily Star Bangladesh Mobile App.

iv) World Map App

গ) আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির উপর একটি প্রিলিমিনারি গাইড বই

যেভাবে পড়বেনঃ

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির কিছু স্থায়ী বিষয় ও কিছু পরিবর্তনশীল বিষয় থাকে। তাই হাল নাগাদ তথ্য মনে রাখা জরুরি।

একটা ভালো জব সল্যুশন্স থেকে প্রথমেই স্থায়ী তথ্যগুলো মার্ক করে পড়ে ফেলুন।

১টি স্থায়ী তথ্যের উদাহরণঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কত তারিখ শেষ হয়েছিল?

পরিবর্তনশীল বিষয়ের উপর হাল নাগাদ তথ্য সংস্থাগুলোর ওয়েব সাইট থেকে যাচাই করে লেটেস্ট পরিবর্তনের (ডেইটসহ) তথ্যগুলো জব সল্যুশনের উক্ত তথ্যের পাশে লিখে রাখুন। বাজারের বইগুলোতে লেটেস্ট তথ্যসমূহে অনেক সময় ভুল থাকে।

যেহেতু প্রিলিমিনারির প্রস্তুতির সাথে সাথে রিটেনের প্রস্তুতি নিতে হবে তাই প্রতিদিন 'ডেইলি স্টার' ও 'প্রথম আলো' পত্রিকার আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠা ও এডিটোরিয়ালগুলো হাইলাইটার দিয়ে মার্ক করে পড়তে হবে। পত্রিকা কেনার টাকা না থাকলে বা ব্যস্ততা থাকলে প্লেস্টোর (Play Store) থেকে ডেইলি স্টার বাংলাদেশ (Daily Star Bangladesh) এই App টি নামিয়ে নিন। সর্বত্র ও সর্ববস্থায়ই পড়তে পারবেন। পত্রিকা থেকে প্রয়োজনীয় নোটস নিতে হবে ও দরকারি আর্টিক্যালগুলো সেভ করে রাখতে হবে। হাতের কাছে বিশ্ব মানচিত্র রাখুন। একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা যায় যে, তথ্যকে অনুভব

(Feel) করতে না পারলে তথ্য দীর্ঘদিন মনে থাকে না। আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে আরো ব্রড ধারণা রাখতে চাইলে Play Store থেকে International Relations (Daniel Rust) এবং Young Diplomats Apps দুটি ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারেন। তবে অনলাইন বা অফলাইনের নামকরা পত্রিকা হতে পারে আপনার তুলনামূলক শুদ্ধ তথ্যের উৎস। মনে রাখবেন, পত্রিকার ক্যাজুয়াল রিডিং নয়, বরং সিরিয়াস রিডিং কাজে দিবে। তাই অবশ্যই হাতের কাছে পেন্সিল, হাইলাইটার এবং ডায়েরি রাখুন।

সবশেষে জব সল্যুশন্স থেকে প্রচুর মডেল টেস্ট দিতে হবে। ভুল উত্তরগুলো ডায়েরিতে লিখে রেখে রিভিশন দিলে ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে না। প্রস্তুতিটাও হবে রকেট স্পীডে।

বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা প্রস্তুতি কৌশল

বিষয়ঃ ভূগোল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-১০ নম্বর

বইপত্র সংগ্রহ

ক. নবম ও দশম শ্রেণির ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান টেক্সট বুক।

খ. বিসিএস সংক্ষিপ্ত সাধারণ জ্ঞান - কনফিডেন্স রিসার্চ ওয়ার্ক প্রকাশিত

গ. বিসিএস ভূগোল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-Easy Publications

যেভাবে পড়বেনঃ

ভূগোল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা' বিষয়টি থেকে যেহেতু বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় কোন প্রশ্ন থাকে না তাই গাইড বই থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া শ্রেয়। সময় বেশি থাকলে নবম-দশম শ্রেণির টেক্সট বইটি পড়তে পারেন।

তথ্যের সঠিকতা যাচাই করার জন্য উল্লেখিত দু'টি বইয়ের তথ্য ক্রস-চেক (Cross-check) করে নিন। তথ্যের হালনাগাদ আপডেটের জন্য IndexMundi.com অনেক ভালো একটি উৎস। যেকোন ওয়েবসাইট থেকে তথ্য ব্যবহার করার আগে সাইটের About page থেকে প্রতিষ্ঠানটির তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে জেনে নিন।

বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রস্তুতির কৌশল

বিষয়ঃ সাধারণ বিজ্ঞান-১৫ নম্বর

বইপত্র সংগ্রহঃ

ক) ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণির সাধারণ বিজ্ঞান টেক্সট বুক ।

খ) জব সল্যুশনস

গ) MP3 বিজ্ঞান গাইড ।

যেভাবে প্রস্তুতি নেবেনঃ

সাধারণ বিজ্ঞানের প্রস্তুতি নিয়ে সাধারণ কথাগুলো হচ্ছে-

১. এই বিষয় থেকে প্রায় শতভাগ প্রশ্ন কমন পরে থাকে ।

২. প্রস্তুতিতে সিস্টেম লস কম হয় ।

৩. দ্রুত প্রস্তুতি নেওয়া যায় ।

তাই প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে গেলে আমার মতে 'সাধারণ বিজ্ঞান' বিষয়টি দিয়েই শুরু করা উচিত । এতে আপনার প্রস্তুতির মাত্রা সহজে পরিমাপ করা যাবে । প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পাওয়া যায় ।

প্রথমত: বিগত বছরের প্রশ্নগুলো পড়ে ফেলুন । প্রশ্নের ধরণ ও কী পড়তে হবে এবং কী বাদ দিতে হবে, তা সম্পর্কে সম্যক একটি ধারণা পেয়ে যাবেন ।

দ্বিতীয়ত: আপনি যদি শুধু প্রফেশনাল ক্যাডার বা টেকনিক্যাল ক্যাডারের জন্য প্রস্তুতি নিতে চান তবে সাধারণ বিজ্ঞানের জন্য টেক্সট বুক থেকে না পড়লেও হবে । শুধু জব সল্যুশনস ও MP3 প্রিলিমিন্যারি বিজ্ঞান বই দুটি পড়লেই হবে । আর মডেল টেস্ট দেওয়ার ও ভুল উত্তরের প্রশ্নগুলো ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করার বিকল্প নেই ।

বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রস্তুতির কৌশল

বিষয়ঃ কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি

কম্পিউটার- ১০ নম্বর

তথ্য প্রযুক্তি- ০৫ নম্বর

প্রয়োজনীয় বই পুস্তকঃ

ক) Easy Publication এর 'উচ্চ মাধ্যমিক কম্পিউটার বিজ্ঞান' বই ।

খ) MP3 প্রিলিমিনারি বিজ্ঞান (কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি) ।

গ) 'Play Store' Apps: Class XI-XII ICT Book by Panjeree Publications, Computer Fundamentals App

কম্পিউটার বিষয়টি যেভাবে পড়বেনঃ

সাধারণ বিজ্ঞানের মতো কম্পিউটার বিষয়টিতে পরীক্ষায় কমন পড়তে পারে প্রায় শতভাগ প্রশ্ন। তাই ডিটেইল্‌স টেক্সটবুক না পড়ে 'MP3 কম্পিউটার' দিয়েই শুরু করুন। প্রচুর মডেল টেস্ট দিন। ডায়েরিতে রিভিশন দেয়ার জন্য শুধু আপনি যে উত্তরগুলো ভুল দিয়েছেন সেগুলো সম্পর্কে নোটস নিন। একটু বিস্তারিত পড়তে চাইলে Easy Publications এর 'উচ্চ মাধ্যমিক কম্পিউটার বইটি' সহায়ক হবে। 'সেল-ফোন' লাইফ-স্টাইলে অভ্যস্ত হলে প্লে-স্টোর থেকে বেসিক কম্পিউটার এর উপর ভালো রেটিং ও বেশিসংখ্যক বার ডাউনলোড হওয়া Apps ট্রাই করতে পারেন। উল্লেখ্য Apps থেকে পড়তে চাইলে আমার সুপারিশ করা Apps গুলোও দেখতে পারেন।

যেহেতু প্রশ্ন কমন পড়বেই, তাই কম্পিউটার টপিকের উপর সিলেবাসের অধ্যায়গুলোর গুরুত্বপূর্ণ ১টি প্রশ্নোত্তরও যেন আপনার অজানা না থাকে। আর অন্তত: ৫০টি মডেল টেস্ট দিন। এই টপিকে ১০ নম্বর পাবেন, এটা প্রায় নিশ্চিত।

তথ্য প্রযুক্তি-০৫ নম্বর

তথ্য প্রযুক্তির সিলেবাসের গভীরতা সুবিশাল। বলা হয়ে থাকে, গড়ে প্রতি ১৮ মাস পরপর চলমান প্রযুক্তিতে পরিবর্তন আসে। প্রযুক্তির ক্রমশ ইভল্যুশন হচ্ছে। তাই নতুন নতুন তথ্য যোগ হচ্ছে বা পুরাতন তথ্যের বেশিরভাগই আপডেটেড হচ্ছে। তাই বলে প্রযুক্তিতে ভালো মার্কস পাওয়া যাবে না একথা বলছি না। সবচেয়ে ভাল হয়, 'ডট-কম' বুমের (dot com boom) উপর অর্থাৎ ওয়েব সাইট ও মোবাইল এপ্লিকেশনের উপর ইতিহাস ভিত্তিক বেসিক প্রশ্নগুলো উত্তরসহ পড়ে ফেলা। এক্ষেত্রে 'উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির তথ্য প্রযুক্তি' লেখক-মুজিবুর রহমানের বইটি কাজে দেবে।

চলমান ও পরিবর্তশীল প্রযুক্তির উপর দখল আনতে চাইলে গত ২-৩ বছরের বিভিন্ন 'ব্যাংকার্স রিক্রুটমেন্ট' পরীক্ষায় কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির উপর আসা প্রশ্নগুলো পড়ে ফেলুন। জব সল্যুশনস থেকে বেশি বেশি মডেল টেস্ট দিন। না পাড়া প্রশ্নগুলো ডায়েরিতে নোট করে বার বার রিভিশন দিন। এভাবে পড়লে ভালো করবেন আশা করছি।

বিষয়ঃ গাণিতিক যুক্তি- ১৫ নম্বর

বইপত্র সংগ্রহঃ

ক) ৮ম ও ৯ম শ্রেণীর টেক্সট বই। আদিল প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত উক্ত টেক্সট বইগুলোর সমাধান গাইড।

খ) জব সল্যুশনস

গ) স্পীড-ম্যাথের জন্য 'শাহীনস্ ম্যাথ'

গাণিতিক যুক্তি বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে প্রার্থীদেরকে ২টি মারাত্মক ভুল স্ট্রাটেজি অনুসরণ করতে দেখিঃ

১। শুধু অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্নের সমাধান করা।

২। স্পীড মেথ (Speed Math)-এ সময় কম দেওয়া।

যে কোন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পরিশ্রমের সাথে কৌশলটাও সলিড হওয়া জরুরি। বস্তুত আপনি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবেন তখনি যখন পরিশ্রমটা একটা সলিড স্ট্রাটেজি অনুসারে করবেন। বলছিলাম স্ট্র্যাটিজির ২টি ভুলের কথা। প্রথম ভুলটি শুধরানোর উপায় হচ্ছে-গণিতের প্রিলিমিনারি প্রস্তুতি নেওয়ার আগে রিটেন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলতে হবে। গণিত বিষয়ে রিটেনে যেসব সমস্যা দেওয়া থাকে এদের প্রত্যেকটি সমস্যা আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যায় বিভক্ত। অর্থাৎ সমস্যার কয়েকটি ক্ষুদ্র ইউনিট একত্রিত করেই রিটেন পরীক্ষার প্রতিটি অংক তৈরি করা হয়।

আর প্রতিটি সমস্যার অন্তর্ভূক্ত ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যাগুলো দিয়েই প্রিলিমিনারির প্রশ্ন তৈরি করা হয়। তাই গণিতে প্রিলির প্রস্তুতি নেওয়ার আগে রিটেনের প্রস্তুতি নিতে হবে।

Speed Math (স্পীড ম্যাথ)ঃ

রিটেনের জন্য অংক করার সময় সমস্যাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটগুলো সংক্ষেপে দ্রুত সমাধান করার জন্য আপনার নিজের মতো করে তৈরি করা কোন সমীকরণ বা, ফরমেট তৈরী থাকতে হবে। প্রিলিমিনারির জন্য প্রতিটি ক্ষুদ্র সমস্যার ধরন দিয়ে সুনির্দিষ্ট ১টি করে স্পীড মেথ ইকুয়েশন বা ফরমেট তৈরি

করে প্র্যাকটিস করুন। এবার জব সলিউশ্যন থেকে স্পীডমেথ ফর্মেট ব্যবহার করে প্রিলিমিনারির অন্তত: একশ সেট মডেল প্রশ্ন সল্যুশন করে ফেলুন। প্রিলিমিনারী ও রিটেন পরীক্ষায় আপনাকে আটকানো কঠিন হয়ে পরবে।

■ যেভাবে গণিত চর্চা করবেনঃ

প্রথমত গণিতে দুর্বল পরীক্ষার্থীর জন্য পরমার্শঃ

বিসিএস পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার জন্য গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড গুরুত্বপূর্ণ নয়। চাকরিতে অন্তত ৬০ ভাগ কর্মকর্তারই একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডে বিজ্ঞান ও গণিত বিষয় ছিল না। তবুও তারা ভালো ক্যাডারে চাকুরি পেয়েছেন। তাই আপনি যে গণিত/বিজ্ঞান ব্যাকগ্রাউন্ডের নন, এ ব্যাপারটি স্রেফ ভুলে যেতে হবে।

আপনার যা যা করতে হবেঃ

- প্রথমেই রিটেন ম্যাথ পরীক্ষার সিলেবাসটি দেখুন।
- চিহ্নিত করুন, কোন টপিকটিতে আপনি বেশি দুর্বল।
- এবার ঐ চ্যাপ্টারগুলোর গভীরতা বা সিলেবাসের মাত্রা নির্ধারণ করুন। পরীক্ষায় প্রিলি ও লিখিত পরীক্ষায় কোন টপিকে ঠিক কত নম্বর বরাদ্দ তা হিসেব করে ঐ টপিকগুলোর গুরুত্ব গ্রেডিং করে চিহ্নিত করুন।
- প্রয়োজনে গণিতে ভালো দক্ষতা আছে এমন কারো কাছে গিয়ে নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টারগুলো চর্চা করুন।
- বিগত পরীক্ষাগুলোর প্রিলিমিনারি ও রিটেন পরীক্ষার সমস্যাগুলো সমাধান করুন।
- ইভনিং এমবিএ (EMBA) পরীক্ষার গণিতের সমস্যাগুলো চর্চা করে ফেলুন।
- মডেল টেস্টে অংশগ্রহণ করুন। নিজের প্রস্তুতি যাচাই করে নিন।
- স্পীড ম্যাথের জন্য 'শাহীন'স ম্যাথ' বইটি থেকে চর্চা করুন।

■ **গণিতে সবল পরীক্ষার্থীদের জন্য পরামর্শঃ**

আপনার জন্য পরামর্শ হচ্ছে ৫টিঃ

১। সিলেবাস ও বিগত বছরের প্রশ্নগুলো দেখে আপনার শক্তি ও কনফিউশনের জায়গাগুলো সনাক্ত করুন।

২। ইভনিং এমবিএ পরীক্ষার ম্যাথ বিষয়ের প্রশ্নগুলো সমাধান করে ফেলুন।

৩। ৮০-৯০টি মডেল প্রশ্নের সেট সমাধান করে ফেলুন। স্পীড ম্যাথের ব্যাক-ট্রাকিং মেথডে দক্ষ হউন।

৪। গণিতে দুর্বল পরীক্ষার্থীদের জন্য দেওয়া পরামর্শগুলো একবার পড়ে ফেলুন।

৫। POE (Predict, Observe, Explain) Method এর মাধ্যমে পাওয়া সম্ভাব্য ২টি অপশনের ভ্যালু ফর্মুলায় বসিয়ে ব্যাক-ট্র্যাকিং মেথডে দ্রুত প্রশ্ন সলভ করা রপ্ত করুন।

গণিতে যেভাবে Predict, Observe, Explain (POE) Method প্রয়োগ করবেনঃ

৪টি অপশনের মধ্যে যে ২টি অপশন উত্তর হওয়ার সম্ভাবনা কম সে দুটি বাদ দিয়ে বাকী দুটি অপশনস নিয়ে ভাববেন এবং সম্ভাব্য দু'টো অপশনে ব্যাক-ট্র্যাকিং মেথড প্রয়োগ করবেন।

বিঃদ্রঃ প্রিলিতে গণিত থেকে প্রশ্ন থাকে মাত্র ১৫ নম্বরের। তাই যে চ্যাপ্টারগুলো রিটেনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয় তা বাদ দেওয়াই যায়।

বিষয়ঃ মানসিক দক্ষতা-(Mental Ability)- ১৫ নম্বর

■ **টপিক সমূহঃ**

১. ভাষাগত যৌক্তিক বিচার (Verbal Reasoning)

২. সমস্যা সমাধান (Problem Solving)

৩. বানান ও ভাষা (Spelling and Language)

৪. যান্ত্রিক দক্ষতা (Mechanical Reasoning)

৫. স্থানাঙ্ক সম্পর্ক (Space Relation)

৬. সংখ্যাগত ক্ষমতা (Numerical Ability)

প্রয়োজনীয় বই পুস্তক সংগ্রহঃ

১। Test Your Intelligence: ISSB & Psychology
Published by: Dogar Brothers

২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইভনিং এমবিএ (EMBA) ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ব্যাংক।

৩। ভালো প্রকাশনীর বিসিএস পরীক্ষার মানসিক দক্ষতার উপর রিটেন পরীক্ষার ১টি গাইড বই।

৪। বিগত বছরের প্রশ্ন ব্যাংক।

যেভাবে পড়বেনঃ

মানসিক দক্ষতা অংশের প্রশ্নগুলো খুব কনফিউজিং হয়ে থাকে। তাই আপনাকে হতে হবে যথেষ্ট কৌশলী ও সতর্ক।

প্রশ্নের ধরনের সাথে আগে থেকে ভালোভাবে পরিচিত না হলে পরীক্ষার হলে ভড়কে যেতে পারেন। তাই সবার আগে জানতে হবে আপনার সিলেবাসের টপিকগুলো কী কী। তারপরে বিগত বছরের প্রশ্নগুলো নিয়ে বসুন। প্রশ্ন সমাধান করতে গেলে দেখবেন কিছুই মিলছে না। রবি ঠাকুর থেকে ধার নিয়ে বলতে হয়-সহজ চিন্তা যায় না করা সহজে!

এই অংশে ভালো করতে চাইলে আপনাকে Facebook ছেড়ে Google এর কাছে যেতে হবে। অনলাইনে প্র্যাকটিস করার জন্য প্রচুর Contents আছে। ভালো ২-৩ টা ওয়েবসাইট থেকে Verbal Reasoning, Problem Solving, Spelling and Language, Mechanical Reasoning, Space Relation, Numerical Ability এই টপিকগুলোতে ভালো করার কৌশল রপ্ত করুন। কয়েকটি নামকরা ওয়েব সাইট এর URL নিম্নে দেওয়া হলো:

Indibix.com, verbalreasoningtest.org, wikijob.co.uk

তারপর নিম্নের Apps গুলো Google Play-Store থেকে ডাউনলোড করে নিম্নের টপিকগুলো চর্চা করুন:

- Pocket Verbal Ability (Sindu Rajon)
- IQ and Aptitude Test Practice (Langis)
- Logical, mumerical, and spatial test App
- Aptitude Test Preparation (Placecom-Interview Prep)
- Aptitude, Logical Reasoning & Verbal Ability App
- Logical Reasoning Test by Nithra

এই বিষয়গুলোর উপর অনেক লেকচার অনলাইনে পাওয়া যায়।

বিষয়ঃ নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন- ১০ নম্বর

বইপত্র সংগ্রহঃ

ক) নাগরিকদের জানা ভালো- মুহম্মদ হাবিবুর রহমান

খ) নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসনের উপর জয়কলি প্রকাশনী এবং সাইফুর'স প্রকাশনীর প্রকাশিত প্রিলিমিনারি প্রস্তুতি গাইড, বাংলাদেশ সংবিধান।

যেভাবে পড়বেনঃ

এই বিষয়ের উপর তথ্য-সমৃদ্ধ ভালো কোন বই নেই। তবুও প্রশ্নের ট্রেন্ড দেখে মনে হয় বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বিষয়ক ধারাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। TIB এর মতো সুশাসন ও নৈতিকতা নিয়ে গবেষণাকারী ও রিপোর্ট প্রকাশকারী বিভিন্ন সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদনগুলো পড়া গুরুত্বপূর্ণ। বইপত্রের তালিকায় উল্লিখিত গাইড বই দুটি ভালো করে পড়তে হবে। সময় থাকলে মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের নাগরিকদের জানা ভালো বইটি পড়তে পারেন।

অধ্যায়-৩

বিসিএস লিখিত পরীক্ষা প্রস্তুতির কৌশলঃ

- লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বন্টন:
  মোট নম্বর ১১০০ (মৌখিক পরীক্ষাসহ)

১. সাধারণ ক্যাডারের জন্য:

	বিষয়	নম্বর বন্টন
ক.	বাংলা	২০০
খ.	ইংরেজী	২০০
গ.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
ঘ.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
ঙ.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা (মানসিক দক্ষতা পরীক্ষায় MCQ type ৫০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর পাবেন। তবে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর হতে ০.৫০ নম্বর করে কাটা যাবে)	১০০
চ.	সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১০০
ছ.	মৌখিক পরীক্ষা	২০০
	সর্বমোট =	১১০০

২. প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল ক্যাডারের জন্য :

	বিষয়	নম্বর বন্টন
ক.	বাংলা	২০০
খ.	ইংরেজী	২০০
গ.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
ঘ.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
ঙ.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা (মানসিক দক্ষতা পরীক্ষায় MCQ type ৫০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর পাবেন। তবে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর হতে ০.৫০ নম্বর করে কাটা যাবে)	১০০
চ.	সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১০০
ছ.	মৌখিক পরীক্ষা	২০০
	সর্বমোট =	১১০০

বি.দ্র.: যে সকল প্রার্থী সাধারণ ও প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল উভয় ক্যাডারের পদের জন্য পছন্দক্রম দিতে ইচ্ছুক তাদেরকে সাধারণ ক্যাডারের ৯০০ নম্বরের অতিরিক্ত "সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক" একক বিষয়ের ২০০ নম্বরের ৪ ঘন্টার লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি কৌশল

বিষয়ঃ বাংলা- ২০০ নম্বর

■ **দরকারী বইপত্র (দীর্ঘ মেয়াদী প্রস্তুতির জন্য)ঃ**

ক) প্রশ্ন ব্যাংক/জব সল্যুশনস

খ) নবম-দশম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ বই ।

গ) ব্যবহারিক বাংলা অভিধান- বাংলা একাডেমি

ঘ) কতো নদী সরোবর-অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদ (ব্যাকরণের জন্য)

ঙ) ভাষা শিক্ষা- হায়াৎ মামুদ (ব্যাকরণ, প্রবাদ, প্রবচন, পত্র দরখাস্ত ও প্রবন্ধ)

চ) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা- অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর (সাহিত্যের জন্য)

■ **বই পুস্তকের তালিকা (স্বল্প সময়ে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য)ঃ**

ক) নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ বই

খ) ওরাকল/প্রফেসরস প্রকাশনীর বিসিএস লিখিত পরীক্ষা 'বাংলা' বিষয়ের উপর ১টি গাইড বই । (গাইড বইয়ে বিগত পরীক্ষা সমূহের প্রশ্ন দেওয়া থাকে)

গ) সাহিত্য জিজ্ঞাসা-অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর ।

যেভাবে প্রস্তুতি নিবেন-

বিসিএস লিখিত 'বাংলা' বিষয়ের প্রস্তুতি নিতে গেলে শুরুতেই আপনাকে বিগত পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নসমূহ খুব ভালভাবে স্টাডি করতে হবে । প্রশ্নের ধরণ ও গুরুত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে হালনাগাদ সিলেবাসের আলোকে নিজেই ১টি সাজেশন্স তৈরি করে নিন । একজন ভালো পরীক্ষার্থীর গতানুগতিক বাজারের সাজেশন্স-এ চলে না । তার একটি নিজের তৈরি করা সাজেশন্স থাকা আবশ্যক ।

এবার উক্ত সাজেশন্সের আলোকে টপিকভিত্তিক পড়াশুনা শুরু করে দিন । সিলেবাসের কোন অংশটিতে জোর দিতে হবে সেটি বলতে গিয়ে ২৮ বিসিএস পুলিশ ক্যাডারের জনাব মাশরুর হাসান বলেন- 'ব্যাকরণ ও সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে' ।

আর ডা. মো: আখতারুজ্জামান লিখু (৩২তম বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার, বাংলা

'বাংলা ব্যাকরণ ও অনুবাদে ভালো করলে অনেক নম্বর নিশ্চিত করা যায়।

নিখাদ সত্য কথা হচ্ছে, বিসিএস পরীক্ষায় চূড়ান্ত কৃতকার্যতা হো [illegible] মার্কসের খেলাই। আর লিখিত পরীক্ষায় যারা সব বিষয়ে গড়ে ৭০ নম্বর বেশি পেয়ে অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকে তাদের ভাইভা লোডে কৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের থেকে ৯০ ভাগ বেশি থাকে।

তাই সিলেবাসের যে অংশগুলোতে বেশি মার্কস তোলা যায়, সেগুলো আপনার প্রাইয়োরিটি লিস্টে আগে আসবে। সে টপিকগুলো আগে সনাক্ত করুন।

কোন বই অনুসরণ করবেন এই প্রশ্নে সুশান্ত পাল (৩০ বিসিএস কাস্টমস ক্যাডারে প্রথম স্থান অধিকারী) বলেন-

"রেফারেন্স বই কম পড়ে গাইড বই বেশি পড়ুন। ৫টি রেফারেন্স বই পড়ার চেয়ে ১টি নতুন গাইড বই উল্টেপাল্টে দেখা ভালো"।

রেফারেন্স বই বেশি পড়বেন নাকি গাইড বই বেশি পড়বেন এই বিষয়ে আমার মতামত হচ্ছে, এটা ৩টি প্রশ্নোত্তরের উপর নির্ভর করেঃ

১. আপনার যেমন-তেমন ১টা ক্যাডার পেলে চলবে কি?

২. লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি আপনি প্রিলিমিনারি পরীক্ষার পর শুরু করেছেন কি?

৩. গত দু'বছরের মধ্যে বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় বা ব্যাংকার্স রিক্রুটমেন্ট পরীক্ষায় পাশ করেছেন কি?

উপর্যুক্ত ৩টি প্রশ্নের ১নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর যদি হ্যাঁ হয়ে থাকে, তবে আপনাকে বিগত পরীক্ষাগুলোর প্রশ্নব্যাংক সলভ করা ও গাইড বই অনুসরণ করলেই চলবে।

কিন্তু উপর্যুক্ত ৩টি প্রশ্নের অন্তত: ২টির উত্তর যদি 'না' হয়, তবে আপনাকে অন্তত: ১টি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স বই পড়তেই হবে।

যদি ব্যকরণের জন্য ১টি রেফারেন্স বই পড়তে চান তবে হায়াত মামুদের "ভাষা শিক্ষা" বইটি পড়তে পারেন। সাহিত্যের জন্য সৌমিত্র শেখরের "সাহিত্য জিজ্ঞাসা" বইটি পড়বেন। গাইড বই পড়ার আগে তথ্যের ব্যাপারে ন্যূনতম কনফিউশন থাকলে অবশ্যই রেফারেন্স বইয়ের সাথে মিলিয়ে নেবেন। বাংলা বানান শেখার জন্য ফারহানা জাহান উপমা (৩১ বিসিএস পরীক্ষায় সম্মিলিত

১ম স্থান অধিকারী) বাংলা একাডেমি প্রদত্ত বানানরীতির বাংলা বর্তমানের একেবারে শেষে 'প্রমিত বাংলা বানান' নামের অধ্যায়টি পড়তে পরামর্শ দিয়েছেন

সারাংশ, সারমর্ম, ভাবসম্প্রসারণের জন্য জনাব কাদেরজান স্যারের উপমা মুখস্থ না করে এগুলোর নিয়ম আয়ত্বে আনতে বলেছেন

আমার পরামর্শ হচ্ছে- নিয়মের পাশাপাশি অন্তত ১০টি উদাহরণ সারাংশ, সারমর্ম, ভাব-সম্প্রসারণ নিজের মতো করে খাতায় লিখুন মান বা নিয়মের বিচ্যুতি মূল্যায়ন করুন। সারাংশ/সারমর্ম/ভাব-সম্প্রসারণ/ পত্রলিখন/ রচনার জন্য হায়াত মামুদের 'ভাষা শিক্ষা' বইটি আমার কাজে দিয়েছিল। আপনিও দেখতে পারেন।

সাধারণ ক্যাডারের জন্য বাংলা ২য় পত্রে বঙ্গানুবাদ ও গ্রন্থ সমালোচনা বেশি মার্কস প্রাপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি

বঙ্গানুবাদে ভালো করতে চাইলে একটা কথা মনে রাখতে হবে- 'অনুবাদক একজন বিশ্বাস ঘাতক'।

শব্দের অনুবাদ যত সহজ, সংস্কৃতির অনুবাদ ততটা সহজ নয়। যেমন-ধরুন 'অভিমান' শব্দটির ভালো কোন ইংরেজি প্রতিশব্দ নেই। তাহলে এই ব্যাপারটিকে কিভাবে অনুবাদ করবেন?

আবার, ধরুন, কাউকে 'মীরজাফর' বলে দোষারোপ করা হলো। এই- 'মীরজাফর' শব্দটিকে ইংরেজীতে "Traitor" অনুবাদ করলে সঠিক ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাবে না। তাই ভাষার অনুবাদে করতে হবে সংস্কৃতির অনুবাদ। বাংলার ইতিহাসে মীরজাফর যেমন নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে বেঈমানী করেছিল, তেমনি Judas যীশু খ্রিস্টের সাথে প্রতারণা করেছিল।

তাই, বাংলায় যদি কাউকে বলেন- 'তুই একটা মীরজাফর' তবে- এই বাক্যটির ইংরেজি অনুবাদ "You traitor! অথবা, You are a traitor" বললে সঠিক ভাব অনুবাদ হয় না। বলতে হবে-You Judas! (তুই একটা মীরজাফর!)।

সাধারণ আক্ষরিক অনুবাদ ও স্মার্ট ভাবানুবাদের পার্থক্য বুঝতে নিম্নের দুটি অনুবাদ সহায়তা করতে পারে।

কবি John Donne - এর ১টি কবিতাংশে দু'জন ব্যক্তি দু'ভাবে অনুবাদ করেছেনঃ

Donne এর কবিতাংশঃ

'For God's sake hold your tongue, and let me love'

অনুবাদ-১: সাধারণ আক্ষরিক অনুবাদ (নিম্নমানের)

"আল্লাহর দোহাই

তোমাদের মুখ সামলাও

এবং আমাকে ভালোবাসতে দাও"

একই কবিতাংশটি 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' তাঁর শেষের কবিতায় অনুবাদ করেছেন এইভাবে-

অনুবাদ-২ (মান সম্পন্ন অনুবাদ)

'দোহাই তোদের একটুকু চুপ কর,

ভালোবাসিবারে দে মোরে অবসর"

এখানে নিশ্চয়ই কবি গুরুর অনুবাদটি শ্রেয়তর । কারণ এটি ভাবানুবাদ ।

আপনাকে তাই অনুচ্ছেদের ভাবানুবাদ করতে হবে, আক্ষরিক অনুবাদ নয় ।

অনুবাদে দক্ষতা অর্জন করতে ডেইলি স্টার ও প্রথম আলো পত্রিকার এডিটোরিয়াল থেকে প্রতিদিন অন্তত: ১টি করে অনুচ্ছেদ অনুবাদ করতে হবে । এই অভ্যাসটি দীর্ঘ দিনের হলে অর্থাৎ প্রিলিমিনারি পরীক্ষার আগে থেকে হলে খুব ভালো হয় ।

গ্রন্থ সমালোচনাঃ

গ্রন্থ সমালোচনা করতে চাইলে তার নিয়মটা আগে শিখতে হবে । এক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ ও ইতিহাস ভিত্তিক ৩টি বই, ২টি বিখ্যাত প্রবন্ধের বই, ৪টি বিখ্যাত উপন্যাস (সমকালীন ২টি + প্রাচীন ২টি) এর সমালোচনা আগে থেকেই করে ফেলুন ।

কাল্পনিক সংলাপঃ

আপনারা নিশ্চয়ই মাধ্যমিকে বা উচ্চ মাধ্যমিকে Dialogue বা সংলাপ পড়েছেন। এটা এমন কঠিন কোন টপিক নয়। শুধু উত্তরের লেংথ প্রশ্নের নম্বর অনুসারে বাড়াতে হবে। মানসম্মত কাল্পনিক সংলাপ লিখতে নিম্নের কাজগুলো করুনঃ

ক) কিছু সিলেক্টেড সম্ভাষণ লাইন খাতায় লিখুন।

খ) প্রশ্নোত্তরের কিছু স্মার্ট কার্টেসি প্রকাশক বাক্য খাতায় লিখুন।

গ) সাম্প্রতিক সময়ের (যেমন-অর্থনীতি, রাজনীতি, সুশাসন, নির্বাচন, দারিদ্র বিমোচন, সামাজিক মাধ্যমের সুফল/ কুফল, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্রাইসিস, দ্বিপাক্ষিক চুক্তির প্রভাব) ইত্যাদি টপিকের কিছু লাইন, শব্দ এবং ডাটা খাতায় লিখে ফেলুন। দৈনন্দিন সতর্ক পত্রিকা পাঠ আপনাকে টার্মগুলো বুঝতে সহায়তা করবে।

যেমন-ধরুন, অর্থনৈতিক ব্যাপারে কথা বলতে গেলে 'জিডিপি', বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্ত ডাটা ও টার্মগুলো মনে রাখতে হবে। এগুলো মনে রাখলে আপনার উপস্থাপনা সুন্দর ও তথ্যবহুল হবে।

পত্র লিখনঃ

বিগত পরীক্ষাগুলোর প্রশ্নপত্র দেখে কয়েক ধরনের পত্রলেখার নিয়ম শিখুন। মনে রাখবেন, শুধু বন্ধুর/ পিতা-মাতার কাছে চিঠিই পত্র লিখনের অন্তর্ভুক্ত নয়। অফিসিয়াল চিঠি/মানপত্র/চাকুরির দরখাস্ত/ ব্যবসায়িক পত্র এগুলোও পত্রলিখনের অন্তর্ভুক্ত। নিয়ম আত্মস্ত করে কয়েকটি মডেল পত্র নিজে থেকে লিখুন। মান যাচাই করুন। পত্র/দরখাস্ত লেখার হালনাগাদ কাঠামো ও তারিখ লেখার স্টাইলটা ফলো করবেন।

রচনাঃ

রচনা যত লম্বা হয়, তত ভালো হয়! এই প্রাচীন কথাটি মনে রাখবেন। কাটাকাটি এভয়েড করতে হবে। কাটতে হলে একটানে কাটুন। প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি,ডাটা, গ্রাফ, চার্ট না থাকলে রচনা মান সম্মত হবে না। তাই রচনা মুখস্ত

না করে শুধুমাত্র টপিকভিত্তিক প্যারা শিরোনাম ও ডাটা/চার্ট মনে রাখুন। রচনার প্রথম ও শেষ প্যারা যাতে মানসম্মত হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। কারণ, ব্যস্ত পরীক্ষকের এত সময় নেই যে পুরো রচনা পড়ে দেখার। ডাটা ও উদ্বৃত্তি সবুজ কালিতে হাইলাইটেড করুন। ভালো নম্বর পাবেন নিশ্চিত।

বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি কৌশল

বিষয়ঃ ইংরেজি- ২০০ নম্বর

একজন সফল বিসিএস পরীক্ষার্থী ও একজন ব্যর্থ বিসিএস পরীক্ষার্থীর মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয় লিখিত পরীক্ষার ইংরেজি বিষয়টি। ২০০ নম্বরের ইংরেজি 'সাধারণ' ও 'ট্যাকনিক্যাল' উভয় ক্যাডারেই আবশ্যক বিষয়। তাই ইংরেজিতে নিতে হবে একটি দীর্ঘ মেয়াদী ও সলিড প্রস্তুতি।

বই পুস্তক সংগ্রহঃ

English: Part-A (100 Marks)

a) **Reading Comprehension:**

■ Mentor's 'IELTS' Reading, SM Zakir Hossain- এর Tactics for Effective Reading and Critical Thinking

■ **Grammar এর জন্যঃ** Advanced Learner's HSC English Grammar, Swan's Practical English Usage, PC Das সংকলিত Wren & Martin- এর গ্রামার বই।

■ Summary & Letter: Professor's BCS Writing, Daily Star Editorials

English: Part-B (100 Marks)

◆ Essay: Professor's BCS Written Guide

◆ Translation: The Daily Star ও প্রথম আলোর Editorials এবং Sub-Editorials

English Part-A

যেভাবে পড়বেনঃ

একজন ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র হিসেবে বলছি, ইংরেজিতে "Get Quick Success" বলে খুব বেশি কিছু নেই। তবে আপনার যদি আগে থেকেই Vocabulary এর উপর ভালো দখল থাকে, আপনার যদি প্রতিদিন ইংরেজি পত্রিকা পড়ার অভ্যাস থেকে থাকে এবং আপনি যদি প্রতিদিন ইংরেজিতে ডায়েরিতে বা অনলাইনে কিছু না কিছু লেখালেখি করেন তবে আপনার জন্য বিসিএস লিখিত বিষয়ে প্রস্তুতি নেওয়া ডাল ভাতের ব্যাপার। বুঝতেই পারছেন বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় যে ধরনের প্রশ্ন হয় তা নিশ্চিতভাবেই যারা ফ্রিহ্যান্ড-লেখালেখিতে দক্ষ, তারা সপ্তাহ খানেক টপিকগুলো লেখার নিয়ম পড়লেই হবে। শ্রেণিভূক্ত করলে ইংরেজিতে বিসিএস লিখিত পরীক্ষার্থী সাধারণত ৩ ধরনেরঃ

ক) ইংরেজি ফ্রি-হ্যান্ড রাইটিংয়ে সবল

খ) ইংরেজি ফ্রি-হ্যান্ড রাইটিংয়ে মাঝারী মানের

গ) ইংরেজিতে খুবই দুর্বল

সবল পরীক্ষার্থীর জন্য পরামর্শঃ

আপনার ইংরেজি বিষয়টি তেমন পড়ার দরকার নেই। শুধু উচ্চ মাধ্যমিকের বা প্রফেসরস 'ইংলিশ রিটেন' বই থেকে Summary, Letter (Official/ Personal/ to News paper Editor) লেখার নিয়মগুলো আত্মস্ত করুন। আগে থেকে জানা থাকলেও এক নজর দেখে নিন। এবার দুটি করে মডেল প্রশ্নের উত্তর নিজের ভাষায় লিখে বইয়ের সাথে মিলিয়ে মান ও নিয়মের বিচ্যুতি মূল্যায়ন করুন। গাইড বই থেকে ৫-৬টি মডেল অনুবাদ পড়ে বুঝার চেষ্টা করুন যে, ভাব অনুবাদ আক্ষরিক অনুবাদ থেকে কতটা ভাষাও অনুধাবনগত দিক থেকে আলাদা। এরপর পরীক্ষার আগ পর্যন্ত সপ্তাহে অন্তত: দুই-তিন দিন 'ডেইলী স্টার' ও 'প্রথম আলো' পত্রিকার সম্পাদকীয়গুলো থেকে প্রিয় অনুচ্ছেদগুলো অনুবাদ করুন। আমার কথা যদি বলি, আমি বিসিএস লিখিত ইংরেজি বিষয়টির শুধুমাত্র সিলেবাস দেখেছি। আর কিছুই পড়িনি। আমার ধারণা, আমি এই বিষয়টিতে প্রায় ৮৫-৯০% নম্বর পেয়েছি।

■ ইংরেজিতে মোটামুটি ভালোদের জন্য পরামর্শঃ

আপনার ইংরেজি লিখিত পরীক্ষা সম্পর্কে আগ থেকে কিছু বলা রিস্কি। আপনার জন্য পরামর্শ ৩টিঃ

ক) লিখিত পরীক্ষার ২-৩ মাস আগে থেকে রেগুলার ডেইলি স্টার ও প্রথম আলোর এডিটোরিয়াল গুলো থেকে আপনার পছন্দের ১টি বঙ্গানুবাদ ও ১টি ইংরেজি অনুবাদ করবেন।

খ) ধরে নিচ্ছি গ্রামারে আপনার মোটামুটি দক্ষতা আছে। তারপরও "Right Use of Verbs", Passive Voice ও Structural Sentences- এই ৩টি অধ্যায় ভালোভাবে দু'বার পড়ে নিবেন। এই গ্রামারগুলোতে আপনার দুর্বল জায়গা সনাক্ত করে ঐ জায়গাগুলো ভালো করে কয়েকবার রিভিশন দিন। এই ৩টি টপিক ফ্রি-হ্যান্ড রাইটিংয়ে খুব কাজে লাগবে।

গ) প্রতিদিন যেকোন চলমান ঘটনার উপর অন্তত: ১ পৃষ্ঠা করে ইংরেজিতে লিখুন। আমি নিশ্চিত করে বলছি, আপনার কনফিডেন্স লেভেল আশ্চর্যজনকভাবে বৃদ্ধি পাবে। অত কঠিন Sentence-এ বা হাইথটের অবতারণার দরকার নেই। সহজ সরলভাবে ছোট-ছোট Sentence-এ ফ্রিহ্যান্ড রাইটিং চর্চা করুন। চলমান সমস্যাসমূহ, দৃশ্য বর্ণনার ও লেখা শুরু এবং শেষ করার উপর দেড় দু'শ নির্বাচিত সুন্দর সুন্দর Sentence-একটা খাতায় লিখে ফেলুন। বার বার এই Sentence-গুলো রিভিশন দেবেন। ফ্রি-হ্যান্ড রাইটিংয়ের উন্নতিতে এই কাজটি ম্যাজিকের মতো কাজ করবে। সন্দেহ? উচ্চ মাধ্যমিক, অনার্স-মাস্টার্স লেভেলে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের উপর ১১ বছর পাঠদানের আলোকে পরামর্শটি দিলাম।

■ ইংরেজিতে দুর্বল পরীক্ষার্থীর জন্য পরামর্শঃ

◆ আগের প্যাসেজে 'ইংরেজিতে মোটামুটি ভালো পরীক্ষার্থীর জন্য পরামর্শগুলো' আপনিও মেনে চলুন।

◆ Reading Comprehension-এর Free-Ending Questions এর উত্তর লেখার নিয়মগুলো আয়ত্ত্বে আনুন, যেমন-What, When, How, Why ইত্যাদি দিয়ে প্রশ্ন করলে কীভাবে উত্তর করতে হয়। প্রশ্নে-Auxiliary Verb থাকলে উত্তরে সেটি কোথায় বসাতে হয়। Do/ Does/ Did দিয়ে প্রশ্ন করলে Answer লেখার সময় Sentence-এর মূল verb এর form-টা কেমন হবে তা জেনে নিবেন ও ৮-১০টা মডেল Comprehension চর্চা করবেন। কোন অনুচ্ছেদ বা রচনার Title কিভাবে লিখতে হবে জেনে নিন।

◆ Parts of Speech পরিবর্তন ডিগ্রি ইংরেজি বই থেকে List ধরে চর্চা করুন।

◆ Google-এ Search দিয়ে "The most used 1000 words in English" PDF ফরমেটে এই তালিকাটি নামিয়ে নিন। ঐ তালিকা থেকে আপনি যে Wordগুলোর অর্থ জানেন না তা Oxford Dictionary থেকে দেখে নিন। ভুল করেও বাংলা ডিকশনারি খুলবেন না। Oxford Dictionary তে অর্থগুলো সহজ ভাষায় লেখা আছে। এবার Oxford Dictionary of Synonyms & Antonyons' বইটি থেকে উক্ত শব্দগুলোর বহুল প্রচলিত ও আপনার পরিচিত Synonym & Antonym দেখে নিন। সময় থাকলে মুখস্ত করে নিন।

■ Letter & Essay পরীক্ষায় অনেক সময় কমন পরে। সাম্প্রতিক প্রত্যয়/ঘটনাগুলোর উপর Letter & Essays এর জন্য একটি সাজেশন্স তৈরি করে বারবার এগুলো পড়ুন। বিভিন্ন ধরনের Letter লেখার নিয়ম উচ্চ মাধ্যমিক বা স্নাতক লেভেলের বই থেকে পড়ে নিন।

৪-৫টি নমুনা Letter মুখস্ত করতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ Essays এর সূচনা ও সমাপ্তি পেরা দুটি মুখস্ত করে ফেলুন। টপিকভিত্তিক কিছু রিলেটিভ ডাটা মুখস্ত করতে ভুলবেননা যেন। আপনি যদি প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ৩-৪ মাস আগে আমার এই বইটি পড়ে থাকেন তবে নিম্নের সকল দক্ষতা শ্রেণির পরীক্ষার্থীর জন্য প্রযোজ্য পরামর্শগুলো আগে থেকেই মেনে চলুনঃ

সকল (সবল, মধ্যম ও দুর্বল) শ্রেণির পরীক্ষার্থীর জন্য ইংরেজি বিষয়ের উপর পরামর্শঃ

Part-A: 100

1-(A): Reading Comprehension: 30 Marks

Reading Comprehension এর জন্য Mentor's 'IELTS Reading' অথবা Tactics for Effective Reading and Critical Thinking by SM Zakir Hossain এর বই থেকে নিয়ম শিখুন। অন্তত: ১০টি মডেল প্রশ্ন চর্চা করুন। Comprehension এর Passage গুলো চলমান ঘটনা থেকে নেওয়া হয়। তাই Daily Star এর Editorials গুলো পড়া ও প্রয়োজনীয় Word/Phrase/Line ডায়েরিতে লিখে রিভিশন দেওয়ার বিকল্প নেই।

b) ভাষার জগতে ধ্বনির পরই শব্দ (Vocabulary) এসেছে। তারপর এসেছে এই শব্দগুলোকে শৃঙ্খলিত করার প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ Grammar। ভাব প্রকাশে Vocabulary এর প্রয়োজনীয়তা Grammar থেকে আমার মতে ৫ গুণ বেশি। তাই আপনার শ্রমটা আসলে বেশি দিতে হবে Vocabulary আত্মস্ত করতে ও তার ব্যবহার শিখতে।

প্রিলিমিনারির জন্য তৈরিকরা আপনার নিজস্ব Vocabulary লিস্টটা একটু মিলিয়ে নিন। ঐ লিস্টের শব্দগুলোকে বিভিন্ন Parts of Speech এ পরিবর্তন করা শিখুন।প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মুখস্ত করুন।

গ্রামারের জন্য Parts of Speech এর পরিবর্তন (যেমন- Verb থেকে Noun, Adjective, Adverb), Passive Voice, Right Use of Verbs, Sentence, Structural Sentences, Punctuation & Capitalisation, Modifiers, Corrections গুরুত্বপূর্ণ। এই টপিকগুলো রিভিশন দিতেই হবে।

উচ্চ মাধ্যমিকের ১টি গ্রামার বই থেকে টপিকগুলো পড়ে ফেলুন ও রিটেনের ১টি গাইড বই থেকে চর্চা করুন।

2. Summary: 20 Marks

আপনি নিশ্চয়ই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে Summary চর্চা করেছেন। শুধু বলে রাখি- Summary লেখার সময় মূল Comprehension থেকে হুবহু Copy-Paste করবেন না। Summary'র জন্য বেছে নেয়া Sentence গুলো ভেঙ্গে ভাব ঠিক রেখে নতুন Sentence তৈরি করুন। লম্বা-লম্বা Sentence পরিহার করুন। ঝর ঝরে ১০০ শব্দের বা ১০-১২টি মেদমুক্ত বাক্যে নিজের ভাষায় Summary লিখুন। Passage-এ প্রতিটি নির্বাচিত লাইনের শব্দগুলোকে Synonym / Antonym দিয়ে Replace করুন।

3. Letter Writing: 20 marks

বিভিন্ন ধরনের Letter আছে। বিশেষ করে 'Letter to Newspaper Editor' ধরণের উপর উচ্চ মাধ্যমিকের ১টি ভাল বই থেকে ৫-৭টি লেটার পড়ে ফেলুন। খেয়াল রাখুন Letter লেখার ডাটা, ফরমেট ও বিভিন্ন অংশের সজ্জা যাতে আধুনিক নিয়মে হয়। বিষয়ভিত্তিক Terms/ Phrase/ Information নোট করলে কাজে আসবে।

Part B: 100 marks

এই অংশটি আপনার ফ্রি-হ্যান্ড রাইটিং দক্ষতা ও বাংলা ইংরেজি ভাষায় ভাবের শিল্পিত উপস্থাপন দক্ষতার চূড়ান্ত পরীক্ষা নিবে।

১. Essay Writing-50 Marks

মাত্র ১টি Essay-তেই টোটাল মার্কসের ৫০% বরাদ্দ! ২ ঘন্টা সময়ের এক ঘন্টা (৬০ মিনিট) যদি ১টি Essay লেখার জন্য বরাদ্দ করেন, তবে প্রতি ৩ মিনিটে ১ পৃষ্ঠা লেখার অভ্যাস করতে হবে। Essay-টি আপনার চিন্তা ও লেখার দ্রুততার উপর ভিত্তি করে ১৫ থেকে ২০ পৃষ্ঠা হতে পারে। আমি ১৫ পৃষ্ঠাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরতে পারি। তবে লেখার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তথ্য-উপাত্ত ও গ্রাফ চার্ট। বিসিএস লিখিত পরীক্ষা রচনা/প্রবন্ধ মান বিবেচনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা থেকে একটু আলাদা। বিসিএস পরীক্ষায়

রচনার মানটা লেখা থেকে গুরুত্বপূর্ণ। মান বৃদ্ধির জন্য তাই প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত, গ্রাফ, চার্ট ও উদ্বৃত্তির বিকল্প নেই। ৩টি Essay থেকে ১টি উত্তর করতে হয়। Essayগুলো সাধারণত আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা বিষয় থেকে নেওয়া হয়।

৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় আসা ১টি Essay হচ্ছে-

'The Rise of Religious Extremism: A Global Threat'

বুঝতেই পারছেন, বর্ণিত টপিকটি একেবারেই অতি সাম্প্রতিক বিষয়ের উপর। আলোচিত ঘটনাগুলোর উপর সাজেশন্স করে পড়াশুনা করলে ৫০ নম্বরের Essay কমন পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। ৩টি Alternative থেকে ঐ Essay-টি নির্ধারণ করবেন যেটিতে তথ্য উপাত্ত ও উদ্বৃত্তির বেশি সন্নিবেশ ঘটাতে পারবেন। ব্যস্ত পরীক্ষকরা সাধারণত রচনার শুরু এবং শেষ কয়েক লাইন দেখেন। Essay এর শুরু এবং শেষটা তাই Outstanding হওয়া বাঞ্চনীয়। তথ্য উপাত্ত ও উদ্বৃত্তি নীল কালি দিয়ে লিখবেন। যাতে আপনার ব্যতিক্রমী 'Golden Nuggets' উপস্থাপনা পরীক্ষকের চোখে প্রথম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। বিসিএস লিখিত পরীক্ষা অনেকটাই 'Attention Grabbing Game' কথাটি মনে রাখবেন। Essay পড়তে চাইলে বিসিএস রিটেনের ০১টি গাইড, ইন্টারনেট থেকে সংশ্লিষ্ট আর্টিক্যাল ও ডেইলি স্টার এর Editorial Stories এর সহায়তা নিন।

অনুবাদঃ ২০+২০=৪০ নম্বর

ইংরেজি লিখিত পরীক্ষায় অনুবাদ অংশটি মেধাবীদের জন্য এগিয়ে যাওয়ার জায়গা। অনুবাদ কীভাবে করবেন সে ব্যাপারে আমি এই বিষয়ে পরামর্শের শুরুর অনুচ্ছেদে লিখেছি। লেখাটি একবার পড়ে নিন। আবারো বলছি, অনুবাদ করতে গিয়ে বিশ্বাস ঘাতক হতে যাবেন না কিন্তু! আক্ষরিক অনুবাদে কতটা ভাবের সঞ্চার করবেন আর কতটা সংক্ষেপে অল্প শব্দে লিখবেন সেটা আপনার দীর্ঘদিনের চর্চা ও সাহিত্যে দক্ষতার উপর নির্ভরশীল।

প্রতিদিন অবশ্যই ডেইলি স্টার ও প্রথম আলো থেকে নির্বাচিত এডিটোলিয়ালস অনুবাদ করতেই হবে। ১টি গাইড বই থেকে ২০-২৫টি মডেল অনুচ্ছেদ

অনুবাদ করে গাইড বইয়ের উত্তরের সাথে মিলিয়ে আপনার অনুবাদের মান যাচাই করতে পারেন।

আমি অনুবাদে সবচেয়ে গুরুত্ব দিতাম। রচনা ২পৃষ্ঠা কমিয়ে সে সময়টা দিয়ে 'রাফ অনুবাদ' করতাম। তারপরে ফ্রেস করে সুন্দরভাবে অনুবাদ লিখে আসতাম। আমি আমার করা অনুবাদ নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট ছিলাম। অনুচ্ছেদের সকল শব্দের অর্থ আপনার জানা থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। তবু মূলভাব ধরে কৌশলী শব্দ চয়ন করে অনুবাদ করুন। খুব ভালো নম্বর পাবেন- প্রত্যাশা করছি।

বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি কৌশল

বিষয়ঃ বাংলাদেশ বিষয়াবলি- ২০০ নম্বর

বই পুস্তক সংগ্রহঃ

ক) মোজাম্মেল হকের 'উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতিঃ ২য়পত্র'

খ) বাংলাদেশের সংবিধান

গ) বিসিএস লিখিত পরীক্ষার ২টি গাইড বই (প্রফেসরস ও ওরাকল প্রকাশনী)

ঘ) নবম-দশম শ্রেণির 'সমাজ বিজ্ঞান ও ইতিহাস বই'

ঙ) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হালনাগাদ 'রিপোর্টের কপি'

চ) সাম্প্রতিক বাজেটের কপি

ছ) আব্দুল হাইয়ের 'বাংলাদেশ বিষয়াবলি'

যেভাবে প্রস্তুতি নেবেনঃ

Syllabus ও প্রশ্নপত্র Analysis

১। সিলেবাসের দিক থেকে 'বাংলাদেশ বিষয়াবলির' লিখিত পরীক্ষার সিলেবাসটি সবচেয়ে বিস্তৃত সিলেবাস। বিগত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ঘাটলে দেখা যায় যে, ১) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও টীকার আধিক্য। যেমন- ৩৫তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় ৩৬টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (১৮০ নম্বর) ও ৮টি টীকা (২০ নম্বর) এসেছে।

২। বাংলাদেশ বিষয়াবলির উপর হওয়া প্রশ্নগুলো সাধারণত ২ ধরনেরঃ

ক. সংজ্ঞামূলক/জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ

- যেমন- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কী?
- আওয়ামীলীগের ৬ দফা কী কী?
- মোট দেশজ উৎপাদনের বা জিডিপি'র বিবরণ দিন।

খ. অনুধাবন ও বিশ্লেষণমূলক প্রশ্নঃ

যেমন-

- বাংলাদেশে পরিবেশ বিপর্যয় দ্বারা আপনি কী বোঝেন?
- বাংলাদেশে বনজ সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৩। প্রশ্নগুলোর শতকরা ৭০ ভাগ সংজ্ঞামূলক/জ্ঞানমূলক অর্থাৎ কেতাবী সংজ্ঞা চাওয়া হয়েছে অথবা তথ্য-উপাত্ত, ধারা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে।

৪। যেহেতু ৭০ ভাগ প্রশ্ন সংজ্ঞামূলক/জ্ঞানমূলক (তথ্য, উপাত্ত, সংজ্ঞা, ধারা সংক্রান্ত), তাই আন্দাজ করে পৃষ্ঠা ভরাটকারীরা ধরা খাবেন। প্রকৃত পরীক্ষার্থীরা অনেক বেশি এগিয়ে যাবেন। ২৮তম, ২৯তম ও ৩০তম পরীক্ষায় এমনটি ছিল না। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে দিয়ে আসলেই কিছু নম্বর পাওয়া যেত।

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও টীকার সমাবেশ বলে এই বিষয়টিতে কেউ ৭৫-৮০ শতাংশ পর্যন্ত নম্বর পাবেন। আর গুজামিল দেওয়া পরীক্ষার্থীরা বড় জোর ২৫-৪৫ শতাংশ নম্বর পেতে পারেন।

৬। ৩৫তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার মতো যদি এই বিষয়টিতে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও টীকা দেওয়া হয়, তবে সময়ের তীব্র সংকট হতে পারে। ৪২টি প্রশ্ন উত্তর করতে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সিস্টেম লস সহ গড়ে ৩ মিনিট সময় লাগলে মোট ১২৬ মিনিট সময় দরকার। আপনার আছে ১০৫ মিনিট (৪২-৪৬ টি প্রশ্ন পড়তে ব্যয়কৃত ১৫ মিনিট সময় বাদে)।

যেভাবে প্রস্তুতি নেবেনঃ

ক) পূর্বের অনুচ্ছেদে সিলেবাস ও বিগত পরীক্ষাগুলোর প্রশ্ন এনালাইসিস থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, প্রস্তুতির সময় আপনাকে প্রায়োরোটি (Priority) সেট করতে হবে। যেহেতু সিলেবাস বিশাল, তাই সংজ্ঞামূলক/জ্ঞানমূলক (সংজ্ঞা, তথ্য উপাত্ত, ধারা) চ্যাপ্টারগুলো আপনার প্রায়োরিটি লিস্টের আগে আসবে। আপনার শ্রমের ৭০% ভাগই এই চ্যাপ্টারগুলোর জন্য বরাদ্ধ থাকতে হবে।

'বাংলাদেশ বিষয়াবলি' সিলেবাসের মোট ১৬টি বিভাগের মধ্য প্রায়োরিটি যোগ্য হচ্ছেঃ

i) Economy (Vision-2021,GNP, GDP, Budget, Remittence)

ii) The Constitution of the People's Republic of Bangladesh (Premble, Features, Directives, Principles of State Policy, Constitutional Amendments)

iii) Organs of the Government (সিলেবাসের সবগুলো)

iv) Foreign Policy and External Relations of Bangladesh (সবগুলো)

vi) Elections in Bangladesh (সিলেবাসের সবগুলো)

vii) Contemporary Communication, ICT, RTI, E-Govt.

viii)Roles of the WTO, WB, IMF, ADB, IDB and other development partners and MNCS.

ix) The Liberation War and its Background, Language Movement (এই শিরোনামের অন্তর্ভূক্ত সবগুলো চ্যাপ্টার)

খ) 'সংজ্ঞা' ছাড়া কোন সংক্ষিপ্ত প্রশ্নই তৃতীয়বার পড়বেন না। প্রশ্নভিত্তিক তথ্য উপাত্ত ধারা সমূহ হাই-লাইটেড করে বার বার পড়ুন। সময় পেলে ডায়েরিতে তথ্য-উপাত্ত লিখে রিভিশন দিন। তথ্য-উপাত্ত দ্রুত ভুলে যাওয়ার প্রবণতা থাকলে চার্ট আকারে প্যাডের পৃষ্ঠায় লিখে রিডিং রুমের দেয়ালে বা টেবিলে স্টিক করে রাখুন। কে না জানে, যা চোখের সম্মুখে বেশি সময় থাকে তা স্মৃতি পটেও বেশি দিন থাকে। তথ্য মনে রাখতে কয়েকদিন পরপর রিভিশনের বিকল্প নেই। আমি সাইন্টিফিক রিভিশন মেথড নিয়ে অধ্যায়-১ তে লিখেছি। ঐ পৃষ্ঠাগুলো আরও একবার পড়ে নিন।

গ) বড় প্রশ্ন থেকে কীভাবে তথ্য (স্ক্যান, স্কিম করতে হয় এবং তা কীভাবে 'তথ্য-প্রবাহ চিত্র' আকারে নোট করতে হয় তা শিখে নিন। বড় প্রশ্ন থেকে পাওয়ার ওয়ার্ডস (Power words) /কী-ওয়ার্ড (Key-word), তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বুকলেট তৈরি করে ঐ বুকলেটটি যেথায় যান পকেটে করে নিয়ে

যান। ফাক-ফোকরে ওটাতে চোখ বুলান। কে-কি বলল পাত্তা দিবেন না। বেশি লাজুক হলে সেলফোন দিয়ে নোটস গুলোর ছবি তোলে রাখতে পারেন। ফেসবুকিং এর ভান করে সেগুলো সেখানে পড়তে পারবেন!

ঘ) বাংলাদেশ বিষয়াবলির উপর অনেকেই ২০-২৫টি বই রেফার করবে। আসলে আপনাকে পড়তে হবে প্রধানত গাইড বই। গাইড বই পড়াতে আমি পাপের কিছু দেখি না। যদি তা সঠিক তথ্য সমৃদ্ধ ও মান সম্মত হয়। গাইড বইয়ের তথ্যগুলোর সঠিকতা যাচাই করতে বইয়ের তালিকায় দেওয়া প্রামাণ্য বইগুলোর সাথে মিলিয়ে নেবেন।

ঙ) সবশেষে, ছেড়ে আসবেন না কোন প্রশ্নই। তবে প্রথমেই প্রশ্নের গুজামিল উত্তর দিয়ে পরীক্ষকের মনে আপনার সম্পর্কে বাজে ধারণা দিবেন না। গুজামিল উত্তর দিতে চাইলে শেষের দিকে দেওয়াই ভালো। গুজামিল অংশে তথ্য-উপাত্ত-ধারা সন্নিবেশ করার সময় স্মার্ট হতে হবে।

চ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও টীকা অযথা বড় করে লিখবেন না। ৪-৬ লাইন লিখেই আপনি অন্তত: ৩ নম্বর পেতে পারেন। কন্টেন্টের মান ও তথ্য উপাত্ত এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন বা টীকার উত্তর সর্বোচ্চ ১০-১২ লাইন হতে পারে।

ছ) মনে রাখুন ব্রিটিশদের এই উপদেশটি 'Ensure that you have sufficient time to answer the last question"- অর্থাৎ সবশেষ প্রশ্নটির উত্তর করার জন্য আপনার অবশ্যই পর্যাপ্ত সময় থাকতে হবে। অনেক জানাশুনা প্রশ্নের উত্তর বা অনেক মূল্যবান কথাই আপনাকে কেঁটে ছেটে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে আপনাকে হতে হবে নির্দয় কশাই। একটা প্রশ্ন খুব ভালো করে উত্তর করার চেয়ে দুটা প্রশ্ন মোটামুটি ভালো করে উত্তর দেওয়া উত্তম।

একটানা ২ থেকে ৪ ঘন্টা লেখার অভ্যাস করতে হবে। এতে প্রতিটি প্রশ্নের বরাদ্দকৃত সময় অনুসারে এবং লেখার দ্রুততার উপর ভিত্তি করে ঠিক কতটুকু লিখতে পারবেন সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন।

তাছাড়া হঠাৎ করে ৪ ঘন্টা পরীক্ষা দিলে আপনার হাতের আঙ্গুল জমে গিয়ে ব্যথা হতে পারে বা অবশ হয়ে যেতে পারে। ফলে আপনি যদি ১ নম্বরও পিছিয়ে যান, তাহলে আপনার পছন্দের ক্যাডার বা যেকোন ক্যাডারপ্রাপ্তি নাও হতে পারে। One small step can make a big difference.

বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি কৌশল
বিষয়ঃ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি- ১০০ নম্বর

দরকারী বইপত্রঃ

ক) বিগত পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নপত্র

খ) লিখিত পরীক্ষার ২টি গাইড বই

গ) 'ডেইলী স্টার' ও 'প্রথম আলো' পত্রিকা

ঘ) ইন্টারনেট সংযোগসহ ১টি স্মার্ট ফোন/কম্পিউটার

ঙ) এন্ড্রয়েড এপসঃ International Relations by Daniel Rust

সিলেবাস এনালাইসিসঃ

মানবন্টনঃ

১. Short Conceptual notes: 10 out of 12;	10 x 4=40
২. Analytical Questions: 3 out of 4 questions;	3 x15=45
৩. Problem - sloving questions;	1x15=15

■ এখানে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে-আপনার সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হবে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও টীকা আত্মস্ত করতে ।

এনালিটিক্যাল প্রশ্ন ২ বারের বেশি পড়ার দরকার নেই । তাছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে ভালো দক্ষতা থাকলে এই অংশটি বানিয়ে লিখতে পারবেন ।

■ সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্নঃ ৫-৬টি গুরুত্বপূর্ণ নমুনা প্রশ্ন পড়লেই হবে । এই ধরণের প্রশ্নোত্তর পড়ার জন্য অধিক সময় বরাদ্দ করা মোটেই উচিত হবে না ।

যেভাবে পড়বেনঃ

এই বিষয়টিতে ভালো করতে ৬টি পরামর্শঃ

ক) বিগত বছরের প্রশ্নপত্র স্টাডি করে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও টীকার জন্য সিলেবাসের চ্যাপ্টার ভিত্তিক ১টি সাজেশন্স তৈরি করে ফেলুন । এবার চ্যাপ্টারভিত্তিক দুটি গাইড বই খুলে পাশাপাশি রাখুন । দেখুন কোন বইটিতে কোন প্রশ্নটির উত্তর মান সম্মত । সাজেশন্স-এ উক্ত প্রশ্নের পাশে সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় নোট লিখে রাখুন ।

খ) বিষয় ভিত্তিক তথ্য উপাত্তের 'ফ্লাশকার্ড', চার্ট করে পড়তে পারেন। সংজ্ঞাগুলো বারবার খাতায় লিখুন। মনে রাখবেন আন্তর্জাতিক বিষয়ে ভালো করতে চাইলে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরে আপনার ৭০ শতাংশ সময় বরাদ্দ রাখতে হবে।

গ) এনালিটিক্যাল প্রশ্নের জন্যও একটি সাজেশন্স তৈরী করুন। দুটি গাইড বইয়ের যেটিতে যে প্রশ্নের উত্তরটি ভালো করে দেওয়া আছে সাজেশন্স এ উক্ত প্রশ্নের পাশে নোট লিখে রাখুন। সব ঔষধ কোম্পানী যেমন সব ঔষধ ভালো করে না, সব লেখকও সব টপিকের উপর ভালো লিখে না। আমি রিটেনের জন্য ৩ সেট বই কিনেছিলাম। আর অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর উত্তরকে "Key Words, Key Features, Key Information দিয়ে ছোট করে বুলেট পয়েন্ট আকারে ডায়েরিতে লিখে রাখতে পারেন। রিভিশন দেওয়ার সময় কম সময় ব্যয় হবে।

ঘ) প্রশ্নোত্তরে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত, চার্ট, গ্রাফ দিয়ে সমৃদ্ধ উত্তর লিখতে হবে। বিসিএস লিখিত পরীক্ষা শুধু পাশ করার পরীক্ষা নয়, বরং অন্যদের চেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে পাশ করার পরীক্ষা। সমৃদ্ধ, কম্প্যাক্ট উত্তর লিখুন অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকুন।

ঙ) প্রায়োরিটি ভিত্তিক টপিক সিলেক্ট করে পড়ুন। এতে দ্রুত প্রস্তুতি নেওয়া ও বেশি নম্বর পাওয়া উভয়টিই সহজ হবে।

Section-A থেকে যে সকল Conceptual Issues গুলো আগে পড়বেন ও বেশি বেশি পড়বেনঃ Actors in the World, Major Ideas and Ideologies, Foreign Policy and Diplomacy.

আমার মতে সিলেবাসের ৩টি সেকশন এর মধ্যে নম্বর প্রাপ্তির জন্য Section-A আগে পড়তে হবে। বিশেষ করে Section-A থেকে যেহেতু ৪০ নম্বরের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকবে এটি বেশি বেশি পড়ার বিকল্প নেই।

চ) ডেইলি স্টার ও প্রথম আলোতে মাঝে-মাঝে এমন কিছু এডিটোরিয়াল থাকে যার বিষয়বস্তু আপনার সিলেবাসের কোন নির্দিষ্ট টপিকের সাথে মিলে যায়। উক্ত মিলে যাওয়া নিবন্ধগুলো ভালো করে পড়ুন। ডায়েরিতে নোট নিন পত্রিকার উক্ত আর্টিক্যালগুলো কেটে একটি ফাইলে সংরক্ষণ করতে পারেন। এই প্রক্রিয়াটি প্রিলিমিনারি পরীক্ষার আগেই শুরু করতে হবে। শর্টকাটে প্রস্তুতি নিতে চাইলে পত্রিকা পাঠে খুব বেশি সময় দেওয়ার দরকার নেই।

বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি কৌশল

বিষয়ঃ গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতাঃ ১০০ নম্বর

■ গাণিতিক যুক্তিঃ ৫০ নম্বর, সময়ঃ ২ ঘন্টা

বইপত্র সংগ্রহঃ

ক) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ব্যাংক।

খ) ৮ম ও ৯ম-১০ম শ্রেণির সাধারণ গণিত (বোর্ড বই)

গ) ৯ম-১০ম শ্রেণির বোর্ড বই এর সমাধান (আদিল প্রকাশনী)

ঘ) ৯ম-১০ম শ্রেণির উচ্চতর গণিত সমাধান

ঙ) ওরাকল ম্যাথ রিটেন গাইড।

সিলেবাস ও প্রশ্নপত্র এনালাইসিসঃ

- গাণিতিক যুক্তি সিলেবাসে ১২টি চ্যাপ্টার অন্তর্ভুক্ত। এই ১২টি চ্যাপ্টার এর প্রতিটি থেকে ১টি করে মোট ১২টি গাণিতিক সমস্যা দেওয়া থাকবে। আপনাকে যেকোন ১০টি সমস্যার সমাধান করতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান-৫।
- সিলেবাসে উচ্চতর গণিত থেকে কিছু চ্যাপ্টার দেওয়া আছে। তার মানে মাধ্যমিকে আপনি উচ্চতর গণিত বিষয়টা না পড়ে থাকলেও এখন পড়তে হবে।
- গণিতে যারা ভালো তাদের অন্যদের থেকে এগিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ। কিন্তু, গণিতে দুর্বল পরীক্ষার্থীরাও চাইলে প্রতিদিন এক দেড় ঘন্টা গণিত চর্চা করলে ৫০ নম্বরের মধ্যে ৪০ পাওয়া খুবই সম্ভব।

- ১০টি সমস্যার সমাধান করতে হবে ১২০ মিনিটে। অর্থাৎ সিস্টেম লস ও প্রশ্নপত্র পাঠে বরাদ্দকৃত সময় বাদ দিয়ে প্রতিটি সমস্যা সমাধানের জন্য পাচ্ছেন ৯-১০ মিনিট। তাই আপনাকে খুব দ্রুত অংক কষতে জানতে হবে।

যেভাবে প্রস্তুতি নেবেনঃ

- প্রথমেই বিগত পরীক্ষাগুলোর প্রশ্নপত্র স্টাডি করতে হবে। যে চ্যাপ্টারগুলোতে আপনি দক্ষ তা সনাক্ত করে প্লান বুকে লিখে রাখতে হবে।
- আপনার দক্ষতা ও চ্যাপ্টারের গুরুত্বানুসারে চ্যাপ্টারগুলোর ০১টি প্রায়োরিটি লিস্ট তৈরি করে নিন।
- কোন নির্দিষ্ট চ্যাপ্টারে আপনি বেশি দুর্বল হলে ঐ চ্যাপ্টার থেকে শুধুমাত্র কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যা বিগত বছরগুলোতে এসেছে সেগুলো চর্চা করুন। ঐ চ্যাপ্টারগুলো খুব বেশি কঠিন ও আত্মস্থ করা সময় সাপেক্ষ হলে তা বাদ দিন। বিসিএস পরীক্ষা সর্বভূকের মতো সব খাওয়ার পরীক্ষা নয়!
- গণিতে দুর্বল হলে গণিত ভালো বুঝেন এমন কোন বন্ধু/বড় ভাই এর কাছে নিয়মিত প্রাইভেট পড়ুন। ফ্রিতে পড়তে যাবেন না। ফ্রি জিনিস ভালো ফল দেয় না।
- জব সল্যুশন থেকে অন্তত: ২০ সেট মডেল টেস্ট দিন। গণিতে এক্সপার্ট কোন বন্ধু/বড় ভাই/ শিক্ষককে দিয়ে দুর্বল জায়গা সনাক্ত করে মানোন্নয়নের চেষ্টা করুন।
- প্রতিটি গাণিতিক সমস্যা ৮-৯ মিনিটে সমাধান করার দক্ষতা অর্জন করুন। যেহেতু ১০টি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে হবে, তাই দ্রুত অংক কষার বিকল্প নেই।
- ৮ম শ্রেণির সাধারণ গণিত বোর্ড বই, ৯ম-১০ম শ্রেণীর 'সাধারণ গণিত' বোর্ড বই ও 'উচ্চতর গণিত' বোর্ড বই সর্বাগ্রে সমাধান করুন। প্রশ্ন ব্যাংক দেখে চ্যাপ্টার ভিত্তিক যে ধরনের প্রশ্ন বেশি সংখ্যক বার এসেছে-সেগুলোতে বেশি জোর দিন।

- পরীক্ষার আগে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো (যেগুলোতে আপনি একটু দুর্বল) রিভিশন দিন। আমার দেখানো প্রক্রিয়ায় চর্চা করলে আশা করি গণিত নিয়ে টেনশন কেটে যাবে।

বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি কৌশল
মানসিক দক্ষতাঃ ৫০ নম্বর; সময়ঃ ১ ঘন্টা

বইপত্র সংগ্রহঃ

১। Test Your Intelligence: ISSB & Psychology

Published by: Dogar Brothers

২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইভনিং এমবিএ (EMBA) ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ব্যাংক।

৩। ভালো প্রকাশনীর বিসিএস পরীক্ষার মানসিক দক্ষতার উপর রিটেন পরীক্ষার ১টি গাইড বই।

৪। বিগত বছরের প্রশ্ন ব্যাংক।

সিলেবাস এনালাইসিসঃ

ক) লিখিত পরীক্ষার জন্য মানসিক দক্ষতার যে ৬টি টপিক দেওয়া আছে ঠিক একই টপিকগুলো দেওয়া আছে প্রিলিমিনারি সিলেবাসেও। তাই প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য যেভাবে প্রস্তুতি নিতে বলেছি, ঠিক একইভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে লিখিত পরীক্ষার জন্যও।

খ) লিখিত পরীক্ষা হলেও মানসিক দক্ষতা বিষয়টির উপর ও প্রিলিমিনারির মতোই MCQ প্রশ্ন থাকবে। তাই গণিতে যারা দুর্বল, তারা মানসিক দক্ষতায় বেশি নম্বর স্কোর করে এগিয়ে থাকতে পারেন। সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।

গ) সমস্যার ধরণ ও সমাধান প্রক্রিয়া আত্মস্ত করে বেশি বেশি মডেল টেস্ট দিতে হবে।

যেভাবে পড়বেনঃ

মানসিক দক্ষতা অংশের প্রশ্নগুলো খুব কনফিউজিং হয়ে থাকে। তাই আপনাকে হতে হবে যথেষ্ট কৌশলী ও সতর্ক।

প্রশ্নের ধরনের সাথে আগে থেকে ভালোভাবে পরিচিত না হলে পরীক্ষার হলে ভড়কে যেতে পারেন। তাই সবার আগে জানতে হবে আপনার সিলেবাসের টপিকগুলো কী কী। তারপরে বিগত বছরের প্রশ্নগুলো নিয়ে বসুন। প্রশ্ন সমাধান করতে গেলে দেখবেন কিছুই মিলছে না। রবি ঠাকুর থেকে ধার নিয়ে বলতে হয়-সহজ চিন্তা যায় না করা সহজে!

এই অংশে ভালো করতে চাইলে আপনাকে Facebook ছেড়ে Google এর কাছে যেতে হবে। অনলাইনে প্র্যাকটিস করার জন্য প্রচুর Contents আছে। ভালো ২-৩ টা ওয়েবসাইট থেকে Verbal Reasoning, Problem Solving, Spelling and Language, Mechanical Reasoning, Space Relation, Numerical Ability এই টপিকগুলোতে ভালো করার কৌশল রপ্ত করুন। কয়েকটি নামকরা ওয়েব সাইট এর URL নিম্নে দেওয়া হলো:

Indibix.com, verbalreasoningtest.org, wikjob.co.uk

তারপর নিম্নের Apps গুলো Google Play-Store থেকে ডাউনলোড করে টপিকগুলো চর্চা করুন:

- Pocket Verbal Ability (Sindu Rajon)
- IQ and Aptitude Test Practice (Langis)
- Logical, mumerical, and spatial test App
- Aptitude Test Preparation (Placecom-Interview Prep)
- Aptitude, Logical Reasoning & Verbal Ability App
- Logical Reasoning Test by Nithra

এই বিষয়গুলোর উপর অনেক লেকচার অনলাইনে পাওয়া যায়।

বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি কৌশল
বিষয়ঃ সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি- ১০০ নম্বর
(সাধারণ ক্যাডারের জন্য)

বইপত্র সংগ্রহঃ

ক) ৯ম-১০ম শ্রেণির সাধারণ বিজ্ঞান বোর্ড বই ।

খ) ৯ম-১০ম শ্রেণির পদার্থ বিজ্ঞান ১ম ও ২য়পত্র, রসায়ন বিজ্ঞান ১ম ও ২য়পত্র, জীব বিজ্ঞান (১ম ২য়পত্র) টেক্সট বুক ।

গ) ১১শ-১২শ শ্রেণির পদার্থ, রসায়ন (১ম ও ২য়পত্র)

ঘ) ১১শ-১২শ শ্রেণির কম্পিউটার শিক্ষা (১ম ও ২য়পত্র)

ঙ) বিসিএস রিটেন পরীক্ষার গাইড বই (দুইটি ভিন্ন প্রকাশনীর ২ সেট)

চ) বিগত বছরের প্রশ্ন ব্যাংক

ছ) উচ্চ মাধ্যমিক তথ্য ও প্রযুক্তি- প্রকৌশলী মুজিবুর রহমান

জ) ICT Book (Class-XI-XII)-পাঞ্জেরী প্রকাশনী

সিলেবাস এনালাইসিসঃ

ক) লিখিত পরীক্ষার অন্যতম বিস্তৃত সিলেবাস হচ্ছে- 'সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' বিষয়ের সিলেবাস। বিষয়টিতে ১৫টি টপিকের উপর প্রায় তিন শতাধিক সাব-টপিক আছে।

খ) পরীক্ষায় প্রশ্ন কমন পড়বে। কিন্তু, এতগুলো টপিক আয়ত্ত্ব করতে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হবে।

গ) বিগত বছরগুলোর প্রশ্নপত্র থেকে দেখা যায় যে, ৩ ঘন্টায় প্রায় ৫০-৬০টি ছোট বড় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

তাই প্লান করে সময় ধরে আগে থেকেই বাসায় পরীক্ষা না দিলে পরীক্ষার হলে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা শেষ করা কষ্টসাধ্য হবে।

ঘ) সাম্প্রতিক পরীক্ষাগুলোর প্রশ্নপত্র দেখলে দেখা যায় যে, এসএসসি পরীক্ষার মতো সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র তৈরি হয়। সৃজনশীল পরীক্ষায় ১টি ছোট গল্প দিয়ে তা থেকে জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন করা হয়। তাই আগে থেকে মডেল টেস্ট দিয়ে দিয়ে অভ্যস্ত না হলে এ ধরনের প্রশ্নোত্তর লেখার সময় বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি হতে পারে।

যেভাবে পড়বেনঃ

প্রথমতঃ বিগত লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও গাইড বইয়ের সাজেশন্সের আলোকে নিজস্ব একটি সাজেশন্স তৈরি করে ফেলুন ।

দ্বিতীয়তঃ সাধারণ বিজ্ঞান (৬০ নম্বর) অংশটি ৯ম-১০ম শ্রেণির সাধারণ বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থ ও জীব বিজ্ঞান বই থেকেই পড়ুন । সবচেয়ে ভালো হয়, দুইটা গাইড বই থেকে পড়া ও গাইড বইয়ের প্রশ্নোত্তরগুলোর সঠিকতা ৯ম-১০ম শ্রেণির সাধারণ বিজ্ঞান, পদার্থ, রসায়ন ও জীব বিজ্ঞান বই থেকে মিলিয়ে নেয়া ।

ব্যস্ত পরীক্ষার্থী বা চাকুরিজীবী পরীক্ষার্থী হলে অথবা প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলে, শুধুমাত্র দুই সেট রিটেনের গাইড বই কিনে পড়ুন ।

তৃতীয়তঃ 'কম্পিউটার এবং তথ্য প্রযুক্তি (২৫ নম্বর)' অংশটি প্রকৌশলী মুজিবর রহমানের লেখা উচ্চ মাধ্যমিকের কম্পিউটার টেক্সট বুক ও রিটেনের গাইড বই মিলিয়ে পড়ুন । প্রিলিমিনারি অংশে দেওয়া সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য প্রস্তুতি APPs, ICT Book (XI-XII) by Panjeree Publications এর সহায়তা নিতে পারেন ।

ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক টেকনোলজিঃ (১৫ নম্বর)

পার্ট-৩ অংশটি মাধ্যমিক শ্রেণির পদার্থ বিজ্ঞান (১ম ও ২য়পত্র) টেক্সট বুক ও গাইড বই মিলিয়ে পড়ুন ।

বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রযোজ্য স্থানে চিহ্নিত চিত্র দিলে বেশি নম্বর পাওয়া যাবে । তাই প্রচুর চর্চার বিকল্প নেই ।

এই অংশটি 'সাধারণ ক্যাডার প্রার্থীদের জন্য এগিয়ে যাওয়ার জায়গা । এখানে গোজামিল দিলে বা বানিয়ে লিখে সুবিধা করা যাবে না । তাই সাধারণ ক্যাডারে আপনার ভালো কোন ক্যাডার প্রাপ্তি আপনার কৌশলী চর্চা ও প্রচুর শ্রমের উপর নির্ভর করবে । শুধুমাত্র সাধারণ ক্যাডারে যাওয়া যাদের লক্ষ্য তাদের জন্য বলছি, এই অংশটিতে প্রচুর শ্রম দিন । বাসায় ঘড়ি ধরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মডেল টেস্ট দিন । ৩ ঘন্টা সময়ের মধ্যে সবগুলো প্রশ্নোত্তর দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করুন । হাতের লেখা স্লো হলে প্রচুর লিখুন । হাতের লেখা স্লো বলে কোন প্রশ্ন যদি ছেড়ে আসতেই হয়, তবে বড় প্রশ্ন ছাড়ুন । সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নয় ।

অধ্যায়-৪

বিসিএস ভাইভা প্রস্তুতি কৌশল

বি.সি.এস ভাইভা- ২০০ নম্বর (পাশ নম্বর ৫০%)

BCS VIVA-Voce

১. **প্রাক-ভাইভা প্রস্তুতিঃ**

ক) প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের চেকলিস্ট

খ) ভাইভার ড্রেসকোড (Dress Code)

গ) ভাইভাতে যেসব বেসিক প্রশ্ন হয়ে থাকে এবং যেভাবে সেগুলো মোকাবেলা করতে হবে ।

ঘ) ভাইভাবোর্ডে অদ্ভুত/বিব্রতকর পরিস্থিতি যেভাবে মোকাবেলা করবেন

ঙ) ভাইভা বোর্ডে ভাষা নির্বাচনে সতর্কতা

চ) ভাইভার জন্য শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি যেভাবে নেবেন

২. **ভাইভা বোর্ড মোকাবেলাঃ**

ক) ভাইভা বোর্ডে আপনার যে বিষয়গুলো যাচাই করা হবে

খ) ভাইভা বোর্ড যেরূপ হবে ।

গ) ভাইভা বোর্ডে যেভাবে প্রবেশ ও আসন গ্রহণ করবেন ।

ঘ) ভাইভা বোর্ডে প্রবেশের ৪০মিনিট পূর্বে যা যা করবেন ।

ঙ) ভাইভা বোর্ডের প্রতিকূল পরিবেশ যেভাবে নিজের অনুকূলে আনবেন ।

চ) যেভাবে বোর্ড সদস্যদেরকে ধন্যবাদ জানাবেন ও রুম থেকে বের হয়ে আসবেন ।

১. প্রাক-ভাইভা প্রস্তুতিঃ

ক) **প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের চেকলিস্টঃ (৩৭তম বিসিএস এর মৌখিক পরীক্ষার সাক্ষাৎকারপত্র অনুসারে) ।**

১. ৩৭তম বিসিএস পরীক্ষা-২০১৬ এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থী .....

রেজিস্ট্রেশন নং .....কে নিম্নে উল্লেখিত তারিখ, সময় ও স্থানে মৌখিক পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হতে অনুরোধ করা যাচ্ছে ।

তারিখ: ..... খ্রি: সময়: সকাল ১০.০০ টা । স্থান: বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ ।

২. এই সাক্ষাৎকারপত্রটি এবং ৩৭তম বিসিএস এর প্রিলিমিনারি টেস্টের জন্য অনলাইনে প্রাপ্ত ফটো সংবলিত প্রবেশপত্র মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে অবশ্যই প্রদর্শন করতে হবে ।

৩. নিম্নলিখিত কাগজপত্র মৌখিক পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ের অন্তত আধা ঘন্টা (৩০ মিনিট) পূর্বে কমিশনের সংশ্লিষ্ট মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে অবশ্যই দাখিল করতে হবে অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না ।

ক. বয়স প্রমাণের জন্য এসএসসি/সমমান পরীক্ষার মূল অথবা সাময়িক সার্টিফিকেটের মূলকপি এবং এর একটি সত্যায়িত কপি । 'ও' এবং 'এ' লেভেল শিক্ষার্থীদের জন্ম তারিখ সংবলিত দালিলিক প্রমাণের মূলকপি এবং এর একটি সত্যায়িত ফটোকপি ।

খ) বর্তমানে কোনো সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/স্থানীয় সরকার সংস্থার চাকরিতে নিযুক্ত থাকলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হতে প্রাপ্ত ছাড়পত্রের মূলকপি এবং একটি সত্যায়িত কপি (Clearance Certificate) যার ফরমেট ৩৭তম বিসিএস এর মূল আবেদনপত্রের (বিপিএসসি ফরম-২) সাথে ওয়েবসাইট হতে প্রার্থীগণ ডাউনলোড করে সংগ্রহ করেছেন ।

গ) কোনো প্রার্থী আবেদনপত্র (বিপিএসসি ফরম-২) জমাদানের পর মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে কোনো সরকারি/স্বায়ত্ত শাসিত/আধা শাসিত/স্থানীয় সরকার সংস্থায় চাকরিতে যোগদান করলে বা চাকরি থেকে ইস্তফা দান করলে বা চাকরি থেকে অপসারিত হলে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে প্রার্থীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র/গৃহীত ইস্তফাপত্র/অপসারণ আদেশের মূলকপি ও সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে ।

ঘ) শিক্ষা বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল/সাময়িক সার্টিফিকেট এর মূলকপি এবং সত্যায়িত ফটোকপি । বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল/সাময়িক সার্টিফিকেট পরিবর্তে মার্কশীট বা অন্য কোনো সার্টিফিকেট বা প্রশংসাপত্র গ্রহণযোগ্য নয় ।

ঙ) বিদেশ থেকে অর্জিত ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের ১খ. অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ইকুইভ্যালেন্স কমিটি/শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ইকুইভ্যালেন্স সনদের মূল এবং সত্যায়িত কপি ।

চ) যে সকল প্রার্থী অবতীর্ণ (Appeared) প্রার্থী হিসেবে শর্তসাপেক্ষে আবেদন করেছেন তাদের ক্ষেত্রে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সকল লিখিত পরীক্ষা ৩৭তম বিসিএস পরীক্ষার আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখের মধ্যে (০২.০৫.২০১৬) সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় চেয়ারম্যান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ সংবলিত মূল প্রত্যয়নপত্র এবং এর সত্যায়িত ফটোকপি ।

ছ) ৪ বছর মেয়াদে স্নাতক/স্নাতক সম্মান ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের জমাকৃত সনদে/ টেস্টিমোনিয়াল এ যদি ৪ বছর মেয়াদে কোর্স উল্লেখ না থাকে তবে অর্জিত ডিগ্রি ৪ বছর মেয়াদে মর্মে বিভাগীয় প্রধান/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/রেজিস্টার কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের মূলকপি এবং এর একটি সত্যায়িত ফটোকপি ।

জ) মুক্তিযোদ্ধা/শহীদমুক্তিযোদ্ধার পুত্র কন্যা/পুত্র কন্যাদের পুত্র কন্যা প্রার্থীদের জন্য পিতা/মাতা/ পিতামহ/ পিতামহী/মাতাসহ/মাতামহীর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রমাণস্বরূপ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২৬.২.২০০২ তারিখের মু:বি:মন্ত্র:/সনদ-১/প্র:১/২০০২/০২ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত মুক্তিযোদ্ধা সনদের মূলকপি এবং এর ২টি সত্যায়িত ফটোকপি অথবা ১৯৯৭-২০০১ সাল পর্যন্ত তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক ইস্যুকৃত মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্রের মূলকপি এবং এর ২টি সত্যায়িত ফটোকপি ।

ঝ) মুক্তিযোদ্ধা সনদের ২টি সত্যায়িত কপির সাথে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মুক্তিযোদ্ধা সনদধারীর জন্ম তারিখ সংবলিত এসএসসি/ সমমানের সনদের সত্যায়িত ফটোকপি, এসএসসি পাস না হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সার্টিফিকেট/ বয়স প্রমাণের দালিলিক প্রমাণের কপি এবং মুক্তি বার্তা/ গেজেটের নম্বর সংবলিত ২টি করে সত্যায়িত কপি । মুক্তিযোদ্ধা সনদ ২টির উপর প্রার্থীর বয়স, রেজিস্ট্রেশন নম্বর,

মুক্তিযোদ্ধা সনদধারীর পিতা/মাতা/ পিতামহ/পিতামহী/ মাতামহ/ মাতামহীর জন্মতারিখ এবং মুক্তিবার্তা/ গেজেটের নম্বর নির্ভুল এবং স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে।

ঞ) এমবিবিএস/বিডিএস ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বিএমডিসি কর্তৃক প্রদত্ত মূল রেজিস্ট্রেশন সনদ এবং ডিভিএম ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে ভেটেরিনারি কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত মূল রেজিস্ট্রেশন সনদের মূলকপি এবং এর একটি সত্যায়িত ফটোকপি। আবেদনপত্রে উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানার সাথে বিএমডিসি/ভেটেরিনারী কাউন্সিল এর সনদে উল্লিখিত ঠিকানায় পরিবর্তন হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার চেয়ারম্যান, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনার, নোটারি পাবলিক অথবা প্রথম শ্রেণির (গ্রেড-৮ এবং গ্রেড-৯) সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত মূল সনদ এবং একটি সত্যায়িত কপি মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে উপস্থাপন করতে হবে।

ট) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ভূক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের দাবির যথার্থতা প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত মূল সার্টিফিকেট এবং এর একটি সত্যায়িত ফটোকপি। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদ গ্রহণযোগ্য নয়।

ঠ) প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারের ১২.০১.২০১২ তারিখের ০৫.০০.০০০০. ১৭০.০৭. ০৫৭. ১১-১৫ নং সার্কুলার অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবন্ধী পরিচয়পত্রের মূলকপি এবং এর একটি সত্যায়িত ফটোকপি এবং সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র।

ড) প্রাক্ চাকরি বৃত্তান্ত যাচাই ফরম (পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম) কমিশনের www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে ফরম এর সকল তথ্য পুরণ করে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ ফরম-এর তিন কপি মৌখিক পরীক্ষার দিন সংশ্লিষ্ট বোর্ডে দাখিল করতে হবে।

ঢ) প্রার্থী মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যাদের পুত্র কন্যা হলে সে মর্মে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও পৌরসভার মেয়র/কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটের মূলকপি এবং সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

ণ) মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা, পুত্র-কন্যাদের পুত্র-কন্যা হিসেবে আবেদকারী প্রার্থীদের পিতা/মাতা/ পিতামহ/ পিতামহী/ মাতামহ/মাতামহীর মুক্তিযোদ্ধা সনদে উল্লিখিত ঠিকানা আবেদনপত্রে বিপিএসসি ফরম-২উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানা হতে ভিন্ন হলে পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানার সপক্ষে উভয় সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ ওয়ার্ড কমিশনার/ পৌর চেয়ারম্যান/ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ নোটারি পাবলিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয়নপত্রের মূলকপি এবং সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

ত) ৩৭তম বিসিএস পরীক্ষা-২০১৬ এর বিজ্ঞাপনের ৩০নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রার্থীর ওজন ও উচ্চতা বিষয়ে সিভিল সার্জন/রেজিস্টার্ড এমবিবিএস ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের মূল এবং সত্যায়িত কপি।

থ) অনলাইনে বাংলায় পুরণকৃত ও স্বাক্ষরিত BPSC Form-3 এর ২টি কপি।

৪। PSC Form-১ এর তথ্য সংবলিত Applicant's copy ৩টি।

৫। প্রার্থীকে কমিশনের www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে ৩৭তম বিসিএস-এর জন্য নির্ধারিত একটি 'বিপিএসসি ফরম-২' ডাউনলোড করে উক্ত ফরম-২ এর সকল কলাম/অনুচ্ছেদ ইত:পূর্বে কমিশনে জমাকৃত 'বিপিএসসি ফরম-২'তে প্রদত্ত অভিন্ন তথ্য দিয়ে যথাযথভবে পুরণ করে এই সাক্ষাৎকারপত্রের ৩ (ক) থেকে (ণ) নং উপানুচ্ছেদে উল্লেখিত কাগজপত্রের সত্যায়িত কপি, প্রার্থীর তথ্য, ছবি ও স্বাক্ষর সংবলিত Applicant's copy এবং পুরণকৃত প্রাক চাকরি বৃত্তান্ত ফরম এর কপিসহ বিপিএসসি ফরম-২ এর একটি অতিরিক্ত সেট মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

৬। মুক্তিযোদ্ধা/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/প্রতিবন্ধী প্রার্থী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্রের মূলকপি সর্বশেষ মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে মুক্তিযোদ্ধা/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/প্রতিবন্ধী কোটার প্রার্থিতা বাতিল হবে। তবে বয়স সাধারণ প্রার্থীদের নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকলে চাকরির অন্যান্য শর্তাবলী পুরণ সাপেক্ষে আবেদনকারী একজন সাধারণ প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

৭। লক্ষ্য করুণঃ ৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল কাগজপত্রসহ পুরণকৃত 'বিপিএসসি ফরম-২' এবং প্রতিটি সার্টিফিকেট-এর মূলকপির সাথে একটি করে সত্যায়িত ফটোকপি আনতে বলা হয়েছে, পুরণকৃত ফরম-২ এবং ফটোকপিসমূহ কমিশনের নথিতে রাখা হবে। অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং ছাড়পত্র সাথে আনতে হবে। রওয়ানা দেবার আগে কাগজপত্র সতর্কতার সাথে চেক করে নিবেন। উল্লেখ্য, সত্যায়িত ফটোকপিসমূহ একটি আলাদা সেট করে প্রত্যেক সেটের উপরে প্রার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে জমা দিতে হবে।

৮। কমিশনের মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে উপস্থিত হওয়ার জন্য কোনো প্রকার ভ্রমণভাতা বা অন্য কোনো ভাতা প্রদান করা হবে না।

৯। মৌখিক পরীক্ষার দিন কমিশন চত্বরে (ক্যান্টিনসহ) প্রার্থীর জন্য মোবাইল ফোন ও কোনো প্রকার যোগাযোগ যন্ত্র সহ প্রবেশ এবং ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

১০। প্রার্থী কর্তৃক কমিশন চত্বরে (ক্যান্টিনসহ) কমিশনের কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা বা আলাপচারিতায় মিলিত হওয়া নিষিদ্ধ।

১১। মৌখিক পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখ পরিবর্তন করা হবে না।

প্রাক-ভাইভা প্রস্তুতি কৌশল

খ) ভাইভা পরীক্ষার জন্য ড্রেস-কোডঃ

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট অফিসিয়াল ড্রেস কোড নেই। তবে প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মচারী এমন কোন কিছুই পরিধান করতে পারবেনা, যা একজন ভদ্রলোকের জন্য মানানসই নয়। অধুনা প্রযুক্তি ভিত্তিক কোম্পানিগুলোতে ভাইভা বোর্ডে প্রার্থীর পোশাকে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। যেখানে একজন কর্মকর্তাকে স্যুটেড বুটেড হয়ে উপস্থিত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। গতানুগতিক একজন কর্মীর কর্ম দক্ষতাটাই আসল। আমি একটি টেলিফোন কোম্পানীতে কিছুদিন চাকুরি করেছি। সেখানে সপ্তাহে ১দিন যার যার পছন্দের ক্যাজুয়াল ড্রেস পরিধান করার নিয়ম ছিল। টেকনোলজি-বেজ্ড কোম্পানীগুলোতে অনেক চাকুরী প্রার্থীই ভাইভাবোর্ডে টি-শার্ট- জিন্সের প্যান্ট পরিধান করে চলে আসেন। দক্ষ টেকিদের ঐ পোশাকেই নির্বাচিত হতে দেখেছি।

তবুও সারা বিশ্বেই সরকারি চাকুরিজীবীদের কাপড় চোপড় পরিধান করার কিছু প্রচলিত নিয়ম আছে। যেমন-

ছেলেদের জন্যঃ

ক) শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে ফর্মাল পেন্টের সাথে ফুলহাতা শার্ট।

খ) পেন্ট-শার্টের কালারের সাথে যায় এমন কালারের জুতো।

গ) শীতকালে ফুলহাতা শার্টের উপর মার্জিত কালার এবং ডিজাইনের ব্লেজার বা স্যুয়েটার পড়তে পারেন।

ঘ) Closed Collar অর্থাৎ 'টাই' পরিধান করা এমন কোন আহামরি স্মার্টনেস নয়। আগে থেকেই অভ্যস্ত থাকলে পড়তে পারেন, না থাকলে দরকার নেই। হঠাৎ করে 'টাই' পড়লে আপনি অস্বস্তিবোধ করবেন। সারাক্ষণ ওটাতে আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে এই ব্যাপারটাই মাথায় আসবে। পোশাকে স্বাচ্ছন্দ বোধ করা ভাইভা বোর্ডে আপনার জন্য এবং বোর্ড সদস্যদের জন্যও প্রীতিকর হবে।

ঙ) লাল-হলুদ বা ক্যাট-ক্যাটে বা চোখে অস্বস্তি লাগে এমন কালারের কাপড় পরিধান করা এড়িয়ে চলুন।

চ) সর্বজনীন ভালো লাগারমতো রংগুলো হচ্ছে কালো, সাদা, স্কাই-ব্লু, অফ-হোয়াইট ।

ছ) কড়া গন্ধের সেন্ট বা আতর ব্যবহার করে বোর্ডে যাবেন না ।

ছেলেদের দাঁড়ি-গোফ ও চশমার ব্যাপরে দু-চার কথাঃ

আমার জানা মতে, ধর্মীয় কারণে দাঁড়ি রাখায় ভাইভা বোর্ডে কোন সমস্যা হয় না । দাঁড়ি রাখলে পেন্ট-শার্ট পড়তে পারেন আবার পায়জামা-পাঞ্জাবিও পরতে পারেন । আমি অনেককেই দেখেছি এতে কোন সমস্যা হয়নি । দিব্বি ভাইভা পরীক্ষা পাশ করে এখন চাকুরি করছেন ।

কোন ফ্যাশনেবল দাঁড়ি-গোফ, চিপ নিয়ে ভাইভা পরীক্ষা মোকাবেলা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় ।

চুল অত লম্বা না রাখাই ভালো । আবার মিলিটারী কাট দিয়েও ভাইভা বোর্ডে উপস্থিত হওয়ার দরকার নেই । বোর্ডে প্রবেশ করার কয়েক মিনিট আগে আপনার মাথার চুল একবার ঠিক করে নিন ।

যারা দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি বা অন্য কারণে চশমা পড়ে থাকেন তারা ভাইভা বোর্ডে চশমা পড়ে উপস্থিত হতে পারেন । সামান্য সমস্যা বা সৌখিন পড়ুয়াদের বোর্ডে চশমা পরে উপস্থিত হওয়ার দরকার নেই ।

মেয়েদের পোশাক

মেয়েদের পোশাকের ক্ষেত্রে মার্জিত বাঙালি মেয়েদের পোশাকই নির্বাচন করা বুদ্ধিমানের কাজ । এ ক্ষেত্রে মার্জিত রংয়ের সালোয়ার, কামিজ এবং জামা পড়লেই ভালো হয় । শাড়িতে অভ্যস্ত না থাকলে হঠাৎ করে শাড়ি পড়ে গেলে অস্বস্তি লাগবে । বোরকা পড়ার অভ্যাস থাকলে কালো রংয়ের বোরকাই ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য প্রকাশ করে । ভাইভা বোর্ডে যেহেতু আপনার পরিচিতি নিশ্চিত করা হবে,তাই মুখে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা পরিচিতি নিশ্চায়নের পথে অন্তরায় । হিজাব পড়ায় অভ্যস্ত হলে ভাইভা বোর্ডে এতে সমস্যার কিছু নেই । শুধু মার্জিত রংয়ের দিকটা খেয়াল রাখবেন ।

গ) ভাইভাতে যেসব বেসিক প্রশ্ন হয়ে থাকে এবং সেগুলোর মোকাবেলা করতে হবে।

ভাইভাবোর্ডে ঠিক কোন প্রশ্নগুলো আপনাকে জিজ্ঞেস করবে তা আগে থেকেই বলে দেওয়া মুশকিল। আসলে আপনি কতগুলো প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন সেটা মুখ্য বিষয় নয় বরং কীভাবে উত্তরগুলো উপস্থাপন করলেন সেটাই মুখ্য।

'It is not what you say, it's how you say it- because personality always wins the day'.

তবুও আপনি যখন একটু ক্রিটিক্যাল প্রশ্নের উত্তর না পারবেন তখন আপনাকে কিছু বেসিক প্রশ্ন করে বোর্ডের সদস্যরা আপনাকে উদ্ধার করতে চাইবে। বিভিন্ন সফল বিসিএস পরীক্ষার্থীর সাথে কথা বলে, নিজের বিভিন্ন চাকরির জন্য মোকাবেলা করা সকল ভাইভার অভিজ্ঞতা থেকে এবং ইন্টারনেট ঘেটে যে মৌলিক প্রশ্নগুলো পেলাম তা নিম্নে লিপিবদ্ধ করছি। মনে রাখবেন, এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর গতানুগতিক উত্তর দিলে হবে না। এগুলোর উত্তর হতে হবে মন থেকে কাস্টমাইজড করা অর্থাৎ নিজের মতো করে বক্সের বাইরের কিছু দিয়ে উপস্থাপন করা।

যেমন-৯০% ভাইভা বোর্ডেই প্রশ্ন করা হয়, 'আপনার নিজের সম্পর্কে বলুন' বা 'আপনি কেন এই সার্ভিসে আসতে চান' বা 'আপনি কেন আপনার চাকরিটি পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন' এসব প্রশ্নের উত্তর মনের মতো করে সাজিয়ে লিখে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে শুনিয়ে তৈরি করে রাখতে হবে মনে রাখবেন, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় সাবলিল প্রেজেন্টেশন স্টাইল দিয়েই আপনি অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকতে পারেন। নিম্নে কিছু মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের তালিকা দিচ্ছিঃ

১। আপনি নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিন। Describe/introduce yourself. (বাংলা/ইংরেজি দুইভাবেই উত্তর তৈরি করে রাখতে হবে।)

২। আপনার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড বর্ণনা করুন।

৩। আপনি কেন এই সার্ভিসে আসতে চাচ্ছেন?
(এই ৩টি প্রশ্ন দিয়ে হাঁড়ির ভাত টেপা হয়।)

৪। আপনার পছন্দকৃত ক্যাডার ক্রম বলুন।

৫। কেন আপনি এই নির্দিষ্ট ক্যাডারে (পছন্দের ক্যাডার ক্রম নং-১, ২, ৩) আসতে চাচ্ছেন? (Why have you opted for this cadre?)

৬। আপনার অধ্যয়ন করা Subject সম্পর্কে বলুন। কেন আপনি এই বিষয়ে গ্র্যাজুয়েশন করলেন?

৭। অন্যদেরকে বাদ দিয়ে আপনার কোন বিশেষ যোগ্যতার জন্য আমরা আপনাকে বেছে নেব?

৮। আপনার ব্যক্তিত্বের শক্তিশালী ও দুর্বল দুটি দিকের কথা বলুন।

৯। আপনার ক্যারিয়ার গোল (Career goal) কী?

১০। আপনার যোগ্যতার কোন দিকটা আপনি উন্নতি করতে চান?

১১। সর্বশেষ কোন বইটি পড়েছেন?

১২। আজকের / গত এক সপ্তাহের পত্রিকায় ছাপা হওয়া জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দুটি ঘটনার কথা বলুন।

১৩। আপনার নিজ জেলা/উপজেলা কিসের জন্য বিখ্যাত?

১৪। আপনার উপজেলার এম.পি. কে?

১৫। আপনার জেলার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম বলুন?

১৬। মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার জেলা কোন সেক্টরের অন্তর্ভূক্ত ছিল? সেক্টর কমান্ডারের নাম কি?

১৭। আপনার জেলার আয়তন, শিক্ষার হার এবং জনসংখ্যা কত?

এই প্রশ্নগুলো খুবই কমন প্রশ্ন। কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর বেশ কয়েকটি বর্ণনামূলক প্রশ্ন। গতানুগতিক উত্তর দিলে এভারেজ মার্কস পাবেন। তাই উক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজস্ব স্বকীয়তায় চমৎকারভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এর জন্য চাই চর্চা, চর্চা এবং চর্চা। কারণ, হতে পারে এই কমন প্রশ্নগুলোর উত্তরই আপনাকে আন-কমন প্রার্থী হিসেবে বোর্ড সদস্যদের কাছে উপস্থাপন করবে।

ঘ) **ভাইভাবোর্ডে অদ্ভুত/বিব্রতকর পরিস্থিতি যেভাবে মোকাবেলা করবেনঃ**

ভাইভাবোর্ডে আপনাকে বিব্রতকর ও অদ্ভুত বিভিন্ন প্রশ্নের বা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। অনেক বোর্ডে খুব ত্যাড়া প্রকৃতির বা বিভ্রান্তকারী বোর্ড সদস্য থাকতে পারে। তাঁরা বিভিন্নভাবে আপনাকে অপদস্ত, বিভ্রান্ত করে আপনার টেম্পারামেন্ট, মেজাজ, ধৈর্য্য, উপস্থিত বুদ্ধি,পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষমতা, দৃষ্টিভঙ্গি দেখে নিবেন। তাই অপ্রস্তুত যে কোন পরিস্থিতি ও প্রশ্নের জন্য আগে থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

নিম্নে বিসিএস ভাইভার কিছু অদ্ভুত প্রশ্ন ও বিব্রতকর পরিস্থিতির নমুনা দেওয়া হলোঃ

অদ্ভুত প্রশ্নের নমুনাঃ

১। **বোর্ড সদস্যঃ** আপনি কখনো জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছেন?

প্রার্থীঃ জী স্যার, গেয়েছি।

বোর্ড সদস্যঃ একটু সুর করে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে শোনান তো!

(আপনি যদি ভ্যাবাচেকা খেয়ে আপনার হেরে গলা বলে আড়ষ্টতা প্রকাশ করেন বা জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময় বসে বসে গাইতে থাকেন, তবে খবর আছে!)

২। **বোর্ড সদস্যঃ** জীবনে কয়টি মেয়ের/ছেলের সাথে প্রেম করেছেন?

বা প্রেমিকার হাত ধরেছেন কখনো?

৩। **বোর্ড সদস্যঃ** আচ্ছা, আপনিতো মার্কেটিংয়ের ছাত্র। ধরুন, এই কলমটির ক্যাপটি হচ্ছে আপনার কোম্পানির প্রোডাক্ট। এটা আমাদের কাছে বিক্রি করতে কনভিন্স করুন দেখি।

৪। **বোর্ড সদস্যঃ** আপনি তো গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার ছাত্র। ধরুন, ভাইভা বোর্ডে মার্কিংয়ের সময় বোর্ড সদস্যদের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রিয়তার খবর পেয়েছেন। এই ব্যাপারে একটি রিপোর্ট করতে আমাদেরকে ইন্টারভিউ করুন দেখি।

৫। **বোর্ড সদস্যঃ** আপনি ভাইভা বোর্ডে কেন টাই পড়ে আসলেন? আমরাতো কেউ টাই পরিনি! আপনি পরলেন কেন?

৬। **বোর্ড সদস্যঃ** এই চাকরিটি হয়ে গেলে কেমন মেয়ে এবং কেমন ফ্যামিলিতে বিয়ে করবেন?

(সাবধানঃ তরল মুহূর্তের কথাবার্তাই আপনার আসল চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে)।

৭। **বোর্ড সদস্যঃ** আপনার উচ্চতা ৬ফুট ১ ইঞ্চি। এত লম্বা লোকতো বিসিএস ক্যাডারে চাকরি দেওয়া হয় না। এই কে আছো, ওকে বের করে দাও!

খেয়াল করলে দেখবেন যে, কিছু প্রশ্ন স্রেফ আপনাকে বিব্রত করার জন্য করা হয়েছে। আপনি নার্ভাস হয়ে যান কিনা, বিরক্ত হন কিনা তা যাচাই করতে। গৌতম বুদ্ধের মতো মাথা ঠান্ডা রাখুন। খুব বিব্রতকর অবস্থাও যাতে আপনাকে নূন্যতম বিচলিত করতে না পারে।

স্বাভাবিক ও সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দিন। ঠোঁটের ডগায় এক চিলতে ন্যাচারাল হাঁসি ঝুলাতে পারলেই স্বাভাবিক হয়ে যাবেন। মনে রাখুন, বোর্ড সদস্যরা আপনাকে মারতে আসবেন না, জেলেও পুরবেন না। একজন মেধাবী ও পরিশ্রমী প্রার্থী বিসিএস চাকরি ছাড়াও দিব্বি অন্য কিছু করে মান সম্পন্ন জীবন যাপন করতে পারে। সুতরাং পুরো ব্যাপারটিতে ঘাবড়ে না গিয়ে ভাইভাটিকে উপভোগ করুন।

কিছু অতি হালকা ধরনের প্রশ্ন করা হতে পারে। এ ধরনের প্রশ্নে মৃদ্যু হেসে সাবলিল ও রুচি সম্পন্ন জবাব দিন। অতি হাসবেন না বা অতি বিগলিত বা অতি শরমিন্দা হয়ে হালকা ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিবেন না। মনে রাখবেন- এ ধরণের প্রশ্ন করে আপনার পালস্, ব্যক্তিত্ব ও উদ্ভূত বিব্রতকর পরিস্থিতি ডিল করার সক্ষমতা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

সারা পৃথিবীর বড় বড় প্রতিষ্ঠানের বড়কর্তারা তাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মী নিয়োগের সাক্ষাৎকারে অদ্ভূত সব প্রশ্ন করে থাকেন। যেমন-

- Google কোম্পানী ২০১২ সালে কর্মী নিয়োগের সময় প্রশ্ন করেছিলঃ 'How many cows are in Canada?'
- Bain & Co. প্রশ্ন করেছিলঃ 'How will you estimate the number of windows in New York?'
- Source: Forbes.com, article by Jacquolyn Smith

ঙ) **ভাইভা বোর্ডে ভাষা নির্বাচনে সতর্কতাঃ**

প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই আছেন প্রয়োজন না থাকলেও কটর কটর ইংরেজিতে ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। কেউ এটা করে থাকেন মুদ্রাদোষ জনিত কারণে। কেউ করে থাকেন ইংরেজিতে পান্ডিত্য জাহির করতে। মনে রাখবেন, বোর্ডে প্রশ্ন কর্তার বাংলায় করা প্রশ্নের উত্তরে শুধুমাত্র কন্টেন্টের সঠিক বাংলা শব্দ/ টার্ম না থাকলে ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ বা বিষয়ের টার্ম ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া বাংলায় করা প্রশ্ন বাংলায় এবং ইংরেজিতে করা প্রশ্ন ইংরেজিতে উত্তর করতে হবে।

চ) **ভাইভার জন্য শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি যেভাবে নেবেনঃ**

■ **ভাইভার জন্য শারীরিক প্রস্তুতিঃ**

শিরোনাম দেখে ভাবছেন চাকরির জন্য আবার শারীরিক প্রস্তুতি! ঠিকই শুনেছেন। শারীরিকভাবে ফিট না হলে আপনার চাকরিটা হবে না। যদি মনে করেন আপনার স্থায়ী কোন স্বাস্থ্যগত সমস্যা নেই তবুও অস্থায়ী সমস্যাগুলোর জন্য আপনার ভাইভা পরীক্ষা খারাপ হতে পারে। আমার পরিচিত অন্তত: ২ জন পরীক্ষার্থী শারীরিক অসুস্থতার জন্য ভাইভা পরীক্ষা দিতে পারেননি বা খারাপ পরীক্ষা দিয়েছেন। ১ম জন চট্টগ্রাম থেকে আগের রাতে ঢাকায় ভাইভা দিতে এসেছিলেন। হোটেলে রাতের খাবারে ঢাকাইয়া বিরিয়ানী খেয়ে পরীক্ষার দিন মারাত্মক ফুড-পয়জনিং নিয়ে হসপিটালে ছিলেন। তার বিসিএস ক্যাডার হওয়ার স্বপ্ন পুরণ হয়নি!

২য় জনের আগে থেকে মাঝে মাঝে ব্যাক পেইনের সমস্যা হতো। বিশেষ করে ভারী জিনিস উত্তোলন করলে। ভাইভা পরীক্ষার দু'তিন দিন আগে বাসার ভারী ফার্নিচার সরিয়ে ছিলেন। ব্যাস! এক সপ্তাহের জন্য বিছানায় বিশ্রাম নিতে হয়েছিল। এ অবস্থায় দু'মিনিট বসে থাকতে পারতেন না তিনি। ফলাফল ভাইভা লীলা দেখা হলো না তার!

তাই সাবধান। ভাইভার অন্তত: আগের একমাস নিম্নোক্ত স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলুনঃ

কোন ধরনের ভাইরাল ইনফ্লুয়েঞ্জা (সর্দিজ্বর) বাধাবেন না। আইসক্রিম, ফ্রিজের ঠান্ডা পানীয় পান করা থেকে বিরত থাকুন। ভাইরাস জ্বর/সর্দিজ্বর থেকে বাঁচতে চাইলে সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধোয়া ছাড়া উক্ত হাত দিয়ে শরীরের তিন জায়গায় (মুখ, চোখ, নাক) স্পর্শ করবেন না। সর্দি/জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত কোন কিছুই ব্যবহার করবেন না।

মানসিক প্রস্তুতিঃ

ক) শুধু বিসিএস ক্যাডারদের চাকরিই সেরা চাকুরি এমন ধারনা থেকে দূরে থাকুন। এই চাকরিটি না হলে আপনার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে এমনটা ভাবার কারণ নেই। ভালো চাকরি হলেও এই চাকরিতে আছে অনেক সীমাবদ্ধতা, অনেক বঞ্চনা-এটা আপনাকে আগাম বলে দিচ্ছি।

খ) সরকারি সার্ভিস রুল অনুযায়ী প্রত্যেক ক্যাডার সদস্য অন্যান্য সরকারি চাকুরিজীবীর মতোই একজন প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। সাধারণ মানুষের সেবক। ক্যাডার হয়ে তারা রাজা মহারাজা হয়ে যান না।

গ) অন্য অনেক চাকরিই আছে যা আপনার মনমতো হতে পারে বা আপনার লাইফস্টাইলের সাথে যায়। সুতরাং এই চাকরিটি না পেলে জীবন ব্যর্থ হয়ে গেলো-এমনটা ভাববেন না।

ঘ) মনে রাখবেন, বাংলাদেশে যে চাকরিই করুন না কেন আপনার আর্থিক কষ্ট লেগেই থাকবে। আপনার জীবনে অঢেল প্রাচুর্য আসবে একথার ভিত্তি নেই।

ঙ) এবার বিসিএসটা না হলে আপনার আর কোন গতি হবে না- এটা একেবারেই মিথ্যে কথা। বাংলাদেশে আছে উদ্যোক্তা হওয়ার অফুরন্ত সুযোগ। মেধা থাকলে এই উদীয়মান অর্থনীতির দেশে আপনি স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন। এই বিশ্বাস রাখুন। যে মেধা নিয়ে বা যে ধরণের পরিশ্রম করে একজন ছাত্র বিসিএস চাকরিতে বা অন্য কোন ভালো চাকরিতে প্রবেশ করে ঠিক একই লেভেলের মেধা নিয়ে কয়েক বছর প্রতিষ্ঠিত ছোট প্রতিষ্ঠানে পরিশ্রম করলেও তার চেয়ে বেশী উপার্জন করতে পারবেন। 'সরকারি চাকরি পেতে হবেই' এটি একটি বাংলাদেশীয় অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ মধ্যবিত্তিয় সংস্কার। বিসিএসে চাকরি পেলে ভালো থাকবেন, না পেলে স্বাধীন ভাবে উদ্যোক্তা হলে আরোও ভালো থাকবেন। রিলাক্স!

২. ভাইভা বোর্ড মোকাবেলাঃ

ক) ভাইভা বোর্ডে আপনার যে বিষয়গুলো যাচাই করা হবেঃ

■ ভাইভা বোর্ড বাংলা সিনেমার নায়ক-নায়িকা নির্বাচনের বোর্ডের মতো নয় যে আপনার গ্ল্যামার, ওজন, আয়তন এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমি অনেক প্রার্থীকেই তাঁর চেহারা, ওজন-উচ্চতা নিয়ে অযথা হীনমন্যতায় ভুগতে দেখেছি।

■ ভাইভা বোর্ডে আপনার যে বিষয়গুলো পরখ করে দেখা হবে তা 'সুশান্ত পাল' (৩০তম বিসিএস কাস্টমস ক্যাডারের কর্মকর্তা) তাঁর একটি লেখায় অল্পকথায় সুন্দরভাবে লিখেছেন-'ভাইভাবোর্ডে পজিটিভ এটিটিউট, মেন্টাল ম্যাচুরিটি, রেডি উইট, থট-ক্ল্যারিটি, ডিসেন্ট অ্যাপিয়ারেন্স, এটিকেট, কমনসেন্স, কুল টেম্পারমন্ট" এই ব্যাপারগুলো দেখা হয়। এর সাথে আমি দুটি বিষয় যোগ করছি-দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস। যারা উপরের সংক্ষিপ্ত প্রত্যয়গুলোর গভীরতা অনুধাবন করতে পারছেন না তাদের জন্য নিম্নে কয়েকটি উদাহরণের মধ্যে দিয়ে ব্যাপারগুলো স্পষ্ট করে দেওয়া হলোঃ

■ **পজিটিভ এটিটিউটঃ**

পজিটিভ অ্যাটিটিউড হচ্ছে কোন কিছুর কল্যাণকর ভালো দিকটা দেখা এবং চর্চা করা। কোন কিছুর খারাপ দিকটা নিয়ে বসে না থাকা। কোন কিছুর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সতর্ক হয়ে ভালো দিকটা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

যেমন-ভাইভা বোর্ড প্রধান হয়তো আপনাকে ভাইভার শেষ পর্যায়ে জানালেন-

'আপনার পারসোনালটি ও পারফরমেন্স এর কোনটাই মান সম্মত নয়। আমাদের আপনাকে যোগ্য প্রার্থী মনে হয়নি। সরি!'

একথা শুনে হয়তো আপনার চেহারা কালো হয়ে গেল। চোখে আতংক প্রকাশ পেল। ভাবছেন, 'হায়রে আমার রিটেন পরীক্ষা এতো ভালো হয়েছিল'। চেহারায় এ ধরনের ভাব যাতে কোন খারাপ অবস্থায়ই ফুটে না ওঠে। আপনি স্বাভাবিক থাকুন। সুযোগ থাকলে বলুন নিজেকে আরো যোগ্য করে গড়ে তুলে পরের বার বোর্ডে আরও ভালো করার প্রত্যয় ব্যক্ত করুন। বলুন, আজকের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে আপনার কাজে লাগবে। এটাই পজিটিভ এটিটিউট। আপনার এই এটিটিউট দেখে আপনাকে ভালো নম্বর দেবেন।

বোর্ড সদস্যরা আসলে আপনি ব্যর্থতাকে/পরাজয়কে কেমনভাবে নিচ্ছেন সেটা যাচাই করছিলেন।

Charles F. Glassman এর কথাটা মনে রাখুন-"Believing in negative thoughts is the single obstruction to success".

■ **মেন্টাল ম্যাচুরিটিঃ**

মেন্টাল ম্যাচুরিটির উদাহরণটি আমি পূর্বের অনুচ্ছেদের পজিটিভ এটিটিউটের সাথে ট্যাগ করে দিচ্ছি। ধরুন, আপনাকে বোর্ড সভাপতি জানিয়ে দিলেন আপনাকে তাদের উপযুক্ত বা যোগ্য প্রার্থী মনে হয়নি।

তাই তাঁরা আপনাকে ফেল করিয়ে দিচ্ছেন। একথা শুনার পর আপনি বাচ্চাদের মতো বিভিন্ন অজুহাত দিতে থাকলেন। আপনি অসুস্থ ছিলেন তাই নিজেকে গোছাতে পারেননি। আপনি পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কোন গুরুতর সমস্যার জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পাড়েননি। এইসবই আপনার মানসিক অপরিপক্কতার প্রকাশ। একজন হবু বিসিএস কর্মকর্তার দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তার পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কোন সমস্যা তার কাজে বা চেহারায় বা পারফরমেন্সে প্রভাব ফেলবে না এটাই প্রত্যাশিত।

■ **রেডি উইট** (Ready Wit):

মানসম্মত ও রুচিশীল রেডিউইট বা উপস্থিত বুদ্ধি একজন যোগ্য চাকরি প্রার্থীর খুব গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা। উপস্থিত প্রতিকূল পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে আনার বুদ্ধিটাই আসলে রেডিউইট।

◆ ভাবুন দেখিঃ (সত্য ঘটনা বলছি)

এক প্রার্থী ভাইভা বোর্ডে ঢুকতে না ঢুকতেই বোর্ড সভাপতি তার উচ্চতা দেখে খেকিয়ে উঠলেন, 'এই দাড়াও বসবে না। তোমার উচ্চতা কত?

প্রার্থীঃ '৬ ফুট স্যার'।

বোর্ড সভাপতিঃ 'ছয়ফুট! সিভিল সার্ভিসে অতিরিক্ত লম্বা কোন লোক নেওয়া হয়না। এই কে আছ, ওকে বের করে দাও!

ভাবুনতো-প্রার্থীর একথা শুনার পর কি করা উচিত?

(আসলে বোর্ড-সভাপতি সিরিয়াস ভঙ্গিতে মজা করছিলেন)

এই পরিস্থিতিতে প্রার্থী তাৎক্ষণিক বুদ্ধিখাটিয়ে যে মৌখিক বা শারীরিক একশনে যাবে সেটাই তার 'রেটি-উইট'।

খেয়াল রাখবেন, আপনার উন্নত রেডি-উইট প্রমাণ করতে অতি বাড়াবাড়ি করবেন না।

■ **থট ক্ল্যারিটি বা চিন্তার স্পষ্টতাঃ**

শিরোনাম থেকেই বুঝতে পারছেন, আপনার চিন্তা হতে হবে সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট। ভাষা ভাষা ধারণার বা অল্প জানা তথ্যের আলোকপাত করবেন না। আপনার চিন্তাটাকে সাবলিলভাবে গোছাতে পারাটাও থট-ক্ল্যারিটির ভেতর পরে। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে স্ট্রেট-ফরোয়ার্ড ও সুনির্দিষ্ট হউন। স্বল্প কথায় উত্তর দিন।

■ **ডিসেন্ট এ্যাপিয়ারেন্সঃ** (প্রাক-ভাইভা প্রস্তুতির 'খ' পড়ুন)

■ **এটিকেট** (Etiquette) **ও কমনসেন্সঃ**

শুধু এটিকেট জানলেই হবে না সাথে ম্যানারটাও জানা চাই। দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে।

◆ এটিকেট হচ্ছে- 'The rules of correct behaviour in a society'.

◆ আর, ম্যানার (Manner) হচ্ছে- 'The behaviour that is considred to be polite in a particular society or culture'.

তাই এটিকেট হচ্ছে সার্বজনীন ভদ্র আচরণ। এটা সব সমাজের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

ম্যানার হচ্ছে কোন বিশেষ সমাজ বা সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের জন্য অবশ্য পালনীয় কিছু ভদ্রতা- জ্ঞান। এটা অঞ্চল, দেশ, ধর্ম ও সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

ভাইভাবোর্ডে আপনার এটিকেট ও ম্যানার জনিত ত্রুটি খুব সিরিয়াসলি নেওয়া হবে। আসলে প্রগতিশীল সমাজে চলতে হলে আপনার ভালো এটিকেট ও ম্যানার সেন্স থাকা চাই। ভাইভাবোর্ডের পরিস্থিতি অনুযায়ী নিম্নে কতগুলো এটিকেট সম্পর্কে আলোকপাত করা হলোঃ

ক) কথা বলার সময় বিভিন্ন কারণে হাঁচি বা কাঁশি আসতেই পাবে। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাশি দিন। Sorry, Sir! বা Pardon me, Sir বলুন। আমাদের দেশে গ্র্যাজুয়েটদের প্রায় ৯৫ শতাংশ জনসম্মুখে কাশি দেওয়ার এটিকেট জানে না!

খ) বোর্ড সদস্যরা কথা বলার সময় মাঝপথে Interrupt করবেন না। Be an attentive listener. বোর্ড সদস্যরা নিজেদের মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে যদি কথা বলেন তা যদি আপনাকে নিয়েও হয় এতে নাক গলাবেন না। শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

গ) বোর্ড সদস্যরা হালকা বিষয় নিয়ে ঠাট্টা/তামাশা করলেও আপনার এটিতে অংশগ্রহণ না করাই উচিত। খুব প্রয়োজন হলে একটু স্মিত হাসুন।

ঘ) হাততুলে, অঙ্গভঙ্গি করে কোন কিছুর উত্তর করবেন না বা ব্যাখ্যা করবেন না। আপনার হাতদ্বয় আপনার হাটুর উপরে রেখেই কথা বলুন।

ঙ) কোন কিছু না পারলে অহেতুক মাথা, গাল বা নাক চুলকাবেন না।

চ) কারো সম্মুখে বসতে হলে মেরুদন্ড সোজা করে বসতে হয়। এটা একটা সর্বজনিন ভদ্র আচরণ। বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষই চেয়ারে বসার সময় একটু কুঁজো হয়ে বসেন। সাবধান, অবচেতনেও যেন কুঁজো হয়ে না বসেন।

ছ) প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় প্রশ্নকর্তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলবেন। কথা বলার সময় আই-কন্টাক্ট (Eye-contact) একটি গুরুত্বপূর্ণ এটিকেট।

জ) অনেকে কথা বলা শুরু করার সময় খাকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নেয়। এটাও এক ধরনের শ্রুতিকটূ আচরণ। বোর্ডের সামনে এটা করবেন না।

ঝ) প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়া ও ধন্যবাদ দেওয়াও আবশ্যকীয় এটিকেট। সার্টিফিকেট আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়ার সময়, ভাইভা বোর্ড থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আপনাকে অবজার্ভ করা হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধন্যবাদ দেবেন। বের হওয়ার সময় দরজা বন্ধ থাকলে বের হয়ে দরজা বন্ধ করে দেবেন।

ঞ) উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করাও Personal Etiquette এর অংশ। পোশাক পরিধান নিয়ে Pre-Viva দ্রষ্টব্য দেখুন।

ট) অতিরিক্ত স্মার্টনেস দেখাবেন না। Be yourself। আপনি যা তাই সাজুন।আপনাকেই মার্জিতভাবে উপস্থাপন করুন।

ঠ) আপনার ব্যাক-গ্রাউন্ড নিয়ে প্রশ্ন করলে সত্য কথাটাই বলুন। এতে আপনার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে উনারা উচ্চ ধারণা পোষণ করবেন। পিতার পেশা সম্পর্কে সত্য বলুন। এমনকি আপনার বাবা রিক্সা ড্রাইভারও যদি হয়। আপনার বাবার পরিচয় বা ব্যাকগ্রাউন্ড বর্ণনা করার সময় কোনভাবেই যেন করুণার্ত চোখে না তাকান বা গ্লানি না বোধ করেন। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে ও আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে আপনার পারিবারিক বৃত্তান্ত তুলে ধরুন। নিজের স্ট্রাগলের কথা বা ব্যক্তিগত বেদনার কথা বলে অযথা করুনা আদায়ের চেষ্টা করবেন না। এটা হাস্যকর। এটাও এটিকেটের অংশ।

ড) রাজনৈতিক আদর্শ সম্পর্কে জানতে চাইলে কৌশলী হউন। চলমান ক্ষমতাসীন সরকারের কথা মাথায় রাখুন। আপনি সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হয়ে থাকলে এমনকি যদি ক্ষমতাসীন দলেরও হয়ে থাকেন উল্লেখ না করাই ভালো।

ঢ) চলমান নাজুক ও আলোচিত কোন ঘটনা যদি সরকারের ইমেজের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, কৌশলী জবাব দিন। আপনার কথাবার্তায় যেন কোন ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রকে কোনভাবেই আঘাত করা না হয়।

খ. ভাইভা বোর্ড যেরূপ হবেঃ

পিএসসি'র একজন সদস্যের নেতৃত্বে দুজন এক্সপার্ট থাকবেন ভাইভা বোর্ডে। বোর্ডের প্রধানসহ মোট সদস্য সংখ্যা তিন-চার জন হতে পারে।

গ. ভাইভা বোর্ডে প্রবেশ ও আসনগ্রহণ করবেন যেভাবেঃ

১) বোর্ডে প্রবেশের সময় দরজা বন্ধ থাকলে অনুমতি নিয়ে কক্ষে প্রবেশের পর দরজা বন্ধ করা আবশ্যকীয় এটিকেট।

২) কক্ষে প্রবেশের পর আপনার ধর্ম অনুসারে সম্ভাষণ জানাবেন। অনুমতি নিয়ে চেয়ারে বসবেন। অনুমতি নেওয়ার সময় খেয়াল রাখবেন অনুমতিটা যেন বোর্ড চেয়ারম্যানের কাছ থেকে নেওয়া হয়।

ঘ. **ভাইভা বোর্ডে প্রবেশের ৪০ মিনিট পূর্বে যা যা করবেন-**

১) বোর্ড সদস্যবৃন্দ সম্পর্কে ধারণা নেওয়াঃ

আপনার যদি রোল নাম্বার সিরিয়াল মাঝের বা শেষের দিকের হয় তবে সদ্য ভাইভাবোর্ড ফেরত প্রার্থীদের কাছ থেকে বোর্ড সদস্যবৃন্দ সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিন। তাদের ব্যক্তিগত স্টাইল, প্রশ্ন করার প্রবণতা বা ধরণ, প্রশ্নের এরিয়া এবং মেজাজ সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করুন। ভাইভা বোর্ডের সভাপতি হয়ে থাকেন পিএসসির সদস্যবৃন্দ থেকে একজন। তাই মাসখানেক পূর্ব থেকেই বিগত বছরের পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে বা অন্য কোন সোর্স থেকে তাদের প্রোফাইল জেনে নিন। এটা আপনাকে ইন্টারভিউ ভীতি এড়াতে বা আগে থেকে মানসিক প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করবে। পিএসসি ও পিএসসি সদস্যবৃন্দ সম্পর্কে লেটেস্ট তথ্য পেতে www.bpsc.gov.bd ওয়েব সাইটটি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

২) আপনার সিরিয়াল আসার আনুমানিক ৩০ মিনিট আগে ওয়াশরুমে যান। একটু ফ্রেস হয়ে আসুন। এটা আপনার অপেক্ষা ও উদ্বেগজনিত ক্লান্তি দূর করতে সহায়তা করতে পারে।

৩) উদ্বিগ্নতা দূর করতে ভাইভাবোর্ডের ওয়েটিংরুমে অপেক্ষারত সময়টাতে চিউংগাম চিবুতে পারেন। এটা আপনার মস্তিষ্কের পেশীগুলোর উত্তেজনা কমাতে সহায়তা করতে পারে। তাছাড়া আপনার মুখের পেশীগুলো শীতল করে ও গলা পরিষ্কার করে চিউংগাম আপনার সাবলিল কথা বলায় সহায়তা করতে পারে।

৪) বোর্ডে প্রবেশ করার কয়েক মিনিট আগে ২০০ মিলি পানি পান করুন। পানির আছে মানসিক চাপ কমানোর আশ্চর্য ক্ষমতা। তবে বেশি পানি পান করবেন না।

৫) সর্বোপরি ধর্ম-বিশ্বাসী হলে আপনার ধর্মানুসারে দোয়া মন্ত্র পড়ে নিন। ফুটবল ও ক্রিকেটের নামকরা খেলোয়াড়দেরও একটা সংস্কার বা কুসংস্কার আছে। যেমন ক্রিকেটারদের কেউ কেউ পুরাতন গ্লাভস্ পরে বা ব্যান্ড পরে ব্যাট করতে নামেন। ফুটবলারদের কেউ কেউ আন্ডার ওয়্যার ১টি বিশেষ কালারের পরিধান করেন। মাঠে কুসংস্কারও কাউকে কাউকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে এগিয়ে রাখে।

৬) **ভাইভা বোর্ডের প্রতিকূল পরিবেশ যেভাবে আপনার অনুকূলে আনবেনঃ**

ভাইভাবোর্ডে যেহেতু রক্ত মাংসের তৈরি মানুষেরাই সদস্য হয় তাই তাদের মেজাজ মর্জির উপর বোর্ডের পরিবেশটা অনেকাংশে নির্ভরশীল। সাধারণত ৩ কারণে ভাইভা বোর্ডের পরিবেশ আপনার প্রতিকূলে চলে যেতে পারেঃ

১। আপনার পূর্বের কোন প্রার্থীর উপর কোন সদস্য হয়তো বিরক্ত হয়ে আছেন বা ক্ষেপে আছেন, সেটা তার চেহারায় ফুটে ওঠেছে।

২। ব্যক্তিগত ক্লান্তি বা শারিরিক অসুস্থতার কারণে কোন সদস্য বিরক্ত হয়ে আছেন।

৩। আপনি অনেকগুলো সাধারণ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি বা আপনার কোন আচরণে সদস্যরা বিরক্ত হচ্ছেন।

আপনার পারফরমেন্স বা আচরণের কারণে যদি বোর্ড সদস্যরা বিরক্ত না হয়ে থাকেন এবং এ ব্যাপারে আপনি যদি নিশ্চিত হন, তবে এই বিশ্রি পরিবেশটাকে নিউট্রাল করতে হবে।

যা করতে পারেনঃ

ক) সুযোগ পেলে স্মিত হাসুন। একটা যুতসই হাসি গুমোট পরিবেশকে নিউট্রাল করে।

খ) শালীন ও সূক্ষ্ম হিউমার মিশ্রিত উত্তর দেয়ার চেষ্টা করুন। তবে বেমানান ভারামী করার চেয়ে বা অহেতুক রসোদ্দীপ্ত উত্তর করার চেয়ে স্বাভাবিক

উত্তর করাই শ্রেয় । যেটা আপনার ব্যক্তিত্বের সাথে বা অভ্যাসের সাথে যায় না সে আচরণটা করবেন না । এতে হিতে বিপরীত হতে পারে ।

গ) কোন চালাকীপূর্ণ উত্তর দিয়ে বা পান্ডিত্য জাহির করতে যেয়ে পরিস্থিতি আরো খারাপ করবেন না ।

ঘ) সিম্পল ক্লিন শব্দ চয়ন করে প্রশ্নের উত্তর দিন । নিজের সীমাবদ্ধতা প্রাসঙ্গিক জায়গায় কোন অযুহাত ছাড়াই স্বীকার করুন ।

ঙ) নিজেকে খুব আন্তরিক ও আগ্রহী শ্রোতা হিসেবে উপস্থাপন করুন । বোর্ড সদস্যদেরকে বলতে দিন । উনাদেরকে পান্ডিত্য জাহির করার অবারিত সুযোগ দিন । এগুলো পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে সহায়তা করবে ।

যদি উপর্যুক্ত ৩নং কারণে অর্থাৎ আপনি অনেক প্রশ্নেরই সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি তাই বোর্ড সদস্যরা আপনার প্রতি বিরক্ত এমন হয় তবে -

১) বোর্ড সদস্যদেরকে কৌশলে আপনার শক্তির জায়গাতে নিয়ে আসুন ।

২) কিছু প্রশ্ন যেমন-

ক. আপনার এমন কোন যোগ্যতা আছে যা অন্য কোন প্রার্থীর নেই?

খ. আপনার এক্সট্রা কারিকুলার কি যোগ্যতা বা দক্ষতা আছে যা অনেকেরই নেই?

এ ধরনের প্রশ্নগুলোর সুযোগ নেবেন । যদি ভালো আবৃত্তি, গান অন্য কোন আউটস্ট্যান্ডিং যোগ্যতা বা দক্ষতা আপনার থাকে তার কথা উল্লেখ করুন । পারফরম করতে বললে পারফরম করে দেখান ।

৩) বিসিএস ভাইভার বা অন্য কোন চাকুরির ভাইভার একটি সাধারণ ব্যাপার হচ্ছে- যদি কোন প্রশ্নেরই জবাব দিতে না পারেন তবে আপনার সম্মান কোর্সের অধ্যয়ন করা বিষয় থেকে প্রশ্ন করবে ।

তাই সম্মান/মাস্টার্স শ্রেণিতে পাঠকৃত বিষয়ভিত্তিক মৌলিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

বিশেষ নির্দেশনাঃ

ভাইভার শুরুতেই যেসব পরিচিতিমূলক প্রশ্ন বা পছন্দকৃত ক্যাডার থেকে সাধারণ প্রশ্ন করা হয়, ঐ প্রশ্নগুলোর উত্তর গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে চমৎকার কাস্টমাইজ্ড উত্তর দিয়ে শুরুতেই আপনার সম্পর্কে একটি উচ্চ ধারণা দিতে হবে। ফলে পরের প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক উত্তর না দিতে পারলেও ভাইভাবোর্ডের সদস্যরা আপনার প্রতি সদয় থাকবেন। আপনাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবেন।

চ) যেভাবে বোর্ড সদস্যদেরকে ধন্যবাদ জানাবেন ও রুম থেকে বের হয়ে আসবেনঃ

১) সর্বদা ও সর্বক্ষেত্রেই আপনার সিনিয়র কেউ যখন হাত বাড়িয়ে দেবেন, তখনই আপনি হ্যান্ডশেইক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেবেন। বোর্ড থেকে বেড়িয়ে আসার সময় কোন বোর্ড মেম্বারের দিকে আগে হাত বাড়িয়ে দেওয়া অভদ্রতা। মনে রাখবেন, জুনিয়র সিনিয়রকে আগ বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করার জন্য আহবান করতে পারেননা। এটা অফিসিয়াল এটিকেট।

২) ইন্টারভিউ শেষে ঠান্ডা মাথায় কাগজপত্র বুঝে নেবেন। ধন্যবাদ দেওয়ার সময় তিনজন সদস্যের দিকেই পর্যায়ক্রমে তাকাবেন। দরজা খুলে বেড়িয়ে যাওয়ার সময় অবশ্যই দরজাটা আবার বন্ধ করে যাবেন। এটা গুরুত্বপূর্ণ এটিকেট।

অধ্যায়-৫

বিসিএস স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুলিশ ভেরিফিকেশন

■ বিসিএস-এ নিয়োগের পুলিশ ভেরিফিকেশন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষাঃ

বিসিএস লিখিত ও ভাইভার রেজাল্ট মিলিয়ে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ফাইনাল রেজাল্ট প্রকাশ করা হয়। যারা ক্যাডার প্রাপ্ত হয় তাদের অতীত ও বর্তমান কর্মকান্ড খতিয়ে দেখতে শুরু হয়ে যায় পুলিশ ও গোয়েন্দা ভেরিফিকেশন। কর্ম কমিশন থেকে আপনার কর্তৃক পূরণকৃত ভেরিফিকেশন ফরমের কপি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ও সরকারের বিশেষ গোয়েন্দা শাখা (SB) তে পাঠানো হয়। আপনার নিজ জেলার জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তর ও বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আপনার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় গিয়ে আপনার নাগরিকত্ব, নৈতিক বিচ্যুতি ও পঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র সমূহ যাচাই করে নেওয়া হবে। আপনি স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে যে যে স্থানে অবস্থান করেছেন সেখানে গিয়ে আপনার কর্মকান্ড সম্পর্কে খোজ খবর নেওয়া হতে পারে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন সহকারী পুলিশ কমিশনার (ASP) বা আপনার সংশ্লিষ্ট উপজেলার অফিসার্স ইনচার্জ (OC) এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করবেন।

পুলিশ ভেরিফিকেশন ও গোয়েন্দা ভেরিফিকেশন রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের মারফত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যাবে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 'স্বাস্থ্য অধিদপ্তর' থেকে প্রাপ্ত আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট এবং পুলিশ ও গোয়েন্দা ভেরিফিকেশন রিপোর্ট সন্তোষজনক মনে করলে চূড়ান্তভাবে আপনাকে নির্বাচিত করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির দপ্তরে আপনার নিয়োগ অনুমোদনের জন্য পাঠাবে।

পুলিশ ও গোয়েন্দা ভেরিফিকেশনের জন্য যেভাবে প্রস্তুত থাকবেনঃ

ক) আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্র ও এগুলোর তিন সেট করে সত্যায়িত ফটোকপি প্রস্তুত রাখবেন। পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ থেকে অনেক সময় এগুলো দেখতে চায়।

খ) আপনাকে দেখা করতে না বললে নিজ থেকে কখনো পুলিশ বা গোয়েন্দা বিভাগের সাথে দেখা করতে যাবেন না ।

গ) সংশ্লিষ্ট পুলিশ ও গোয়েন্দা সদস্যকে গায়ে পরে বকশিস বা উপঢৌকন দিতে যাবেন না । পুলিশ বিভাগে অনেক সৎ অফিসার কাজ করে । আমার পুলিশ ভেরিফিকেশনে কেউ কোন অর্থ চায়নি ।

ঘ) আপনার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক শত্রুকে আপনার সম্ভাব্য ভেরিফিকেশনের ব্যাপারে আগাম কোন তথ্য জানাবেন না । সবচেয়ে ভালো হয় চূড়ান্ত নিয়োগের গেজেট প্রকাশের আগ পর্যন্ত আপনার বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল শত্রু পক্ষের (যদি থেকে থাকে) কাছে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রকাশ না করা ।

ঙ) সংশ্লিষ্ট পুলিশ বা গোয়েন্দা সদস্যের উপর ভালো রিপোর্ট দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক প্রভাব খাটাতে যাবেন না । এগুলো হিতে বিপরীত হতে পারে ।

স্বাস্থ্য পরীক্ষাঃ

পিএসসি কর্তৃক রিটেন ও ভাইভা মিলিয়ে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের পর পুলিশ ভেরিফিকেশনের সাথেই স্বাস্থ্য পরীক্ষা যুগপথভাবে চলতে থাকবে । এক দেড় মাসের মধ্যেই মেধা তালিকার সিরিয়াল অনুসারে স্বাস্থ্য পরীক্ষার তারিখ পত্রিকা ও ওয়েবসাইট মারফত আপনাকে জানানো হবে ।

সাধারণত যেমন হয়ে থাকে বিসিএস হবু ক্যাডারদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাঃ

কয়েকটি ক্যাডার যেমন বিসিএস পুলিশ ক্যাডার, আনসার ক্যাডারের জন্য নির্ধারিত ওজন, উচ্চতা ও দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা করা হয় । এই দুটি ক্যাডারের জন্য ন্যূনতম উচ্চতা পুরুষ প্রার্থীর জন্য ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং ন্যূনতম ওজন ৫৪.৫৪ কেজি হতে হয় । মহিলা প্রার্থীর উচ্চতা ৫ ফুট এবং ওজন ৪৫.৪৫ কেজি হতে হয় ।

অন্যান্য ক্যাডারে পুরুষ প্রার্থীর উচ্চতা ৫ ফুট এবং ওজন ৪৫ কেজি, নারী প্রার্থীর উচ্চতা ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি এবং ওজন ৪০ কেজি চাওয়া হয় ।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পর্কিত বিশেষ তথ্যঃ

সাধারণত পুলিশ ও আনসার ক্যাডার ছাড়া অন্য ক্যাডারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা খুব একটা জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় না। আপনার ওজন বর্ণিত মাত্রার/মানের চেয়ে কম হলে আপনি অস্থায়ীভাবে অযোগ্য ঘোষিত হবেন। তার মানে হচ্ছে, ওজন প্রয়োজনীয় পরিমাণে বাড়লে আবার মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক যোগ্য বলে ঘোষিত হবেন।

স্বাস্থ্য পরীক্ষায় পুলিশ ও আনসার ক্যাডারে অনেক কিছুই পরীক্ষা করা হতে পারে। যেমন: উচ্চতা, ওজন, দৃষ্টিশক্তি, ব্লাড প্রেসার, সংক্রামক রোগের জন্য রক্ত পরীক্ষা ও বুকের এক্সরে, রক্তের রুটিন পরীক্ষা (CBC, RBS, S. Creatinin), Urine R/E এবং স্পাইন টেস্ট, মানসিক স্বাস্থ্য।

অন্যান্য ক্যাডারে স্বাস্থ্যের যে বিষয়গুলো দেখা হয় তা হলো: উচ্চতা, ওজন, দৃষ্টি শক্তি (চশমা সহ বা চশমা ছাড়া দৃষ্টিশক্তি ৬/৬ কিনা), লাং পরীক্ষার জন্য বুকের এক্সরে, প্রস্রাবের R/E (Routine Examination) এবং মানসিক স্বাস্থ্য। রক্ত বাহিত সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত কিনা তার জন্য রক্ত পরীক্ষা হতে পারে। তবে অত দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যাবে। সেখান থেকে পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট বিবেচনায় নিয়ে চূড়ান্ত নিয়োগের জন্য ফিট-লিস্ট তৈরি করে মহমান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর তা জনপ্রশাসনে ফেরত আসবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে যোগ্য প্রার্থীদেরকে চূড়ান্ত নিয়োগের জন্য গ্যাজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। অত:পর স্ব-স্ব ক্যাডারের সংশ্লিষ্ট লাইন মিনিস্ট্রি সাধারণত ৭-১০ দিনের মধ্যে পদায়নের গ্যাজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে।

অধ্যায়-৬

বিসিএস ক্যাডারভিত্তিক প্রোফাইলঃ

১. পুলিশ ক্যাডারঃ

সুযোগ-সুবিধাঃ

- ট্রেইনিং এর পর নতুন পোস্টিং পাওয়া একজন এএসপিকে দায়িত্ব পালনের জন্য সরকারি গাড়ি দেওয়া হয় । এই সুবিধা খুব বেশি সংখ্যক ক্যাডারে নেই ।
- জাতিসংঘ পরিচালিত বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশনে একজন পুলিশ অফিসার এক বা, একাধিকবার কাজ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন । মিশনে পোস্টিং পুলিশ অফিসারদেকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কাজ করার সুযোগ দান করে এবং জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত উচ্চতর বেতন ভাতা প্রাপ্ত হয়ে তারা আর্থিক ভাবে খুব সচ্ছল হতে পারেন ।
- কর্মরত অবস্থায় ঝুকিভাতা পেয়ে থাকেন ।
- রেশনিং সুবিধায় শুকনো ও তাজা রসদ (খাদ্য দ্রব্য) পেয়ে থাকেন । পুলিশ হাসপাতালে বা প্রয়োজনে বিদেশে হসপিটালে বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা পেয়ে থাকেন ।
- সমাজের শান্তি শৃখলা রক্ষার্থে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে বা অবদান রাখতে পারেন ।
- ম্যাক্সিমাম অফিসারই বিদেশে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন ।
- যারা চ্যালেঞ্জ এবং এডভেঞ্চার পছন্দ করেন তাদের জন্য খুবই উপভোগ্য পেশা এই ক্যাডারটি ।
- ASP থেকে সিনিয়র IGP পর্যন্ত প্রমোশনের সুযোগ আছে । আছে সারা দেশে কাজ করার সুযোগ ।
- প্রশিক্ষণ একাডেমী, গোয়েন্দা শাখা ও RAB এ কাজ করা সুযোগ আছে এই ক্যাডারে ।

■ **পুলিশ ক্যাডারের সীমাবদ্ধতা সমূহঃ**

- খুব নিয়ম-কানুনের মধ্যে দিয়ে চাকরি করতে হয়। যারা খুব গৎবাঁধা, কোলাহলপূর্ণ জীবন পছন্দ করেন না তাদের জন্য এই ক্যাডার নয়।
- যেকোন দুর্যোগ বা আইন শৃখলা বিঘ্নজনিত ক্যাজুয়্যালটিতে ছুটি/বিশ্রামকে বিসর্জন দিতে হয়।
- অনুন্নত অনেক দেশেই পুলিশ কর্মকর্তাদেরকে অনেক পার্শ্ব চাপ ও অনাকাঙ্খিত বদলির ঝামেলা মোকাবেলা করতে হয়, যা পারিবারিক জীবন যাপনে ছন্দপতন ঘটাতে পারে।

২. এডমিন ক্যাডারঃ

সুযোগ সুবিধা সমূহঃ

- উপসচিব থেকে সিনিয়র সচিব পর্যন্ত ৭৫% পদ এডমিন ক্যাডার থেকে নেওয়া হয়। বাকী ২৫% পদে অন্যান্য ক্যাডার থেকে নেওয়া হয়।
- সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও কর্পোরেশনের টপ পদগুলোতে সাধারণত এডমিন ক্যাডার থেকে পদায়ন দেওয়া হয়। সারাজীবনে নাকি প্রশাসন ক্যাডারের সদস্যের প্রায় ১৫ ধরনের চাকুরি করার অভিজ্ঞতা হয়।
- উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে ইউএনও, ডিসি ও বিভাগীয় কমিশনাররা প্রায় সব সময়ই ফোকাসে থাকেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হন।
- সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বা সেবামূলক কর্মকান্ডের পলিসি গ্রহণে সাধারণত এডমিন অফিসারই নেপথ্যে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও তৃণমূল পর্যায় থেকে পলিসি ফিডব্যাক গ্রহণ করে সরকারকে অবহিত করেন ইউএনও, ডিসি মহোদয়রা। তাই তারা সরকারের ফোকাসে থাকেন।
- এই ক্যাডারের সদস্যরা অনায়াসেই বিদেশি অভিজ্ঞতা ভ্রমণ, বিদেশি ট্রেইনিং ও বিদেশে পড়াশুনার স্কলারশিপগুলো পেয়ে থাকেন।

- সরকার চাকরিতে থাকাকালীন যেমন এডমিন ক্যাডারের সদস্যদের গুরুত্ব দেয় আবার অবসরে গেলেও গুরুত্ব দেয়। বিভিন্ন কমিশনে, কর্পোরেশনে অবসরপ্রাপ্ত সচিবদের নিয়োগ দেওয়া হয়। অবসর গ্রহণের পরেও কেউ কেউ পরামর্শক, পরিচালক হিসেবে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চ বেতনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়ে থাকেন।
- এই ক্যাডারে প্রমোশন খুব দ্রুত হয়ে থাকে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা থাকায় এই ক্যাডারের সমস্যরা সীমিত পরিসরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।

এডমিন ক্যাডারের অসুবিধা সমূহঃ

- যে দু-তিনটি ক্যাডারের কাজের প্রেসার বেশি তাদের মধ্যে অন্যতম হলো প্রশাসন ক্যাডার। পুলিশের মতো এই ক্যাডারেও প্রচুর প্রটোকল মেইনটেইন করতে হয়।
- প্রায়ই রাত বিরাতেও কাজ করতে হয় এই ক্যাডারের সদস্যদের। বেশিরভাগ ছুটিরদিনেও অফিসে থাকতে হয় এই ক্যাডারের সদস্যদের। দেশের প্রয়োজনে আপনার ঈদের ছুটিও বাতিল করে স্টেশনে থাকার নির্দেশ আসতে পারে।
- এডমিন অফিসারদের নাকি ভুল করার বিলাসিতা থাকতে নেই। জুনিয়র টায়ারে নানামুখী চাপের কারণে নিরামিষ জীবন যাপন করতে হয়।
- কোন রাজনৈতিক তকমা আপনার কপালে লেগে গেলে বাজে পোস্টিং, ওএসডি এগুলো নিত্যই ঘটবে। আসলে সরকারি চাকরির বিধানেই আছে একজন সরকারি কর্মচারি ক্ষমতাসীন সরকারের কোন পলিসি বা সিদ্ধান্তে বিরোধিতা করবে না।
- বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বপালন করার সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সুবিধাবাদী নেতাদের সামলাতে গিয়ে আপনি অতিষ্ট হয়ে উঠতে পারেন।

অন্য ক্যাডার

৩। ইকনমিক ক্যাডারঃ

সুযোগ-সুবিধা সমূহঃ

- সারা চাকরীজীবন ঢাকায় চাকরির সুযোগ আছে। দেশের বাইরে প্রচুর ট্রেইনিং, কনফারেন্সে অংশগ্রহণ ও পড়াশুনার সুযোগ বিদ্যমান।
- ডেপুটেশনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় ও বিদেশি অর্থায়নে দেশী প্রজেক্টে নিয়োগ লাভের সুযোগ আছে। উক্ত প্রজেক্টে উচ্চ বেতন ভাতা লাভে কাজ করা যায়।

■ **এই ক্যাডারের সীমাবদ্ধতা :**

- সিনিয়র পোস্ট গুলোতে প্রমোশন খুব স্লো হয়ে থাকে। কোটায় উপ-সচিব হয়ে সচিব নাহলে এই ক্যাডার থেকে টপ-পদে প্রমোশন লাভের সুযোগ নেই।টপ পোস্টে এডমিন ক্যাডার থেকে পদায়ন দেওয়া হয়।

৪. বিসিএস নিরীক্ষা (অডিট ও হিসাব)ঃ

সুযোগ সুবিধা সমূহঃ

- ক্যাডার সার্ভিসের মধ্যে একমাত্র এই ক্যাডারেরই সর্বোচ্চ পদটি (CAG) একটি সাংবিধানিক পদ। সব সরকারি চাকুরিজীবী এই ক্যাডার তথা অডিট ও হিসাব বিভাগকে সমিহ করে থাকে। সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়-ব্যয়, বরাদ্ধ ব্যয় অডিট করে থাকে এই অডিট ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর। চাকুরীজীবীদের পেনশন/ গ্র্যাচুইটি প্রাপ্যতা এই অডিট ও হিসাব বিভাগের বিধিমোতাবেক আপত্তিতে বন্ধ / স্থগিত হয়ে যেতে পারে।
- প্রমোশনের গতি মোটামুটি ভালো, দেশের অভ্যন্তরে প্রচুর ট্যুর থাকে বলে টিএ/ডিএ বাবদ ভালো অর্থ সমাগম হয়।
- বৈদেশিক ট্রেনিং ও ট্যুর আছে।
- ঢাকায় এবং ডিভিশনাল শহরগুলোতে পদায়ন হয়ে থাকে।

সীমাবদ্ধতা সমূহঃ

- যেহেতু সরকারি অর্থ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে ব্যয় করছে কিনা, দুর্নীতি করছে কিনা তার তদারকি করাই এই বিভাগের কাজ, তাই দুর্নীতিবাজদের প্রভাব মোকাবেলা করতে হয় বেশি ।
- সৎ থাকতে অনেক বেশি সংগ্রাম করতে হয় ।

৫. বিসিএস আনসারঃ

ক্যাডার প্রোফাইল :

এন্ট্রি পদ : সহকারী পরিচালক / সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট/ ব্যাটালিয়ন উপ-অধিনায়ক

শীর্ষ পদ : উপ-পরিচালক

কর্মক্ষেত্র সমূহ : ৮টি রেঞ্জের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ আনসার । ৮টি প্রাচীন শহরে রেঞ্জ হেড-কোয়ার্টারগুলো অবস্থিত । পদায়ন তাই রেঞ্জগুলোতে বা ঢাকায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তরে হয়ে থাকে ।

প্রমোশনের গতি : মধ্যম । উপ-মহাপরিচালক পদ পর্যন্ত প্রমোশন হয়ে থাকে ।

সুবিধা সমূহঃ ট্রান্সপোর্ট ও আবাসন সুবিধা আছে । পরিচ্ছন্ন পরিবেশে কাজ করা যায় ।

সীমাবদ্ধতা : গ্রেড-১ বা মহাপরিচালক পদে প্রমোশনের সুযোগ নেই । মহাপরিচালক পদে সেনাবাহিনী থেকে মেজর জেনারেল পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে পদায়ন দেওয়া হয় ।

৬. বিসিএস তথ্য ক্যাডার:

ক্যাডার প্রোফাইল :

* এন্ট্রি পদ : ক) সহকারী পরিচালক/ তথ্য অফিসার/ গবেষণা কর্মকর্তা/ সমমানের পদ

খ) সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)

গ) সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক

শীর্ষ পদ : প্রধান তথ্য অফিসার

পদায়ন / কর্মক্ষেত্র সমূহ : জেলা গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা, ফিল্ম সেন্সর বোর্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা, তথ্য-অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, বি.এফ.টি.আই ইত্যাদি ।

প্রমোশনের গতি : ভালো । গ্রেড-১ পদ বা প্রধান তথ্য অফিসার পদ পর্যন্ত পদোন্নতি পাওয়া যায় ।

সীমাবদ্ধতা : আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোতে (বেতার ও টেলিভিশন) যে ধরনের অনুষ্ঠান হয় তা দর্শক-শ্রোতা প্রিয় নয়, কর্মকর্তাদের মাঝে প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা যায় না ।

৭. বিসিএস ফরেন এফেয়ার্স (পররাষ্ট্র ক্যাডার):

সুযোগ-সুবিধা:

- রাজধানী ঢাকার সেগুন বাগিচায় অবস্থিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রথম পদায়ন হয় ।
- ২-৩ বছর পরে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে পদায়ন পাওয়া যায় ।
- বিদেশে পোস্টিংকালে বৈদেশিক ভাতা পাবেন ।

- বিদেশে চাকুরিরত সময়ে বাসস্থান, দুই সন্তানের পড়াশুনার খরচ এবং চিকিৎসা ব্যয় বিধিমোতাবেক সরকার বহন করে ।
- ফরেন ট্রেনিং, ট্যুরের অনেক সুযোগ আছে ।
- পদোন্নতির সুযোগ অনেক ভালো । সর্বোচ্চ পদে (গ্রেড-১) প্রমোশনের সুযোগ আছে ।

সীমাবদ্ধতা সমূহঃ

- সাধারণত ৩ বছর পরপর দেশ চেঞ্জ করতে হয় বলে বাচ্চাদের পড়াশুনার ঝামেলা বেশি হয় ।
- ক্ষেত্র বিশেষে অপছন্দের দেশে, বৈরী আবহাওয়া ও পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে হবে ।

৮. বিসিএস কাস্টমস ক্যাডারঃ

- NBR এর ১টি উইং হয়ে কাজ করতে হয় ।
- বৈধ উপায়ে প্রচুর টাকা কামানোর সুযোগ থাকে । যেমন-চোরাচালানের মালামাল ও শুল্ক ফাঁকির কেস ধরতে পারলে Grant of Reward দেওয়া হয় ।
- বাসস্থান ও পরিবহন সুবিধা ভালো ।
- জুনিয়র টায়ারে প্রমোশনে গতি ভালো ।
- সৎভাবে পাওয়ার একসারসাইজের সুযোগ আছে ।
- জেলা সদরে প্রথম পদায়ন হয় ।
- বিদেশ ভ্রমণ ও সরকারি স্কলারশিপে পড়াশুনার সুযোগ আছে ।

সীমাবদ্ধতা সমূহঃ

- পোর্টে পোস্টিংকালে কাজের চাপ খুব বেশি পরিমানে থাকে ।
- গ্রেড-১ বা সচিব পর্যায়ে প্রমোশনের সুযোগ নেই । কারণ সর্বোচ্চ পদ 'কমিশনার' পদটি যুগ্ম সচিব পদ মর্যাদার ।

৯। বিসিএস (ট্যাক্স) ক্যাডার ঃ

অর্থ মন্ত্রনালয়ের IRD এর একটি বিভাগ হচ্ছে NBR। আর NBR এর একটি শাখা হচ্ছে ট্যাক্স উইং।

সুবিধা সমূহঃ

- প্রমোশনের গতি ভালো।
- NBR এর সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে কাস্টমস ক্যাডারের তুলনায় ট্যাক্স ক্যাডার এগিয়ে।
- বৈধভাবে পাওয়ার এক্সারসাইজের সুযোগ আছে।
- কাস্টমস ক্যাডারের মতোই 'আয়কর' ফাঁকি ধরতে পারলে একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজে Grant of Rewards পাওয়া যায়।
- পরিবহন সুবিধা ও উপরের টায়ারে বাসস্থান সুবিধা ভালো।

সীমাবদ্ধতা সমূহঃ

- আয়কর রিটার্ন এর সময় কাজের চাপ অতিমাত্রায় বেশি থাকে।
- সচিব পদে প্রমোশনের সুযোগ নেই।

১০। বিসিএস পরিবার পরিকল্পনাঃ

সুবিধা সমূহঃ

- কাজের চাপ সহনীয় পর্যায়েরে। সিজনালী একটু বেশি থাকে।
- নিজের মতো করে পড়াশুনা ও শখের কাজগুলো করার সময় থাকে।
- প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ আছে।
- বিভিন্ন সংস্থায় ডেপুটেশনে কনসালটেন্ট হিসাবে কাজ করার সুযোগ আছে।
- বিদেশে ট্যুরের সুযোগ মোটামুটি আছে।
- অবসর গ্রহণের পর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করা যায়।
- প্রথম পোস্টিং সাধারণত উপজেলা পর্যায়ে হয়।

সীমাবদ্ধতা সমূহঃ

- প্রমোশন ধীর গতিতে হয় ।
- পরিবহন ও বাসস্থান সুবিধা জুনিয়র টায়ারগুলোতে নেই ।
- ক্যাডার অফিসারদের সাথে নন-ক্যাডার স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ।
- ডাইরেক্টর ও ডিজি পদে এডিমন ক্যাডার থেকে নিয়োগ দেওয়া হয় ।

(সূত্রঃ Abu Kawsar, BCS Fmily Planning)

১১. বিসিএস (ডাক):

ক্যাডার প্রোফাইল :

* এন্ট্রি পদ : এ.পি.এম. জি (সহকারী পোস্ট মাস্টার জেনারেল)

শীর্ষ পদ : মহাপরিচালক

পদায়ন / কর্মক্ষেত্র সমূহ:

: বাংলাদেশ ৫টি পোস্টাল সার্কেলে বিভক্ত। সার্কেলগুলোর সদর দপ্তর সমূহ বিভাগীয় শহরে বা পুরাতন জেলাগুলোতে অবস্থিত। সার্কেল প্রধান একজন 'পোস্ট মাস্টার জেনারেল'। পোস্টাল লাইফ ইন্সুরেন্স কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশকে দুটি সার্কেলে ভাগ করা হয়েছে। উক্ত সার্কেলগুলোতে এই ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়ন হয়ে থাকে। পাশাপাশি ঢাকা সদর দপ্তরেও পদায়ন হয়ে থাকে ।

প্রমোশনের গতি : ভালো। মহাপরিচালক পদ (গ্রেড-১) পর্যন্ত পদোন্নতি হয় ।

আবাসন ও ট্রান্সপোর্ট: এন্ট্রি পদেই আবাসন সুবিধা ও ডিপিএমজি হলে গাড়ি সুবিধা আছে ।

সীমাবদ্ধতা : সাধারণ মানুষদের অনেকেই ডাক বিভাগে যে ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগ হয় সেটা জানে না ।

১২. বিসিএস (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক):

এন্ট্রি পদ : সহকারী ট্রাফিক সুপারিনটেনডেন্ট/ সহকারী পরিচালক

শীর্ষ পদ : এডিজি (অপারেশনস্), গ্রেড-২

পদায়ন/কর্মক্ষেত্রসমূহ : ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, লালমনিরহাট

প্রমোশনের গতি : মোটামুটি ভালো

উল্লেখযোগ্য সুবিধা : ৩টি বিভাগীয় শহর (লাল মনিরহাট ছাড়া) সহ মোট চারটি কর্মস্থলে সারাজীবন চাকরি করা যায়।

সীমাবদ্ধতাসমূহ : ৬-তম গ্রেডে প্রোমোশন নেই। ৭ম গ্রেড তো নতুন পে-স্কেলে সব ক্যাডারের জন্যই বাতিল হয়েছে। ফলে এই ক্যাডার ৫ম গ্রেডে যেতে থেকে প্রায় ১০ বছর অপেক্ষা করতে হয়। গ্রেড-১ এ প্রমোশন হয় না।

১৩. বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)ঃ

সুবিধাসমূহঃ

- শিক্ষা ক্যাডারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এর বৈচিত্রতা। ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে প্রচুর ইন্টারেকশনের সুযোগ থাকে। ১০-১৫ চাকরি করলেই একজন ভালো শিক্ষকের সেলিব্রেটিদের মতো ফলোয়ার / ভক্ত থাকে।

- একজন সিনিয়র শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তা হিসেবে বোর্ডে ডেপুটি কন্ট্রোলার, কন্ট্রোলার, চেয়ারম্যান, কলেজ ও স্কুল পরিদর্শক, অধিদপ্তরগুলোতে এসিট্যান্ট ডাইরেক্টর থেকে ডিজি পর্যন্ত পদে পদায়ন পেতে পারেন। তাছাড়া বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ট্রেইনিং স্পেশালিস্ট, বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

- বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও স্কলারশীপ নিয়ে এমএস, পিএইচডি ও পোস্ট গ্রেজ্যুয়েশন করার সুযোগ এই মুহূর্তে বেশ ভালো।

- একজন অধ্যাপককে এখনো সমাজে মানুষ আলাদা সম্মান দেয় ও বিশ্বাস করে।
- এই ক্যাডারে একজন কর্মকর্তা নিজ জেলায় চাকুরি করার সুযোগ পান। তাই পারিবারিক স্থিতিশীলতা ও উক্ত জেলায় তার ব্যাপক পরিচিতি থাকে।
- ভ্যাকেশন ডিপার্টমেন্ট বলে এই ক্যাডারের সদস্যরা বছরে বেশ কয়েকবার ১০-২০ দিন পর্যন্তছুটি ভোগ করে থাকেন। তাছাড়া পরীক্ষা অনুষ্ঠান জনিত ছুটি-ছাটাতো আছেই। চাইলে নিজের মতো করে পড়াশুনা, ঘুরাঘুরি করা যায়।
- অনার্স কলেজে পোস্টিং পেলে ডিবেটিং ক্লাব, কালচারাল ক্লাব, ক্যারিয়ার ক্লাব, থিয়েটার, স্কাউটিং, বিএনসিসি, স্টাডিট্যুর, স্পোর্টস ইত্যাদি নিয়ে বৈচিত্র্যময় হয় একজন ক্যাডার শিক্ষকের জীবন।
- প্রাইভেট টিউশন ছাড়াও বৈধভাবে অনেক খাত থেকে একজন সরকারি কলেজ শিক্ষক এক্সট্রা উপার্জন করে থাকেন।
- প্রমোশন মধ্যম গতির।

সীমাবদ্ধতা সমূহ:

- এই ক্যাডারের সর্বোচ্চ পদ ডিজি পদটি ১নং গ্রেডের হলেও শিক্ষা ক্যাডার থেকে ভারপ্রাপ্ত ডিজি হিসেবে পদায়ন দেওয়া হয়।
- অর্জিত ছুটি সুবিধার ব্যাপারটি এখানো ঝুলে আছে।
- নিয়মিতই বেসরকারী কলেজ সরকারি করণের ফলে বেসরকারী কলেজ থেকে আত্মীকৃত নন-বিসিএস শিক্ষকদের সাথে বিভিন্ন সুবিধা নিয়ে ক্যাডার শিক্ষকদের দ্বন্দ্ব বিরাজমান।
- পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময়টায় প্রচুর কাজের চাপ থাকে।

অধ্যায়-৭
আবেদন ফরম পূরণ ও বিশেষ নির্দেশাবলিঃ

বিশেষ নির্দেশাবলি :

(৩৮তম বিসিএস নিয়োগ পরীক্ষার সার্কুলার অনুসারে নির্বাচিত অংশ)

১. ক. নতুন পদসৃষ্টি, পদোন্নতি, কর্মকর্তার অবসর গ্রহণ, মৃত্যু, পদত্যাগ অথবা অপসারণ ইত্যাদি কারণে উল্লিখিত যেকোনো ক্যাডারের শূন্য পদসংখ্যার পরিবর্তন হতে পারে ।

খ. বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট ক্যাডার পদের জন্য কোনো প্রার্থীর নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলে উক্ত প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন না । কোনো প্রার্থী বিদেশ হতে তাঁর অর্জিত কোনো ডিগ্রিকে উল্লিখিত বিসিএস ক্যাডারের পদসমূহের পার্শ্বে বর্ণিত কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতার সমমানের বলে দাবি করলে তাকে সে মর্মে সংশ্লিষ্ট ইকুইভ্যালেন্স কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ইকুইভ্যালেন্স সনদের সত্যায়িত কপি লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে BPSC From-1(applicant's copy) এর সঙ্গে জমা দিতে হবে। ইকুইভ্যালেন্স সনদের জন্য মেডিকেল ডিগ্রিধারীদের বিএমডিসি-র সঙ্গে, পশুপালন/ ডিভিএম ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে UGC/ভেটেরিনারি কাউন্সিল এবং অন্যান্য বিষয়ে ডিগ্রিধারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্জুরি কমিশন (UGC) এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। উক্ত ইকুইভ্যালেন্স সনদের মূলকপি মৌখিক পরীক্ষার সময় সাক্ষাৎকার বোর্ডে অবশ্যই উপস্থাপন করতে হবে ।

গ. যদি কোনো প্রার্থী এমন কোনো পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন যে পরীক্ষায় চাহিদাকৃত শ্রেণি/বিভাগসহ পাস করলে তিনি ৩৮তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করবেন এবং যদি তার ঐ পরীক্ষার ফলাফল ৩৮তম বিসিএস-এর আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ পর্যন্ত প্রকাশিত না হয় তাহলে তিনি অনলাইন-এ আবদেনপত্র দাখিল করতে পারবেন, তবে তা সাময়িকভাবে গ্রহণ করা হবে । কেবল সেই প্রার্থীকেই অবতীর্ণ প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করা হবে যার স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের